চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 84 Thursday, 23 February, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৮৪ সংখ্যা ❋ ১০ ফাল্গুন, ১৪২৯, বৃহস্পতিবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

মানিকের পর তাঁর স্ত্রী, পুত্রও জেলে, নির্দেশ দিল বিশেষ আদালত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ আদালত কক্ষে হাত জড় করে পরিবারকে ছেড়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন নিয়োগ দুর্নীতিতে অন্যতম অভিযুক্ত মানিক ভট্টাচার্য। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্য ও পুত্র সৌভিক ভট্টাচার্যকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিলেন ইডি আদালতের বিচারক। বুধবার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে এই মামলার শুনানি ছিল। এদিন মানিকের স্ত্রী ও ছেলে জামিনের আর্জি জানিয়েছিলেন আদালতে। কিন্তু সেই আর্জি খারিজ হয়ে গিয়েছে। আদালত থেকে বের করে জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাঁদের। মানিক-পুত্র সৌভিককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রেসিডেন্সি জেলে। সেখানেই রয়েছেন মানিক। আর মানিকের স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আলিপুর সংশোধনাগারে, যেখানে রয়েছে নিয়োগ মামলার এক অভিযুক্ত অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। মামলার চার্জশিটে নাম থাকায় আদালত সমন করেছিল শতরূপা ও সৌভিককে। আগেই তাঁরা আদালতে হাজিরা দিয়েছিলেন। কিন্তু আগের দিন শুনানি হয়নি। বুধবার ছিল সেই মামলার শুনানি। জামিনের বিরোধিতা করে এদিন ইডি জানায়, মানিকের স্ত্রী পুরো কেলেঙ্কারির কথা জানতেন। স্ত্রী ও পুত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলেও উল্লেখ করেন ইডি-র আইনজীবী। শুধু তাই নয়, আদালতে

প্রশ্ন ওঠে মানিকের ছেলে সৌভিক ২০১৭ সালে দুবার ইউকে যাওয়ার কথা কেন লুকিয়ে গিয়েছেন? এই সব শুনে বিচারক এদিন ইডি-কে প্রশ্ন করেন, এত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কেন এতদিন গ্রেফতার করা হয়নি মানিকের স্ত্রী-পুত্রকে। ইডি জানায়, এতদিন গ্রেফতারির প্রয়োজন ছিল না। শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রাখা হয়। পরে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। উল্লেখ্য, আগেও মানিকের ছেলে সম্পর্কে একাধিক তথ্য সামনে এনেছিল ইডি। জানা গিয়েছিল, একটি কোম্পানি রয়েছে মানিক ভট্টাচার্যের ছেলের নামে। আর তাতে মিলেছিল ২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। সেই টাকা দুর্নীতির টাকা বলেই দাবি করা হয়েছিল। এর আগে একাধিকবার তাঁকে তলবও করা হয়েছিল। মানিকের স্ত্রী-পুত্রের জেল হেফাজত প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, ''ছোট পরিবার, সুখী পরিবার। এবার সবাই একসঙ্গে থাকবে। এতদিন আলাদা ছিল। মানুষকে যা সাহায্য করেছে, তার ফল তো পেতেই হবে।''

৪১তম প্রগতি বৈঠকের সভাপতিত্ব করলেন মোদি

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ বুধবার (২২ ফেব্রুয়ারি), ৪১তম প্রগতি বৈঠকের সভাপতিত্ব করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রগতি হল একটি প্রো-অ্যাকটিভ গভর্নেন্স এবং সময়োপযোগী বাস্তবায়নের জন্য আইসিটি ভিত্তিক মাল্টি-মডেল প্ল্যাটফর্ম। এতে রাজ্য এবং কেন্দ্র- দুই সরকারই জড়িত। এদিনের বৈঠকে নয়টি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত প্রকল্পের পর্যালোচনা করেন নরেন্দ্র মোদি। এই নয় প্রকল্পের মধ্যে তিনটি প্রকল্প সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রকের, দুটি প্রকল্প রেলপথ মন্ত্রকের এবং একটি করে প্রকল্প রয়েছে বিদ্যুৎ মন্ত্রক, কয়লা মন্ত্রক, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের। ছত্তিশগড়, পাঞ্জাব, বিহার, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, কেরল, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অসম, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং অরুণাচল প্রদেশ - মোট ১৩টি রাজ্যে জুড়ে চলছে এই প্রকল্পগুলির কাজ। সব মিলিয়ে ৪১,৫০০ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। এদিনের বৈঠকে মিশন অমৃত সরোবরও পর্যালোচনা করা হয়।

'উত্তর-পূর্ব সব রাজ্যে যাব'

মেঘালয়ে দাঁড়িয়ে বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

শিলং, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ মেঘালয়ে নির্বাচনী প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। রাজাবালার সভা থেকে অভিষেকের বক্তব্য, ''৫ বছর ডবল ইঞ্জিন সরকার থেকেও মেঘালয়ে একটাও মেডিক্যাল কলেজ হয়নি, বাংলায় ২৩ জেলায় ২৩টি মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে।'' একই সুরে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''বাংলায় কথায় কথায় সেন্ট্রাল এজেন্সি পাঠিয়ে দেয়। সীমান্তে কী হচ্ছে? শুনলাম বিএসএফ ক্যাম্পে মা, বোনকে ধর্ষণ করা হয়েছে। মেঘালয়ের মানুষের জন্যই মেঘালয়া, বহিরাগতদের জায়গা নেই। বাইরে থেকে এসে কোনও কিছু চাপিয়ে দিতে চাইলে বরদাস্ত করবেন না। মেঘালয়ে আমাদের জেতান। আমাদের প্রতিশ্রুতি, ২০২৪ সালে দিল্লি থেকে বিজেপিকে তাড়াব।'' ত্রিপুরায় ভোটের ফলঘোষণা ২ মার্চ। তার আগে মেঘালয়ের ভোটের প্রচারে গিয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, ভোটের নামে 'প্রহসন' হয়েছে ত্রিপুরায়। মমতার কথায়, যে ৯২ শতাংশ ভোট পড়েছে, তার পুরোটাই হয়েছে ভয় দেখিয়ে, সন্ত্রাস করে। যা শুনে মমতার বিরোধী শিবিরের একাংশ মনে করছে, তা হলে কি ত্রিপুরায় ভোটের ফলাফল নিয়ে খুব একটা 'আশাবাদী' নন তৃণমূলনেত্রী? সেই কারণেই তিনি আগে থেকেই ত্রিপুরার ভোটকে 'প্রহসন' বলে বর্ণনা করছেন? ত্রিপুরার ভোটের ১১ দিনের মাথায় আগামী সোমবার, ২৭ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা নির্বাচন হবে মেঘালয়ে। তার চার দিন আগে বুধবার ভোটের প্রচারে উত্তর-পূর্বের এই ভোটমুখী রাজ্যে গিয়েছিলেন মমতা। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মেঘালয়ের নির্বাচন নিয়ে অভিষেকের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পরই মঞ্চে ওঠেন মমতা। মেঘালয়ের মানুষকে 'একতা উন্নয়ন আর বন্ধুত্বের' প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৃণমূলকেই বেছে নেওয়ার কথা বলছিলেন তৃণমূলনেত্রী। তখনই তিনি টেনে আনেন ত্রিপুরার ভোটের প্রসঙ্গ। মমতা বলছিলেন, ''উত্তর-পূর্বের সব রাজ্যই বঞ্চনার শিকার। দিল্লি বা অসম আপনাদের বন্ধু হতে পারবে না। আপনাদের কাছেই কোচবিহার। আলিপুরদুয়ারও। আমরাই ধীরে ধীরে উত্তর-পূর্বে সমস্ত রাজ্যে আসব। মেঘালয়কে অসম বা দিল্লি চালাবে না। আমরাও চালাবো না বাংলা থেকে। আমরা বন্ধু। আমরা সহযোগিতা করব। আমরা আপনাদের পাশেই আছি। তাই ভয় পাবেন না। সাহসী হন।'' কেন 'সাহসী' হওয়ার দরকার, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়েই মমতা বলেন, ''ত্রিপুরায় দেখেছেন কী হয়েছে? নির্বাচনের নামে সন্ত্রাস চালিয়ে ৯২ শতাংশ ভোট করেছে! আমি এখানকার প্রার্থীদের বলব, প্লিজ দেখুন। খেয়াল রাখুন। যাতে রিগিং করতে না পারে। নিজের ভোট নিজেকে দিতে হবে। সমস্ত সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু আর সংখ্যালঘু একজোট হয়ে ভোট করুন।'' ত্রিপুরায় আগের বিধানসভা নির্বাচনে ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় ৩৬টি আসনে জিতেছিল বিজেপি। প্রাক্তন শাসক বামেরা পেয়েছিল ১৬টি আসন। তৃণমূল কোনও আসন পায়নি। ২০২১ সালের পুরভোটে ভোট শতাংশে আগরতলায় পুরনো শাসক সিপিএমকে পিছনে ফেলে দিলেও শেষ পর্যন্ত গেরুয়া শিবিরের কাছে হার মানতে হয়েছিল তৃণমূলকে। আগরতলার ৫১টি আসনেই জয়ী হয়েছিল বিজেপি। তার পরেও ত্রিপুরা বিধানসভার মোট ৬০টি আসনের মধ্যে ২৮টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে তৃণমূল। মেঘালয়ের প্রচারে গিয়ে হুঁশিয়ারিও শুনিয়েছেন মমতা। তাঁর কথায়, 'ওঁরা এই ক'দিনে টাকাপয়সা দিয়ে ভোট কিনে নিতে পারে। আমি (কিছু) বলব না। ওরা বিপজ্জনক! মনে রাখবেন, ওরা টাকা দিলে সিবিআই-ইডি দিয়ে কেড়েও নিতে পারে। তাই আমি বলব, ঘরে যা আছে তা-ই খাব। তাই দিয়েই ছেলেমেয়েদের মানুষ করব। ওদের ভিক্ষে নেব না।''

'বাংলায় সহিংসতা সবাই জানেন'

মেঘালয়ে গিয়ে তৃণমূলকে তুলোধনা রাহুলের

শিলং, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ দরজায় কড়া নাড়ছে নির্বাচন। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ভোটগ্রহণ হবে মেঘালয়ে। শেষ মুহূর্তের প্রচারে ব্যস্ত সব রাজনৈতিক দল। গতকাল মেঘালয়ে জড় জনসভা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিকে আজ মেঘালয়ের গাড়োতে জনসভা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে উপস্থিত মেঘালয়বাসীর উদ্দেশে বাংলাতেই নিজের বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। এই একই সময়ে মেঘালয়ে জনসভা করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিও। এই জনসভা থেকে দু'জনেই একে অপরের দলকে আক্রমণ করেছেন। এর সঙ্গে সঙ্গে ২৪-র নির্বাচনে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের জোটের সম্ভাবনা আবারও ধূলিসাৎ হয়ে গেলে। এ দিন মেঘালয়ের জনসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তৃণমূল করে দেখিয়ে দিয়েছে।'' তিনি আরও বলেন, ''আমি কংগ্রেসে ছিলাম। কিন্তু তাঁরা আমাদের দল থেকে বের করে দিয়েছে। কারণ আমরা বিজেপিকে আটকানোর জন্য লড়াই করছি।'' মমতার এই অভিযোগ আবার তাঁকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন রাহুল। কংগ্রেস নেতা তোপ দেগে বলেছেন, ''বিজেপিকে জিতিয়ে দিতেই মেঘালয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে তৃণমূল।'' এদিকে মেঘালয়ে দাঁড়িয়ে মোদি ও বিজেপিকেও আক্রমণ শানাতে ছাড়েননি রাহুল। তিনি বলেন, ''স্কুলে যারা অন্যদের হেনস্থা করে থাকে অনেকটা তাঁদের মতো বিজেপি ও আরএসএস। তাঁরা মনে করেন, নিজেরাই সব জানেন এবং বাকি কারও জন্য তাঁদের কোনও সম্মান নেই।'' আদানি ইস্যু নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে তোপ দেগে তিনি বলেছেন, ''আমি প্রধানমন্ত্রীকে

আদানির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি। আমি একটি ছবিও দেখিয়েছি যেখানে আদানি এবং প্রধানমন্ত্রী আদানির বিমানে বসে আছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি এমনভাবে বিশ্রাম নিচ্ছেন যেন এটি তাঁর নিজের বাড়ি। প্রধানমন্ত্রী মোদি এই বিষয়ে একটি প্রশ্নেরও উত্তর দেননি।'' তিনি এ দিন বলেছেন, ''তিনি আমাকে একটি প্রশ্ন করেছিলেন এবং বলেছিলেন কেন আমার নাম গান্ধি, নেহরু নয়? আমি সংসদে বক্তব্য রেখেছি এবং তারপর আপনারা দেখেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি যখন ভাষণ দেন তখন তিনি টেলিভিশনে থাকেন কিন্তু আমার ভাষণ কোথাও দেখা যায় না।'' প্রসঙ্গত, মেঘালয়ে প্রথম থেকে কংগ্রেসকে নির্বাচনী ময়দানে দেখা যায়নি। এই প্রথম মেঘালয়ে জনসভা করলেন রাহুল গান্ধি। আর এই জনসভা থেকে বিজেপি-তৃণমূলকে একসঙ্গে বিঁধলেন তিনি।

রাহুল বলেন, ''আপনারা তৃণমূলের ইতিহাসও জানেন। বাংলায় হওয়া সহিংসতার ঘটনার কথাও আপনারা জানেন। আপনি তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে আপনারা অবগত। তারা গোয়ায় এসেছিল এবং বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করেছিল। কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিজেপিকে সাহায্য করা। আর মেঘালয়ে তৃণমূলের ভাবনা বিজেপি যাতে ক্ষমতায় আসে তা নিশ্চিত করা।'' একদিকে তৃণমূলকে বিঁধেছেন রাহুল। অন্যদিকে জনসভা থেকে কংগ্রেসের প্রতি আক্রমণ শানিয়েছেন মমতাও। জনসভা থেকে মমতা বলেন, ''মেঘালয়ে ভোট চাওয়ার কোনও নৈতিক অধিকার নেই কংগ্রেসের।'' তিনি সভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন, ''দিল্লির বিজেপি কোনওদিন মেঘালয়বাসীর বন্ধু হবে না। কংগ্রেসও নয়। তারাও অনেকদিন ক্ষমতায় ছিল। একটা রাস্তা পর্যন্তও করতে পারেনি। কিন্তু

চাকরির পরীক্ষার এক লক্ষ খাতা গায়েব! রাজ্যের উত্তরে আদালতও বলছে 'অষাঢ়ে গল্প'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ হারিয়ে গিয়েছে চাকরির পরীক্ষার এক লক্ষ খাতা! রাজ্যের বক্তব্য শুনে অবাক বিচারপতিরা। খাতা হারিয়ে যাওয়াটা অনেকটা 'আষাঢ়ে গল্প' বলে মন্তব্য আদালতের। খাতা হারিয়ে গেলেও এখন সব সফট কপি রাখা থাকে, বিস্ময় প্রকাশ করে মন্তব্য কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের। কী করে খাতা হারাল? কে বা কারা এই খাতা সংরক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন? সেই সব প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে চার সপ্তাহের মধ্যে পঞ্চায়েত দফতরের সচিবকে আদালতে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দিল বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। বুধবার ছিল সেই মামলার শুনানি। ২০১৮ সালে পরীক্ষা হলেও এত বছরে কেন নিয়োগ হয়নি? সেই প্রশ্ন তুলেই মামলা হয়েছিল কোর্টে। মুর্শিদাবাদে পঞ্চায়েতের ১৫৭টি পদে নিয়োগের জন্য ২০১৮ সালে পরীক্ষা দেন প্রায় এক লক্ষ চাকরি প্রার্থী। কিন্তু এতদিনেও কোনও নিয়োগ হয়নি। দ্রুত নিয়োগের দাবিতে ২০২১ সালে মামলা হয় হাইকোর্টে। বুধবার রাজ্যের তরফে আদালতে জানানো হয়, সেই পরীক্ষার যাবতীয় খাতাপত্র হারিয়ে গিয়েছে, যা শুনে ডিভিশন বেঞ্চ বিস্মিত। এক লক্ষ লোকের খাতা কী করে হারিয়ে গেল! ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, হারিয়েছে মানে আর সে সব খুঁজে পাওয়া যাবে না, এখন আর সেটা হবে না। কারণ এখন সব এমন নথির সফট কপি থাকে অন্য এজেন্সির কাছে। তাই খাতা বা উত্তরপত্র পাওয়া যাবে বলেই মনে করছে আদালত। সম্প্রতি একের পর এক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় ক্রমশ অস্বস্তি বেড়েছে রাজ্য সরকারের। স্কুল সার্ভিস কমিশন থেকে প্রাথমিক, সব ক্ষেত্রেই গুরুতর সব অভিযোগ সামনে এসেছে। তদন্তে উঠে এসেছে ওএমআর শিট বিকৃতির কথা। আসল ওএমআর শিট আর সার্ভারের তথ্যে আকাশ-পাতাল ফারাকও সামনে এসেছে। তবে খাতা হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টি কার্যত নজিরবিহীন।

১০ মার্চ থমকে যেতে পারে সরকারি অফিসের পরিষেবা! ধর্মঘটের ডাক দিলেন কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ দু' দিনের কর্মবিরতির পর এবার আগামী ১০ মার্চ রাজ্য জুড়ে সরকারি দফতরে ধর্মঘটের ডাক দিল রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। প্রথমে ৯ মার্চ এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওই দিন মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষা থাকার কারণ একদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ধর্মঘট। যদিও সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধর্মঘট হলেও জরুরি কোনও পরিষেবা ব্যাহত হবে না। বকেয়া ডিএ-র দাবিতে গত তেরো দিন ধরে শহিদ মিনারের নীচে অনশন বিক্ষোভ করছেন সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা। যৌথ মঞ্চের নামে চলছে আন্দোলন। গত ২০ এবং ২১ ফেব্রুয়ারি রাজ্য জুড়ে সরকারি দফতরে কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়। তার পরেও দাবি পূরণ না হওয়ায় আরও বড় কর্মসূচি ঘোষণা করলেন সরকারি কর্মচারীরা। যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, দলমত নির্বিশেষে সরকারি কর্মচারীদের প্রায় সব সংগঠনই তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ফলে এবারের ধর্মঘট সর্বাত্মক হবে। গত সোমবার এবং মঙ্গলবার কর্মচারীদের কর্মবিরতি আটকাতে কঠোর নির্দেশিকা জারি করেছিল রাজ্য অর্থ দফতর। যদিও অর্থ দফতরের সেই নির্দেশিকা পাল্টা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে সরকারি কর্মচারীদের পক্ষ থেকে। এবারেও সরকারি কর্মচারীরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, কর্মজীবনে ছেদ পড়া থেকে শুরু করে যত কঠোর পদক্ষেপই সরকার নিক না কেন, তাঁরা আন্দোলন থেকে পিছিয়ে আসবেন না। এবারের রাজ্য বাজেটে সরকারি কর্মচারীদের এবং অবসরপ্রাপ্ত পেনশনভোগীদের জন্য ৩ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। যদিও এই ঘোষণায় সন্তুষ্ট হননি সরকারি কর্মচারীরা। তাঁদের দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ডিএ দিতে হবে রাজ্য সরকারকে।

আজ বনধ হচ্ছে না পাহাড়ে, নির্বিঘ্নেই হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ শেষমেশ পাহাড়ে বনধ স্থগিত রাখলেন বিনয় তামাংরা। মাধ্যমিক পরীক্ষাকে মাথায় রেখেই বিনয় তামাংরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। মঙ্গলবার পাহাড়ে ১২ ঘণ্টার বনধের ডাক দিয়েছিলেন বিনয়-বিমল গুরুংরা। ২০১৭ সালে পাহাড়ে অশান্তির পর এই প্রথম বনধ হত। যা নিয়ে রীতিমতো রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে, এই বনধের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবারই শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। বিনয় তামাংরা আশ্বস্ত করলেও উদ্বেগে ছিল কয়েক হাজার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। শেষমেশ বিনয় তামাংদের এই সিদ্ধান্তে পাহাড়ে আপাতত আশঙ্কার মেঘ কাটল বলে মনে করা হচ্ছে। মঙ্গলবারই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ''যদি আইন না মেনে বনধ হয়, তা হলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।'' মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কোনও অসুবিধা হবে না বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি। দুপুর ১২টা পর্যন্ত খবর ছিল, আগামিকালের জন্য সব রকম প্রস্তুতি সেরে রেখেছিল জেলা প্রশাসনের তরফে। যানবাহন সচল রাখা এবং পর্যটকদের কোনও অসুবিধা যাতে না হয়, তার জন্যও বাড়তি প্রস্তুতি নেওয়া হয়। জানা যায়, বনধের প্রতিবাদে আগামিকাল রাস্তায় নামতেন অনিত থাপারা। দোকানপাট খোলার রাখার আহ্বান জানাতেন। যদিও বিনয় তামাংরা জানিয়েছিলেন, বনধে মাধ্যমিক পরীক্ষার কোনও অসুবিধা হত না। তারা ইতিমধ্যে একদিনের প্রতীকী অনশন চালাচ্ছেন। সোমবার বিধানসভায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রস্তাব পাশ করায় সরকার। তারপরই নতুন গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে সরব হন বিনয় তামাং-বিমল গুরুংরা। বনধের ডাক দেন তাঁরা। যা ২০১৭ সালের পর এই প্রথম বনধ বলে মনে করা হচ্ছিল।

জেলে মল ছুড়ল জঙ্গি মুসা, পড়ে গিয়ে চোট পেলেন পার্থ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ একজন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী। অন্যজন আইএস জঙ্গি। দু'জনেই বন্দি প্রেসিডেন্সি জেলে। প্রথমজন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আর দ্বিতীয়জন জঙ্গি মুসা। জেলে দু'জন মুখোমুখি হতেই ঘটে গেল বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার। পড়ে গিয়ে চোট পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। জেল সূত্রের খবর, পার্থর পড়ে যাওয়ার পিছনে রয়েছে জঙ্গি মুসার 'মনল'। তা থেকে 'রক্ষা' পেতে গিয়েই নাকি পড়ে যান প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর থুতনিতে সামান্য লাগে। ঘটনাটি গত ১৯ ফেব্রুয়ারির। জেল সূত্রে খবর, জঙ্গি মুসা মগে মল ভরে জেলের মধ্যে ছোড়ে। রবিবার তার এই কাণ্ডের সময় মুখোমুখি পড়ে যান পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মুসাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সেইসময় হোঁচট খেয়ে পড়ে যান তিনি। তাতেই তাঁর থুতনিতে সামান্য চোট লাগে। বুধবার এসএসকেএম-র একটি টিম জেলে গিয়ে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে দেখে আসেন। পড়ে গেলেও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর চোট গুরুতর নয় বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। আইএস জঙ্গি মুসা ওরফে মহম্মদ মসিউদ্দিন ধরা পড়ে ২০১৬ সালের ৪ জুলাই। বর্ধমান স্টেশন থেকে তাকে গ্রেফতার করে রেলপুলিশ ও সিআইডি। বীরভূমের লাভপুরের বাসিন্দা মুসা। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত মুসা প্রেসিডেন্সি জেলে রয়েছে। গত কয়েকমাস ধরেই এই জেলই ঠিকানা পার্থ চট্টোপাধ্যায়েরও। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে গত বছরের ২২ জুলাই গ্রেফতার করে ইডি। তারপর থেকে জেলই তাঁর ঠিকানা। এর আগেও জেলের মধ্যে কারারক্ষীদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে মুসার বিরুদ্ধে। কলকাতার নগর ও দায়রা আদালতে এজলাসে দাঁড়িয়ে বিচারকের দিকে জুতোও ছুড়েছিল সে। সেই সময় সে চিৎকার করে বলেছিল, ''মানুষের তৈরি আইন আমি মানি না।'' এর আগে জেলের মধ্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর আইনজীবীরা। এই ঘটনার পর তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে। এদিকে, জানা গিয়েছে, ঘটনার পর জঙ্গি মুসাকে অন্য জায়গায় সরানো হয়েছে জেল কর্তৃপক্ষের তরফে।

সাংসদ তহবিলের ২০ কোটি টাকা খরচই হল না এখনও, রাজ্যের 'ব্যর্থতা' নিয়ে বিতর্ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী বছর লোকসভা ভোট। সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় রাজ্যের ২২ জেলাতে ৬১২টি কমিউনিটি হল নির্মাণে সাংসদদের সুপারিশ সহ ১৯ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা পড়ে রয়েছে। নির্মাণ দূর অস্ত প্রস্তাবিত অর্ধেকেরও বেশি কমিউনিটি হল তৈরির জমি চিহ্নিতকরণের কাজই শুরু হয়নি। বহু জেলায় জমি চিহ্নিত করার পরও নানা অজুহাতে টেন্ডার প্রক্রিয়াই শুরু করেনি। নবান্ন দ্রুত জেলাশাসকদের সংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় কমিউনিটি হলের জন্য জমি চিহ্নিতকরণের কাজ দ্রুত শেষ করে নির্মাণ শুরু করার নির্দেশ দিল। জেলাগুলিতে কমিউনিটি হল তৈরির জন্য সংসদদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সাংসদদের প্রস্তাব মতোই এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় এই হল নির্মাণ করা হবে। একমাত্র দার্জিলিঙয়ের সাংসদ রাজ্য সরকারের এই প্রস্তাবকে মান্যতা দেয়নি। বাকি সব জেলাতেই শাসক ও বিরোধী সাংসদরা এই কর্মসূচিতে সম্মতি জানায়। কিন্তু প্রশাসনিক উদাসিনতায় একটা নির্মাণও শুরু করা যায়নি। নবান্ন সূত্রের খবর, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন এই প্রকল্পের হাত ধরে সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে সুপারিশ মতো এক কোটি আট লক্ষ ও এক কোটি টাকা পেয়েছে। একটি কমিউনিটি হলের জমিও চিহ্নিত করাই হয়নি। কাজ কী করে হবে? প্রসঙ্গত পূর্ব মেদিনীপুরের দুই সাংসদ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারী ও ভাই দিব্যেন্দু অধিকারী। তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ থাকলেও শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে মানসিক ভাবে অবস্থান করছে রাজনীতিতে।

সেজন্যই কি পূর্ব মেদিনীপুরে সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলে কাজ নিয়ে গড়িমসি। প্রশ্ন উঠছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের বিজেপি সাংসদ বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। ঘাটালের তৃণমূল সংসদ দেব সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এলাকায় শাসক দলের মধ্যে কোন্দল রয়েছে। যদিও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন নবান্নকে জানিয়েছে, কমিউনিটি হল নির্মাণের জন্য সাংসদের অনুমোদন পত্র পাওয়া যায়নি। সেজন্যই প্রক্রিয়া শুরু করা যাচ্ছে না। আবার বীরভূমে ২ কোটি চার লক্ষ টাকায় ৩১টি কমিউনিটি হল তৈরির প্রস্তাব রয়েছে। জমি চিহ্নিত হয়েছে। মাত্র ১৭ হল নির্মাণের জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরে ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকায় ২৪টি কমিউনিটি হল নির্মাণে জন্য জমি চিহ্নিত করার পরও টেন্ডার ডাকার কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। এই জেলার একজন সাংসদ আসন। বিজেপির জেলা সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ওই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত। উত্তর দিনাজপুরও ৯ টি কমিউনিটি হলের জন্য ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা পেয়েও টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেনি। আবার মুর্শিদাবাদ পেয়েছে ৬০ লক্ষ টাকা। ৫টি কমিউনিটি হল নির্মাণের কথা। কিন্তু জেলা প্রশাসন নবান্নকে জানিয়েছে, জমি চিহ্নিত করা সত্ত্বেও সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য কাজ শুরু করতে পারেনি। পূর্ব বর্ধমান ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা পেয়েও জমি চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ করে উঠতে পারেনি। কলকাতার পার্শ্ববর্তী হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাও ব্যতিক্রম নয়। কোথাও হয়েছে কোথায়ও ডাকার প্রক্রিয়া চলছে। আবার পুরুলিয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় দেরিতে চলতি মাসের ১৬ ফেব্রুয়ারি বরাদ্দ টাকা পাওয়া টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেনি বলে জানিয়েছে।

শিবসেনার প্রধান নেতা হিসেবে শিন্দের নাম ঘোষণা

মুম্বই, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ নির্বাচন কমিশন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দের দলকে মূল শিবসেনা দল এবং তীর-ধনুকের নির্বাচনী প্রতীককে স্বীকৃতি দেওয়ার পরে মুম্বইতে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় কার্যনির্বাহী সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে দলের 'বিশিষ্ট নেতা' হিসাবে একনাথ শিন্দেকে মনোনীত করা হযেছে। মঙ্গলবার রাতে এই ঘোষণা করা হয়।মহারাষ্ট্রের শিল্পমন্ত্রী উদয় সামন্ত বলেন, আমরা শিন্দেকে শিবসেনার নেতা হিসাবে গ্রহণ করি। মন্ত্রী দাদা ভুসেকে দলের শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান করা হযেছে, আর সদস্য করা হযেছে শম্ভুরাজ দেশাই ও সঞ্জয় মোরেকে। বৈঠকে সিদ্ধেশ কদমকে দলের সম্পাদক নিয়োগের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। শিবসেনায় দলীয় প্রধান ও কার্যনির্বাহী সভাপতি পদ বাতিল করা হযেছে। তিনি বলেন, যারা দলের বিরুদ্ধে কাজ করবে তাদের শৃঙ্খলা কমিটির মুখোমুখি হতে হবে।

মন্ত্রিসভাঃ২২ তম আইন কমিশনের মেয়াদ ৩১ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত বাড়ানোর অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ভারতের ২২ তম আইন কমিশনের মেয়াদ ৩১ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত বাড়ানোর অনুমোদন দিয়েছে। আইন কমিশন একটি অ-সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এটি সময়ে সময়ে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে গঠিত হয়। কমিশনটি মূলত ১৯৫৫ সালে গঠিত হয়েছিল এবং সময়ে সময়ে পুনর্গঠিত হয়।বর্তমানে, ২২ তম আইন কমিশনের মেয়াদ ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩-এ শেষ হচ্ছে। বিভিন্ন আইন কমিশন দেশের আইনের প্রগতিশীল উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। আইন কমিশন এ পর্যন্ত ২৭৭টি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

ভারত-গিয়ানা বিমান পরিষেবা চুক্তি অনুমোদন করল মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত ও গিয়ানার মধ্যে বিমান পরিষেবা চুক্তি অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। গিয়ানার সঙ্গে বিমান পরিষেবা চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে দুদেশের মধ্যে বিমান পরিষেবার বিধানের জন্য একটি কাঠামো তৈরি হবে।বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ভারত সরকার এবং গিয়ানা সরকারের মধ্যে বিমান পরিষেবা চুক্তি স্বাক্ষরের অনুমোদন দিয়েছে। বর্তমানে ভারত ও গায়ানার মধ্যে কোনো বিমান পরিষেবা চুক্তি নেই। উভয় পক্ষের মধ্যে কূটনৈতিক নোট বিনিময়ের পর এয়ার সার্ভিস চুক্তি কার্যকর হবে যে প্রতিটি পক্ষ এই চুক্তি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।মন্ত্রিসভা আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান চলাচল কনভেনশন (শিকাগো কনভেনশন), ১৯৪৪-এর সংশোধনী সংক্রান্ত আর্টিকেল ৫০(এ) এবং আর্টিকেল ৫৬-এর তিনটি প্রোটোকলের অনুমোদন দিয়েছে। অনুসমর্থন আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচলের কনভেনশনে অন্তর্ভুক্ত নীতিগুলির প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করবে। অনুসমর্থন ভারতের জন্য আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সম্পর্কিত বিষয়ে আরও বিশিষ্ট ভূমিকা পালনের জন্য আরও ভাল সুযোগ প্রদান করবে।

সুইডেনে জরুরি অবতরণ দিল্লিগামী বিমানের, সমস্ত যাত্রী সুরক্ষিত রয়েছে

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ বিমানের ইঞ্জিন থেকে তেল লিকেজের কারণে সুইডেনের স্টকহোম বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করেছে এয়ার ইন্ডিয়ার নিউইয়র্ক থেকে (ইউএস)-দিল্লিগামী বিমান (এআই১০৬)। ওই বিমানে প্রায় ৩০০ জন যাত্রী ছিলেন, সমস্ত যাত্রী নিরাপদ রয়েছেন। বিমানটি জরুরি অবতরণ করার আগে বিমানবন্দরে প্রচুর দমকল ইঞ্জিন মোতায়েন করা হয়েছিল। প্রথমে জানা গিয়েছিল, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, পরে জানা যায় বিমানের ইঞ্জিন থেকে তেল লিকেজের কারণে সুইডেনের স্টকহোম বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে বিমানটি। বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিমানে থাকা সমস্ত যাত্রীরা নিরাপদ রয়েছেন।

অধিক বিমানবন্দর ও সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষকে কাছাকাছি আনছে, দেশের অগ্রগতি হচ্ছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ অধিক বিমানবন্দর ও সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষকে কাছাকাছি আনছে, দেশের অগ্রগতিও হচ্ছে। এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার একটি টুইট শেয়ার করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, সিন্ধিয়ার ওই টুইট অনুযায়ী গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ঘরোয়া বিমান ট্র্যাফিক প্রায় ৪.৪৫ লক্ষ-এর পরবর্তী কোভিড-পরবর্তী উচ্চতা ছুঁয়েছে।সিন্ধিয়ার সেই টুইট শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী মোদী মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে লিখেছেন, অধিক বিমানবন্দর এবং সুন্দর সংযোগ... বিমান চলাচল সেক্টর মানুষকে কাছাকাছি নিয়ে আসছে এবং দেশের অগ্রগতি বাড়িয়ে তুলছে।

উত্তর প্রদেশঃ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের জন্য ৬.৯০ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট পেশ, যোগী বললেন স্বনির্ভর হতে সাহায্য করবে বাজেট

লখনউ, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রায় ৬.৯০ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট পেশ করল যোগী আদিত্যনাথ সরকার। বুধবার উত্তর প্রদেশ বিধানসভায় ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের জন্য বাজেট পেশ করে উত্তর প্রদেশের অর্থমন্ত্রী সুরেশ কুমার খান্না বলেছেন, গ্লোবাল ইনভেস্টর সামিট-২০২৩-এ ২৫,০০০ এর বেশি বিনিয়োগকারী অংশ নিয়েছিলেন। আমি একথা জানাতে পেরে আনন্দিত যে এই শীর্ষ সম্মেলনে প্রায় ৩৩.৫০ লক্ষ কোটি টাকার ১৯ হাজারটিরও বেশি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। অর্থমন্ত্রী সুরেশ কুমার খান্না বলেছেন, দেশের জিডিপিতে উত্তর প্রদেশের অবদান ৮ শতাংশের বেশি। ২০২১, ২০২২ সালে, মোট রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ পণ্যে ১৬.৮ শতাংশ বৃদ্ধি নিবন্ধিত হয়েছে, যা দেশের প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি ছিল।উত্তর প্রদেশের অর্থমন্ত্রী সুরেশ কুমার খান্না আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার অধীনে, ২০২২-২০২৩ সালে, ডিবিটি-র মাধ্যমে সরাসরি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৫১,৬৩৯,৬৮ কোটি টাকার বেশি ট্রান্সফার করা হযেছে। সুরেশ বাজেট পেশ করে আরও বলেছেন, দক্ষতা উন্নয়ন মিশনের মাধ্যমে, ৬ বছরে ১২ লক্ষেরও বেশি যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল এবং রাজ্যের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের প্রকল্পের অধীনে নামীদামী সংস্থাগুলিতে ৪.৮৮ লক্ষ যুবকদের নিয়োগ করা হয়েছিল।অর্থমন্ত্রী সুরেশ কুমার খান্না আরও বলেছেন, ২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষে কানপুর মেট্রো রেল প্রকল্পের জন্য ৫৮৫ কোটি টাকার বাজেট ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। আগ্রা মেট্রো রেল প্রকল্পের জন্য ৪৬৫ কোটি টাকার বাজেট ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হযেছে। আগামী বছরগুলিতে, রাজ্যে ৫টি আন্তর্জাতিক এবং ১৬টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর কার্যকর হবে। তিনি জানিয়েছেন, আমাদের সরকারের আমলে এখনও পর্যন্ত ৪টি বিমানবন্দরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৬টি বিমানবন্দরের (আলিগড়, আজমগড়, মোরাদাবাদ, শ্রাবস্তী, চিত্রকূট এবং সোনভদ্র) নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের দিকে। জেওয়ার এবং অযোধ্যায় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণাধীন রয়েছে এবং শীঘ্রই রাজ্যে ৫টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কার্যকর হবে। রাজ্য সরকার জেওয়ার বিমানবন্দরে রানওয়ের সংখ্যা ২ থেকে বাড়িয়ে ৫ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।এই বাজেটকে অমৃতকালের বাজেট আখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বাজেট পেশ হওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে যোগী বলেছেন, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেট আমাদের সামগ্রিক উন্নয়ন অর্জনে সহায়তা করবে এবং রাজ্যকে স্বনির্ভর হওয়ার দিকে নিয়ে যাবে। যোগীর কথায়, আজ আমরা 'অমৃত কাল'-এর প্রথম বাজেট পেশ করেছি। এই বাজেট উত্তর প্রদেশকে স্বনির্ভর ভারতের আদলে স্বনির্ভর করতে সাহায্য করবে। এই বাজেট আগামী ৫ বছরে উত্তর প্রদেশের অর্থনীতিকে ১ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতিতে পরিণত করার ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। যোগী আরও বলেছেন, আজ আমরা ৬ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকার বেশি বাজেট পেশ করেছি। গত ৬ বছরে বাজেট দ্বিগুণ হয়েছে। মাথাপিছু আয়ও দ্বিগুণ হযেছে। এটি অর্থনীতি সম্প্রসারণের জন্য ডাবল-ইঞ্জিন সরকারের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। যোগী আরও বলেছেন, উত্তরপ্রদেশের জনগণের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ না করে, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় উত্তরপ্রদেশে পেট্রোল এবং ডিজেল সস্তা। আমরা ভ্যাট বাড়াইনি। ২০১৬-১৭ সালে বেকারত্বের হার ছিল ১৭-১৮ শতাংশ, কিন্তু এখন তা ৪ শতাংশে নেমে এসেছে।

দিল্লির মেয়র নির্বাচিত আপ-এর শেলি ওবেরয, বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ সৌরভ ভরদ্বাজের

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ চার বারের চেষ্টায় নতুন মেয়র পেল দিল্লি, বিজেপি প্রার্থীকে ৩৪ ভোটে হারালেন আম আদমি পার্টির শেলি ওবেরয়। ১৫০ ভোটে দিল্লির মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন আপ-এর শেলি ওবেরয়। শেলি ওবেরয় দিল্লির মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন আম আদমি পার্টির বিধায়ক সৌরভ ভরদ্বাজ। তিনি বলেছেন, গুন্ডাগিরি হার মেনেছে, জনগণের জয় হয়েছে। প্রতারণা করে নিজেদের মেয়র করতে চেয়েছিল বিজেপি। দিল্লির মেয়র নির্বাচিত হওয়ার জন্য আমি শেলি ওবেরয়কে অভিনন্দন জানাই। এরপর ডেপুটি মেয়র হবেন আলে ইকবাল।মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর শেলি ওবেরয় বলেছেন, ''আমি আপনাদের সবাইকে আশ্বস্ত করছি, সাংবিধানিক পদ্ধতিতে সমস্ত কাজ পরিচালনা করব আমি। আমি আশা করি আপনারা সবাই হাউসের মর্যাদা বজায় রাখবেন এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহযোগিতা করবেন।'' আপ প্রার্থী শেলি ওবেরয় পেয়েছেন ১৫০টি ভোট। বিজেপির প্রার্থী পেয়েছেন ১১৬টি ভোট। মেয়র নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক পুনর্গণনার পর জানিয়ে দেন ৩৪ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন শেলি।নির্বাচন মিটে গিয়েছিল গত ডিসেম্বর মাসেই। তারপর তিন বার মেয়র নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হলেও আপ-বিজেপি বিবাদের জেরে তা ভন্ডুল হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে চতুর্থ বারের চেষ্টায় দিল্লির নতুন মেয়র হলেন আপের শেলি ওবেরয়। শেলি পেয়েছেন ১৫০টি ভোট। এই ঘোষণার পরেই পুরসভার ভিতর উচ্ছ্বাসে মাতেন আপ কাউন্সিলররা। পদ্ম শিবিরকে হারিয়ে আবির খেলতে শুরু ঝাড়ু শিবিরের পুরসদস্যরা। নির্বাচনের আগেই অবশ্য জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ছিল আপ শিবির। পুর নির্বাচনের ফলাফল তাদের অনুকূলে থাকলেও উপরাজ্যপাল মনোনীত সদস্যদের ভোটাধিকার দেওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় আপ। শীর্ষ আদালত জানিয়ে দেয়, উপরাজ্যপাল মনোনীত সদস্যরা মেয়র নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না। তারপর সংখ্যার জোরেই আপের জয় এক প্রকার নিশ্চিত ছিল। জয়ের পর শেলিকে অভিনন্দন বার্তা পাঠান দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী তথা আপ নেতা মণীশ সিসোদিয়া।

চাহিদা তুঙ্গে, বইমেলায় 'বর্ণপরিচয়' বিক্রি ১৫০০ কপি

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ইংরেজি এবিসিডি-র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়চ্ছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়। যার প্রমাণ মিলেছে ৪৬তম কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলাতে। মাত্র ১২ দিনে ১৫০০ বর্ণপরিচয় বিক্রি আর্ন্তজাতিক ভাষা দিবসে অক্সিজেন যোগাচ্ছে প্রকাশকদের। এখন কলেজ স্ট্রিটের একাধিক প্রকাশনা সংস্থা ছাপায় বর্ণপরিচয়। এক সময়ে বর্ণপরিচয় প্রকাশের সত্ব ছিল শুধু দেব সাহিত্য কুটিরের। দেব সাহিত্য কুটিরের ঝামা পুকুর লেনের বাড়িতে নিজে এসেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ২১ ফেব্রুয়ারি আর্ন্তজাতিক ভাষা দিবসে প্রকাশকরা বলছেন, যুগ যতই বদলাক। বর্ণপরিচয়ের চাহিদা অবিনশ্বর। যার প্রমাণ মিলেছে ৪৬তম কলকাতা আর্ন্তজাতিক পুস্তক মেলাতে। মাত্র ১২ দিনে ১৫০০ বর্ণপরিচয় বিক্রি আর্ন্তজাতিক ভাষা দিবসে অক্সিজেন যোগাচ্ছে প্রকাশকদের। দেব সাহিত্য কুটির সূত্রে খবর, বছরে একসময় ১ লক্ষ ৮০ হাজার বর্ণপরিচয় বিক্রি হত প্রকাশনা সংস্থার। শেষ বছরে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৩০ হাজারে। এর মানে এমন নয় যে চাহিদা কমেছে বর্ণপরিচয়ের।পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সম্পাদক ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগে শুধুমাত্র দেবসাহিত্য কুটির বর্ণপরিচয় বিক্রি করত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণিত যে বিশুদ্ধ বর্ণপরিচয়, তার প্রকাশনার সত্ব একমাত্র তাদের হাতেই। এখন অক্ষয় লাইব্রেরি, শিশু সাহিত্য সংসদ, নির্মল বুক এজেন্সি-সহ একাধিক প্রকাশনা সংস্থা বর্ণপরিচয় প্রকাশ করে। স্বাভাবিক ভাবেই দেব সাহিত্য কুটিরের বর্ণপরিচয়ের বিক্রি কমেছে। কিন্তু তাই বলে চাহিদা কমেনি অক্ষর চেনার অমোঘ বইয়ের। দেব সাহিত্য কুটিরের মতোই বছরে হাজার ২৫ বর্ণপরিচয় বিক্রি করে শিশু সাহিত্য সংসদ।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, আত্মবিশ্বাসী ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ফ্রেডি সোয়ান আত্মবিশ্বাসী যে ভারত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে বড় ভূমিকা পালন করবে। ফ্রেডি এই যুদ্ধ থামাতে ভারতের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধে বিশ্বাস করি না। ফ্রেডির বক্তব্য বুধবার গুরুত্বপূর্ণ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে আলোচনায় রয়েছে। রাষ্ট্রদূত ফ্রেডি বলেন, ভবিষ্যতে ভারতের বৈশ্বিক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত কৌশলগত ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। তিনি বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী স্পষ্ট বলেছেন, আমরা যুদ্ধের যুগে বাস করি না। এটি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী সংকেত।তিনি বলেন, এখন রাশিয়ার উচিত ইউক্রেন থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করা। ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত বলেন, ডেনমার্ক পূর্ণ শক্তি নিয়ে ইউক্রেনের পাশে দাঁড়িয়েছে। জি-২০তে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অস্বস্তি বাড়ল মনীশ সিসোদিয়ার, মামলা নথিভুক্ত করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অনুমোদন পেল সিবিআই

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির বিতর্কিত আবগারি দুর্নীতি নিয়ে এমনিতেই চিন্তার মধ্যে ছিলেন দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা মণীশ সিসোদিয়া। এবার তাঁর সমস্যা আরও বাড়ল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সিবিআইকে 'ফিডব্যাক ইউনিট'-এর মাধ্যমে গোয়েন্দাগিরি করানোয় সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতি বিরোধী আইন অনুযায়ী মামলা নথিভুক্ত করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। এর আগে সিবিআই ' ফিডব্যাকইউনিট'-এর বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে উপমুখ্যমন্ত্রী সিসোদিয়া এবং অন্যান্য আধিকারিকদের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করানোর অনুমতি চেয়েছিল।২০১৫ সালে দিল্লি সরকার তৈরি করেছিল 'ফিডব্যাগ ইউনিট'। অভিযোগ, ২০১৬-র ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ইউনিট বিরোধীদের উপর গোয়েন্দাগিরি চালায়। শুধু বিজেপিই নয়, এই ইউনিট থেকে আপের বিক্ষুব্ধ নেতাদের উপরও নজর রাখা হতো বলে সিবিআইয়ের দাবি। এই ইউনিট তৈরির আগে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছ থেকে কোনও অনুমতিও নেওয়া হয়নি। এবার এ বিষয়ে মনীশ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অনুমোদন পেল সিবিআই।

দিল্লির বাতাস ফের দূষণের কবলে, কুয়াশাচ্ছন্ন রাজধানীতে গুণগতমান পৌঁছল ২০১-এ

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজধানী দিল্লির বাতাস আবারও দূষণের কবলে চলে গেল, পাশাপাশি ঘন কুয়াশার দাপটে নাস্তানাবুদ হতে হল দিল্লীবাসীকে। বুধবার সকালে দিল্লির বাতাসের গুণগতমান (এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স) পৌঁছে যায় ২০১-এ। ঘন কুয়াশার দাপটে রাজধানীতে এদিন জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। তবে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পরিস্কার হয়ে যায়।বুধবার ভোরের দিকে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল রাজধানী দিল্লি-এনসিআর। কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যায়। ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে পালম অবজারভেটরিতে ৫০ মিটারের নীচে নেমে যায় দৃশ্যমানতা। দিল্লির পাশাপাশি এদিন সকালে কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল হরিয়ানা, পশ্চিম রাজস্থান, বিহার ও ওড়িশার কিছু অংশ। রাজধানীতে এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি।

কোভিড-সংক্রমণ, চিন্তা বাড়িয়ে ভারতে বাড়ছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ রোজই ওঠানামা করছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত একজন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১ হাজার ৯৩৫-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। একজনের মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৭৬২-তে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫২,৫৬০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৬ হাজার ৪৬৭ জন প্রাপক সদস্য, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা হয়েছে ২২০,৬৩,৫৩,৩৮৪। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসি এমআর) থেকে জানিয়েছে, গত২১ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,১৪,৪৮৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ

নয়াদিল্লি,২২ফেব্রুয়ারিঃরাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু ইটানগরে অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছেন, যে কোনও সংসদীয় ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতা দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। যে কোনও বিতর্কের বিষয়বস্তু যাতে সর্বোচ্চ গুণমানের হয়, তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে, উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক বিষয়গুলিতে সহমত গ।ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভায় সংসদীয় গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ মান বজায় থাকায় রাষ্ট্রপতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এর জন্য তিনি বর্তমান ও প্রাক্তন সদস্যদের ভূমিকার প্রশংসা করেন।রাষ্ট্রপতি বলেন, বর্তমানে যুগে পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের প্রয়োজন। অরুণাচল প্রদেশের মতো ভৌগোলিক দিক থেকে সংবেদনশীল রাজ্যের ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রাজ্যের নীতি-নির্ধারকরা এই বিষয়গুলি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করায় রাষ্ট্রপতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অরুণাচল প্রদেশ, পাক্কে ঘোষণার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার সমাধানের জন্য তার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এই বিষয়টি উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেন, অন্যান্য রাজ্যগুলিও এই পথ অনুসরণ করবে। অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভা ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের আওতায় কাগজ বিহীন কর্মসূচি ই-বিধান বাস্তবায়িত করায় রাষ্ট্রপতি তার প্রশংসা করেছেন। ২০২২ সালকে রাজ্য সরকার ই-গভর্ন্যান্স বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করে। এর মধ্য দিয়ে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই উদ্যোগগুলি শুধুমাত্র প্রশাসনিক সংস্কারকেই নিশ্চিত করবে না, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকেও আরও সহজতর করে তুলবে বলে রাষ্ট্রপতি আশা করেন।স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিনামূল্যে বিধানসভার গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করতে পারেন। এই তথ্যে সন্তোষ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'ইয়োর অ্যাসেম্বলি' (আপনার বিধানসভাকে জানুন) কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা সংসদীয় রীতি-নীতির বিষয়ে জানতে পারেন। আগামী প্রজন্ম এই উদ্যোগের সুফল পাবে বলে তাঁর আশা।শ্রীমতী মুর্মু বলেন, বহু যুগ ধরে অরুণাচল প্রদেশে স্বশাসন ও তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্র লালিত হয়ে আসছে। রাজ্যের মানুষ আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্য দিয়ে রাজ্যবাসীর রাজনৈতিক সচেতনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি আস্থার দিকটি প্রতিফলিত। রাজ্যের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারকরা উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন।রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের আরও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের সার্বিক ও অন্তর্বর্তীমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। অরুণাচল প্রদেশ সহ প্রত্যেক বিধানসভায় এবং যেসব সংস্থা জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত, সেখানে মহিলাদের অংশগ্রহণ আরও বাড়াতে হবে। শ্রীমতী মুর্মু বলেন, ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ অরুণাচল প্রদেশ ' অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। সড়ক, রেলপথ ও বিমান পরিবহণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে উত্তর-পূর্বাঞ্চল দীর্ঘদিন আর্থিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু, বর্তমান সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। অরুণাচল প্রদেশের উন্নয়নের সূর্য এখন মধ্য গগনে। এই রাজ্য প্রাকৃতিক সম্পদ এবং দক্ষ মানবসম্পদে সমৃদ্ধ। তাই, বিনিয়োগের আকর্ষণীয় গন্তব্য হয়ে উঠতে পারে অরুণাচল প্রদেশ। ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে এই রাজ্যের।রাষ্ট্রপতি বলেন, এই অঞ্চলের মানুষকে উন্নয়নের পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু, তাঁরা যাতে নিজেদের শিকা ভুলে না যান - সেটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের রীতি-নীতি, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে রক্ষা করতে হবে। রাজ্যে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি, সামাজিক পরিবর্তনকে উৎসাহিত করার জন্য জনপ্রতিনিধি হিসাবে এই বিধানসভার সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

অসমের ৩১-তম রাজ্যপাল পদে শপথ গুলাবচাঁদ কাটারিয়ার

গুয়াহাটি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে অসমের ৩১-তম রাজ্যপাল হিসেবে পদ ও গোপনীয়তার শপথ নিলেন গুলাবচাঁদ কাটারিয়া। বুধবার সকাল ১১.১৫ মিনিটে স্থানীয় শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্র প্রেক্ষাগৃহে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি জাস্টিস সন্দীপ মেহতা।শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসমের ফার্স্ট লেডি অনিতা কাটারিয়া, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজি দৈমারি, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, প্রায় সব মন্ত্রী, কয়েকজন সাংসদ-বিধায়ক, মুখ্যসচিব পবনকুমার বরঠাকুর, পুলিশের শীর্ষ আধিকারিক, বিজেপির নেতৃবর্গ এবং বহু সরকারি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।শপথগ্রহণের পর নতুন রাজ্যপালকে রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়েছে। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে কলাক্ষেত্রের প্রবেশদ্বারে গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি জাস্টিস সন্দীপ মেহতা এবং নতুন রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়াকে স্বাগত জানিয়ে মূল অনুষ্ঠানস্থলে নিয়ে আসেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। প্রসঙ্গত, নবাগত রাজ্যপাল কাটারিয়া অধ্যাপক জগদীশ মুখির স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গোলাপচাঁদ কাটারিযা ১৯৪৪ সালের ১৩ অক্টোবর রাজস্থানের উদয়পুরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর একজন স্বয়ংসেবক। আরএসএস-এর কার্যকর্তাও ছিলেন। জরুরি অবস্থার সময় বহুদিন ছিলেন কারাবাসে। কারামুক্ত হওয়ার পর সংঘের নির্দেশে ১৯৭৭ সালে বিজেপিতে যোগদান করেন তিনি।দলের নির্দেশে ১৯৭৭ সালে রাজ্য বিধানসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রথমবারের মতো বিধায়ক নির্বাচিত হন। তার পর ১৯৮০ সালে ফের রাজস্থানের বিধাযক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। উদয়পুর আসনে নবম লোকসভার সাংসদও নির্বাচিত হয়েছিলেন গুলাবচাঁদ। এর পর ১৯৯৩ সাল থেকে আবার রাজ্য রাজনীতি চলে যান।ওই সালের পর সব বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছেন তিনি। তিনি রাজস্থানের বিজেপি সরকারের গৃহমন্ত্রীও ছিলেন। রাজ্যপাল পদে নিয়োগের আগ পর্যন্ত তিনি রাজস্থান বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ছিলেন।

যোগী সরকারের বাজেটের সমালোচনা করলেন অখিলেশ বললেন কোনও কাজ নেই, সরকার এমএসএমই-কে ধ্বংস করেছে

লখনউ, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ যোগী আদিত্যনাথ সরকারের বাজেটের তীব্র সমালোচনা করলেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। বাজেটের সমালোচনা করে বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে অখিলেশ বলেছেন, কোন কাজ নেই। সরকার সমস্ত এমএসএমই-কে ধ্বংস করেছে। তাঁদের জন্য কোনও ত্রাণ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়নি। তাঁরা বলে 'ব্যবসা করার সহজতা' কিন্তু বাস্তবে এটি 'অপরাধ করার সহজতা'।অখিলেশ যাদব আরও বলেছেন যে, এই সরকারের উদাসীনতায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে উত্তর প্রদেশের অত্যাধুনিক গরুর দুধের প্ল্যান্ট... একটি স্টেডিয়ামও তৈরি হয়নি কিন্তু তাঁরা স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি গড়ার কথা বলে। লখনউ, আগ্রা এবং কানপুর মেট্রো সবই সমাজবাদী সরকার দিয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৩ ফেব্রুয়ারি ঃরবিবার, ১০ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৩ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১০ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১০ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ ১০ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩১.০২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০৪এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৫১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বুধবার। জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ০৫মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা - ৩৬মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃআপনার কাঁধে অনেক কিছু নির্ভর করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনার জন্য মনের স্বচ্ছতা গুরুত্বপূর্ণ হবে।।

বৃষ রাশিঃ বন্ধুবান্ধবদের সাথে সন্ধ্যাযাপন সুখকর হবে কিন্তু অতিরিক্ত খাওয়া এবং মদ সম্পর্কে যত্নশীল হোন।শুভদিন

মিথুন রাশিঃচাপের কারণে ছোটখাটো অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। হালকা বোধ করতে বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে বসুন। বিবাহের যোগ হতে পারে

কর্কট রাশিঃচাপের কারণে ছোটখাটো অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। সন্তান হতে পারে আজকে

সিংহ রাশিঃআপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে। বুঝে খরচ করুন এবং আজ বাজে খরচ না করতে চেষ্টা করুন।।

কন্যা রাশিঃস্বাস্থ্যের দিকটিতে আরেকটু বেশি যত্নের প্রয়োজন।

তুলা রাশিঃযা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন

বৃশ্চিক রাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিদেশ যাত্রা শুভ।

ধনু রাশিঃ আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। আর্থিক সংকট কেটে যাবে আজ

মকর রাশিঃআপনার স্ত্রীর সাথে পারিবারিক সমস্যা ভাগ করে নিন। নিজেদেরকে এক প্রেমপূর্ণ, যত্নশীল দম্পতি হিসাবে জানান

কুম্ভ রাশিঃএকটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। যদিও আজ আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী থাকবে তবে আপনাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা

মীন রাশিঃআপনার হতাশা আপনার স্বাস্থ্যের সর্বনাশ করতে পারে- আপনি অতীতের ঘটনা সম্পর্কে চিন্তা করতে পারেন- তাই নিজেকে যতটা সম্ভব শিথিল করার চেষ্টা করুন। পরিবারের

মা ও মায়ের প্রেমিকের হাতে খুন চার বছরের শিশু

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ আবার অমানবিক ঘটনার সাক্ষী থাকলো সুন্দরবনের কুলতলি এলাকা। এবার কুলতলিতে মা ও মায়ের প্রেমিকের হাতে খুন হতে হলো ছেলেকে। মা ও মায়ের প্রেমিকের হাতে খুন হলো চার বছরের শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানার কুন্দখালি গ্রামে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিশুটির মৃতদেহ দেখতে পান এলাকার মানুষজন। তার পরে শিশুটির মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কোন সদুত্তর না দিতে পারায় এলাকার লোকজন মারধর শুরু করলে সে জানায় তার প্রেমিক তার শিশুটিকে খুন করেছে। আর তার পরেই কুলতলি থানার পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে শিশুটির মৃতদেহ উদ্ধার করে। আর আটক করা হয় তাঁর মাকে। তবে পলাতক মায়ের প্রেমিক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, বছর পনেরো আগে ওই মহিলার স্বামী তোয়েব আলি পিয়াদা সংসার চালাতে কলকাতায় জোগাড়ের কাজে যান। সেই ফাঁকে কুলতলি থানার কুন্দখালি হাটের আবুল হোসেন শেখের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন মাফুজা পিয়াদা নামে ওই মহিলা। মাঝে মধ্যেই স্বামী কাজে বেরিয়ে গেলে আবুল হোসেন বাড়িতে আসতেন। মঙ্গলবার সকালে স্বামী বাড়িতে না থাকায় বাড়িতে আসে আবুল, দুপুরে দুজন সিদ্ধান্ত নেয় অন্যত্র গিয়ে তারা বিয়ে করবেন। ওই মহিলার চার বছরের ছোট ছেলে মাকে ছাড়া থাকতে পারবে না বলে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। আর তার পরই শিশুটির মা ও প্রেমিক মিলে শিশুটিকে খুন করে বলে অভিযোগ। প্রতিবেশী আবু সিদ্দিকী পেয়াদা বুধবার বলেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাদের বাড়ি থেকে খবর পান একটি শিশু মারা গিয়েছে । তারপরেই সেখানে গিয়ে দেখেন শিশুটির গায়ে একাধিক আঘাতের চিহ্ন। তাঁর মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কিছু না বলায়, তাকে মারধর শুরু করে এলাকার মানুষজন। আর তার পরই তাঁর মা বলেন, আমি দোকানে গিয়েছিলাম আর সেই সময়ই তার প্রেমিক ছেলেটিকে খুন করেছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর দেওয়া হয়, কুলতলি থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে শিশুটির মৃতদেহ উদ্ধার করে। পাশাপাশি তাঁর মাকে আটক করে নিয়ে যায়। বুধবার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সব কিছু তথ্য জানার চেষ্টা করছে কুলতলি থানার পুলিশ। আর পলাতক প্রেমিকের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

আজ শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪ লক্ষ কম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের তুলনায় এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪ লক্ষ কম। গতবছর রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৭৫। এবার পরীক্ষায় বসছে প্রায় ৭ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী। এবার ২ হাজার ৮৬৭ টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। নজরদারির দায়িত্বে থাকছেন ৩৫ হাজারের বেশি পরীক্ষক। প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে পুলিশ মোতায়েন থাকবে। অভিভাবকদের পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হবে না। মে মাসের শেষ সপ্তাহে ফল প্রকাশ করবে পর্ষদ। ইতিমধ্যেই প্রত্যেকটি কেন্দ্র খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া হয়েছে পর্ষদের তরফে। ব্যবস্থাপনা ঠিক রয়েছে কিনা, নিরাপত্তা ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখা হয়েছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে, চলবে ৪ মার্চ পর্যন্ত। ২৩ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিকের প্রথম ভাষার পরীক্ষা। দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষা হবে ২৪ ফেব্রুয়ারি। পরের দিন, ২৫ ফেব্রুয়ারি ভূগোল। ২৮ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা হবে জীবনবিজ্ঞান বিষয়ের। ২, ৩ এবং ৪ মার্চ যথাক্রমে অঙ্ক, ভৌতবিজ্ঞান এবং ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা হবে। যদিও মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির উপনির্বাচনের কারণে মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষার দিন বদলেছে। ২৭ ফেব্রুয়ারির বদলে ১ মার্চ ওই পরীক্ষা হবে বলে জানিয়েছে পর্ষদ।

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে এলাকায় অশান্তি রুখতে পুলিশের বিশেষ প্রশিক্ষন

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে অশান্তি, গন্ডগোলকে শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে বারুইপুর পুলিশ

জেলার উদ্যোগে প্রতিটা থানা এলাকায় থানার পুলিশ কর্মীদের নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষন শিবির হয়ে গেল বুধবার দুপুরে জয়নগর থানার মনসাতলা এলাকার ফাঁকা মাঠে। আর এদিনের এই হাতে কলমে প্রশিক্ষন দেখতে সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন মাঠের পাশে থাকা ঢোষা গোচরন রোডের ওপরে। এদিন বারুইপুর পুলিশ জেলার বিশেষ প্রশিক্ষককেরা জয়নগর থানার পুলিশ কর্মীদের এই প্রশিক্ষন দেন।এই শিবিরে এদিন জয়নগর থানার আইসি রাকেশ চ্যাটার্জী নিজে উপস্থিত ছিলেন। কোনো গন্ডগোল হলে কিভাবে রাইফেল, বন্দুক, অত্যাধুনিক বন্দুক চালিয়ে শত্রু পক্ষকে কাহিল করতে হয় সে বিষয়ে জয়নগর থানার পুলিশ কর্মীদের শেখানো হয়। এদিন কাঁদানে গ্যাস সহ একাধিক সেল শত্রু পক্ষকে কাহিল করতে কি ভাবে ব্যবহার করা হয় তাও শেখানো হয়। আর এদিনের এই প্রশিক্ষন শিবিরে অংশ নিয়ে খুশি জয়নগর থানার পুলিশ কর্মীরা। ইতিমধ্যে বারুইপুর পুলিশ জেলার কুলতলি, মৈপীঠ উপকূল সহ ১২ টি থানা এলাকার পুলিশ কর্মীদের এই বিশেষ প্রশিক্ষন দেওয়া হল বলে এদিন প্রশিক্ষক হিসাবে আগত এক পুলিশ আধিকারিক এই কথা বললেন।

নওশাদদের ধরপাকড়ে বিস্মিত কলকাতা হাই কোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ''একটি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে?'' নওশাদদের গ্রেফতারি সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে বুধবার কলকাতা হাই কোর্টের বেঞ্চ এই মন্তব্য করে। রাস্তা বন্ধ করার অপরাধে ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী-সহ ৮৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাঁরা এখনও পুলিশ হেফাজতেই রয়েছেন- জেনে বিস্মিত কলকাতা হাই কোর্ট। গত ২১ জানুয়ারি ধর্মতলায় ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)-এর প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচি ঘিরে বিক্ষোভের জেরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে আইএসএফ কর্মীদের। আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি-সহ বহু সমর্থককে গ্রেফতার করে পুলিশ। তারপর থেকে নওশাদ এবং আইএসফের ওই কর্মী সমর্থকেরা এখনও জেলেই রয়েছেন। সম্প্রতি ভাঙড়ের বিধায়ক তথা আইএসএফ নেতা নওশাদকেও ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেলে থাকার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এ ব্যাপারে হাই কোর্টে একটি মামলা রুজু হয়। বুধবার সেই মামলারই শুনানিতে ওই মন্তব্য করেন বিচারপতি। বুধবার আদালতে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য্য বলেন, ''একটি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে মহিলা-সহ ৮৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ৩২ দিনের বেশি সময় তাঁরা জেলে রয়েছেন।'' মামলাটি ওঠে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চে। আইনজীবীর বক্তব্য শুনে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ''একটি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে?'' একই সঙ্গে নওশাদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলে আদালত। আইএসএফ নেতা তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ প্রসঙ্গে বিচারপতি বাগচী বলেন, ''নেতার সংযত থাকা উচিত। তাঁর নেতৃত্বে কোনও বিশৃঙ্খলা না হয় সে দিকেও তাঁর নজর দেওয়া উচিত ছিল।''

ভুয়ো কল সেন্টারের ১১ জন গ্রেফতার সল্টলেকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ নামেই কল সেন্টার, কিন্তু আড়ালে চলত বিদেশী নাগরিকদের সাইবার প্রতারণা। অ্যামাজন-মাইক্রোসফটের মতো নামী বহুজাতিক সংস্থার নাম করে ক্রেতাপরিষেবা দেওয়ার ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদেশিদের থেকে অর্থও তুলছিল তারা। সেই কল সেন্টারে অভিযান চালিয়ে মালিক-সহ ১১ জনকে গ্রেফতার করেছেন বিধাননগর পুলিশের সাইবার ক্রাইম অফিসাররা। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই কল সেন্টারটির নাম উই কেয়ার সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড। সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের ডিএন-২ ভবনের ৯ তলায় ছিল উই কেয়ারের অফিস। সেখানেই ডিরেক্টর সুমিত মাঝি এবং হাফিজুর রহমান সর্দারের অধীনে কাজ করছিলেন ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সি যুবকেরা। অ্যামাজন-মাইক্রোসফটের মতো নামী সংস্থার গ্রাহক পরিষেবা দেওয়ার নামে এঁরা ক্রেতাদের ব্যক্তিগত কম্পিউটারে সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে ঢুকে পড়তেন। তার পর তাঁদের বাধ্য করতেন অর্থমূল্য দিতে। ২০২০ সাল থেকে চলছিল এই জালিয়াতি। মূলতঃ আমেরিকা, স্পেনে থাকা বিদেশিরাই ছিলেন এই ভুয়ো কলসেন্টারের কর্মীদের শিকার।

তৃণমূল কংগ্রেস নেতার বেআইনি ভেড়ি নির্মাণ নিয়ে বাঙালপুর পঞ্চায়েত এলাকা সরগরম

অভিজিত হাজরা, হাওড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই স্নায়ুর চাপ বাড়ছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে সামনে রেখে পঞ্চায়েত স্তরের নেতৃত্ব যেমন মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন তেমনি স্থানীয় ইস্যুগুলি নিয়ে সরব হচ্ছে বিরোধী সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল গুলি ও। হাওড়া ও তার ব্যতিক্রম নয়। জানা গিয়েছে হাওড়ার বাঙালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা এই মুহূর্তে সরগরম, তৃণমূল কংগ্রেসের এক জেলা নেতৃত্বের ভেড়ি ঘিরে। জানা গেছে, বাঙালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড় কালিকাপুরে একশো বিঘার কাছাকাছি জমিতে কয়েক বছর আগে ভেরি তৈরী করেন হাওড়া জেলা পরিষদের বর্তমান সদস্য রেজ্জাক হাজারি ও তাঁর দুই ভাই। অভিযোগ আইন মেনে এই ভেড়ি তৈরী হয়নি। পাশাপাশি ভেড়িটি তৈরী করতে গিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে দামোদর নদ থেকে জল তুলে বোরো চাষের জল তোলার জন্য আর এল আই পাম্পটি। কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরী করা হয়েছিল আর এল আই পাম্পটি। উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন আগে বেআইনিভাবে ভেড়ি তৈরীর সময় আর এল আই পাম্পটির যন্ত্রাংশ উধাও হয়ে যায়। এই ইস্যুতে বাঙালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ডেপুটেশনও দেয় কৃষক সভা। কিন্তু বেআইনী ভাবে ভেড়ি তৈরী ও আর এল আই পাম্প উধাও নিয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি প্রশাসন। আর এই ইস্যুকেই এবার ভোটের আগে সামনে আনছে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি সহ বিরোধী দলগুলি।

বাঙালপুর সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় চোর চর্চা চলছে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা পরিষদ নেতার ভেড়ি নির্মাণকে কেন্দ্র করে। পাশাপাশি বোরো জল না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে চাষীরা। যদিও বিষয়টি নিয়ে হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য রেজ্জাক হাজারি বলেন, কোন রকম বেআইনীভাবে ভেড়ি তৈরী করা হয়নি। সবটাই বিরোধীরা অপপ্রচার করছে। অন্যদিকে বাঙালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আশিক রহমান জানান, বিষয়টি এই জানলাম। তবে যদি কেউ কোনো বেআইনী কাজ করে তার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে বাগনান কেন্দ্রের বিধায়ক অরুনাভ সেন জানান, ব্যক্তিগত স্বার্থে দলকে ব্যবহার করা যাবে না। আইন আইনের পথেই চলবে।

মিড ডে মিলের খাবার নিয়ে সাঁতরাগাছির একটি স্কুলে উত্তেজনা, অভিভাবকদের ক্ষোভ

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ মিড ডে মিলের খাবার নিয়ে বুধবার সকালে হাওড়ার সাঁতরাগাছির একটি স্কুলে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিভাবকদের অভিযোগ, এদিন প্রায় ২০০ জন ছাত্রী ক্লাসে হাজির ছিল। কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র ৮০ জন ছাত্রীকে রান্না করা খাবার দেওয়া হয়। মেনুতে ছিল রাইস, মাংস এবং চাটনি। কিন্তু অল্প খাবার আসায় বাকি অর্ধেক ছাত্রী এদিন প্রথমে খাবার পায়নি। তারা দীর্ঘক্ষণ ধরে স্কুলেই অপেক্ষা করে। পরে আবার খাবার এলেও সেই খাবারের মান অত্যন্ত খারাপ ছিল বলে অভিযোগ তোলেন অভিভাবকরাই। এই নিয়ে ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা স্কুলের সামনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। অভিভাবকদের অভিযোগ, একে প্রত্যেক ছাত্রী এদিন মিড ডে মিলের খাবার পায়নি, পাশাপাশি পরে খাবার এলেও তার গুণগত মান ভালো ছিল না। অভিভাবকরা জানান, স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানোর পর স্কুলের তরফ থেকে শুধু বলা হয়েছে বিষয়টি তারা দেখবেন। স্কুলের এক অভিভাবিকা

মৌমিতা ভান্ডারী বলেন, এদিন মিড ডে মিল দেওয়ার কথা ছিল। ১৯২ জন ছাত্রী এসেছিল। মিড ডে মিল পেয়েছে ৮০ জন। বাকি জনের খাবার প্রথমে ছিল না। পরে খাবার আসলেও তা মুখে দেওয়ার মতো নয়। রান্না খুব বাজে হয় প্রতিদিনই। এমন খাবার দেওয়া হয় অনেক বাচ্ছারা নেয় না। যারা খাবার দেয় তাঁদের সঙ্গে মিটিং হয়েছে। তাঁদের বারেবারে বলা হয়েছে। এই মাসের ১৫ তারিখ থেকে পরিবর্তন হওয়ার কথা ছিল। এদিন পর্যন্ত খাবারের মানের কিছু পরিবর্তন হয়নি। আরেক অভিভাবিকা পূর্ণিমা দাস বলেন, এদিন মিড ডে মিলে ভাত, চিকেন আর চাটনি দেওয়ার কথা ছিল। এদিন প্রায় ২০০ জন ছাত্রী উপস্থিত ছিল। সেখানে প্রায় ৮০ জন ভাত, ৬০ জন চাটনি এবং ৮০ জন চিকেন পেয়েছে। বাকিরা পায়নি। রান্না খুব খারাপ হয়। এই ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে গেলে সুরাহা হয়নি। যারা রান্না করে তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখনও সরানো হয়নি। এক ছাত্রী জানায়, আমাদের লাইনে দাঁড়াতে বলা হয়েছিল মিড ডে মিল নেওয়ার জন্য। পরে জানানো হয় খাবার নেই। এদিকে, গোটা ঘটনায় ওই স্কুল কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

মূক ও বধির ছাত্রদের জন্য মিনি সায়েন্স সেন্টার তৈরি করেছে

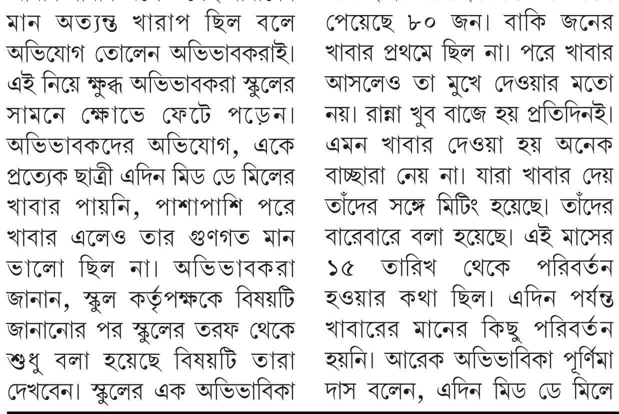

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ আরোহন ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড, ভারতের একটি নেতৃস্থানীয়, ডিজিটালভাবে উন্নত, একটি ভাল পরিকাঠামো যুক্ত পরিবেশ, সোশ্যাল অ্যান্ড গভর্নেন্স মডেলের মাধ্যমে ভবিষ্যতের প্রস্তুতি নিশ্চিত করে টেকসই ব্যবসায়িক অনুশীলনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় মূক ও বধির ছাত্রদের জন্য কলকাতায় মিনি সায়েন্স সেন্টার তৈরি করেছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বোর্ডের স্কুল পাঠ্যক্রম অনুসারে এসটিইএম শিক্ষা দ্বারা তৈরি মিনি সায়েন্স সেন্টার, ৮০ টি নতুন বৈজ্ঞানিক 'প্লাগ অ্যান্ড প্লে' মডেলের সাথে সজ্জিত। অরোহনের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি ম্যানেজার রোহিত রাজ স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকল্পটি হস্তান্তর করেছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী শ্যামল কুমার সেন, বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি শ্রী স্বপন ব্যানার্জি, গণশিক্ষা পরিচালক শ্রীমতি উপালি রায়, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রী শুভজিত মন্ডল, জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং বধির ও মূক বিদ্যালয়ে সভাপতি শ্রী কার্তিক চন্দ্র মান্না, সহ ১০০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী উপস্থিতিতে। আরোহন ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের এইচআর এবং সিএসআর হেড শ্রীযুক্ত প্রশান্ত রাই বলেন, আরোহন তার কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি উদ্যোগের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিতদের দক্ষতা নির্মাণ এবং শিক্ষার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই প্রচেষ্টা আমাদের ইসিজি ফোকাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কারণ অরোহন ২০২৭ সালের মধ্যে ২০ মিলিয়ন মানুষের জীবনকে পরিবেশন করার জন্য দ্রুত সম্প্রসারণের পথের ৫-বছরের পরিকল্পনা শুরু করেছে। অরোহন ১৩ টি ক্ষুদ্রঋণ রাজ্যে উপস্থিত রয়েছে, যা ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫০০০ কোটির বেশি কাজের নথিপত্র সহ প্রায় ২.১ মিলিযন গ্রাহককে সেবা দিচ্ছে।

ভাঙড়ে আবার উদ্ধার বোমা, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে আবারও উদ্ধার হল বোমা। বস্তা ভর্তি বোমা উদ্ধার করল কাশিপুর থানার পুলিশ। পঞ্চায়েত ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই ভাঙড়ে উদ্ধার হচ্ছে বোমা এবং বন্দুক। মঙ্গলবার গভীর রাতে কাশিপুর থানা পুলিশ খবর পায় বানিয়ারা গ্রামে একদল দুষ্কৃতী বোমা মজুত করছে। খবর পেয়ে বানিয়ারা খালপাড়ে হানা দেয় পুলিশ কর্মীরা। পুলিশের গাড়ি দেখে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। তারপরেই বানিয়ারা খালপাড় থেকে বস্তা ভর্তি বোমা উদ্ধার করে। বুধবার বম্ব স্কোয়াডের টিম এসে এই বোমা গুলি নিষ্ক্রিয় করবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইনটেক প্ল্যান্ট পরিদর্শনে পুরসভার আধিকারিকরা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার গঙ্গায় ভাটার কারণে জল তুলতে সমস্যা হওয়ায় বুধবার তড়িঘড়ি ইনটেক প্ল্যান্ট পরিদর্শন করল হাওড়া পুরসভার টিম। এবিষয়ে পুরসভার উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী বলেন, 'হাওড়া পুরসভার জলের দপ্তরের তরফ থেকে এদিন আমরা ইনটেক প্ল্যান্ট পরিদর্শন করলাম। আধিকারিকরা এবং অন্যান্য কর্মীরা সঙ্গে ছিলেন। মঙ্গলবার ভাটা বেশি হওয়ার কারণে জল বেশি করে তোলা যায়নি। সেটা ভবিষ্যতে যাতে না হয় তারজন্য স্যাকসন জায়গাগুলো আজ ঘুরে দেখা হল। সেখানে কিছু জায়গায় ময়লা জমে গিয়েছে। সেগুলো পরিষ্কারেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

হাসপাতালে হাড়ের অস্ত্রপ্রচারের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ সরকারি হাসপাতালের অর্থপোডিক বিভাগের পরিকাঠামো অনেক উন্নত হওয়ায় চিকিৎসা খরচ কমাতে রাজ্য সরকার স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে দুই জেলার বেসরকারি হাসপাতালে হাড়ের অস্ত্রপ্রচারের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি ছাড়া মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এই প্রকল্পে রোগীদের হাড়ের অস্ত্রপ্রচার করা যাবে না বলে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় জানান হয়েছে।

স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে খরচের বরাদ্দ বৃদ্ধি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে ওষুধ ও ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার জন্য খরচের বরাদ্দ পাঁচ গুণ বৃদ্ধি করেছে। পাশাপাশি এই প্রকল্পে ভুয়ো বিল করে কোন বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোম টাকা পেয়েছে কিনা তার উপরে নজরদারির জন্য করা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় ওষুধপত্র ও ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার জন্য খরচ ৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে পঁচিশ হাজার টাকা করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। রাজ্যের ৩০ টি স্বীকৃত হাসপাতাল এই সুবিধা পাবে। অন্যদিকে ভুয়ো বিল আটকাতে বেসরকারি হাসপাতালের পেয়ে যাওয়া বিলের ৩০ শতাংশ রেনডম অডিট করা হবে বলে জানানো হয়েছে। এইজন্য দুশো জন চিকিৎসককে নিয়ে দল গঠন করা হয়েছে।

চড়ছে তাপমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ স্বাভাবিকের উপরেই কলকাতার তাপমাত্রা। দার্জিলিং ও কালিম্পং-এ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণের বাতাসের প্রভাবে বেশ কিছু জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ দেখা যাবে। দক্ষিণবঙ্গে দিনের বেলায় গরম অনুভূত হবে। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। রাতের তাপমাত্রা বা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একই রকম থাকবে। দিনের তাপমাত্রা আগামী দুই থেকে তিন দিনে সামান্য বাড়বে। দক্ষিণা বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় দিনের বেলায় অস্বস্তি থাকতে পারে কিছু জেলায়। আংশিক মেঘলা আকাশ দেখা যাবে উপকূল ও বাংলাদেশ লাগোয়া জেলাগুলিতে। বাকি জেলায় পরিষ্কার আকাশ থাকবে। সকালে ও রাতে জেলায় জেলায় মনোরম পরিবেশ থাকবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। কলকাতা ও সংলগ্ন জেলায় দিনে গরম ও অস্বস্তি বাড়বে। উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ ঘন্টায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং এবং কালিম্পং অঞ্চলে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির হতে পারে এইসব অঞ্চলে। বুধ ও বৃহস্পতিবার বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাতে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। বৃহস্পতিবার দিনের তাপমাত্রা হবে ৩১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বেহালা থেকে নিখোঁজ তরুণের দেহ মিলল উলুবেড়িয়ায়, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন বেহালার এক তরুণ। অবশেষে তাঁর মৃতদেহ মিলল উলুবেড়িয়ার খাল থেকে। ঘটনাটি ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি করেছে। জানা গিয়েছে, বেহালার সেনহাটি কলোনির বাসিন্দা ১৯ বছরের হার্দিক দাস গত ১৪ ফেব্রুয়ারি বাড়ি থেকে বের হন। কিন্তু তারপর সময় কেটে গেলেও বাড়ি আর ফেরেননি হার্দিক। দীর্ঘ অপেক্ষা করার পর হার্দিকের বাবা শেষ পর্যন্ত পুলিশের দ্বারস্থ হয়ে করেন ছেলে অপহরণের অভিযোগ। পুলিশি তল্লাশি চলাকালীন হঠাৎই উলুবেড়িয়া থানা থেকে খবর পাওয়া যায়, একটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে হাওড়ার হীরাপুর-কাটাখালি গ্রামের কাছে একটি ইটভাটা লাগোয়া খাল থেকে। সাথে সাথেই যোগাযোগ করা হয় হার্দিক দাসের বাবার সাথে এবং তিনি মৃতদেহ দেখে ছেলের দেহ বলে সনাক্ত করেছেন। এখন যে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে তা হল- হার্দিক দাস বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিল? কিভাবে তিনি বেহালা থেকে পৌঁছে গেলেন উলুবেড়িয়া খালের ধারে? ইতিমধ্যেই হার্দিক দাসের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। ঘটনাটি নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ পর্ষদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ আজ থেকে শুরু হচ্ছে এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বসতে চলেছে প্রায় ৭ লক্ষ ছাত্রছাত্রী। পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে পর্ষদ। কাল সকাল ৮টা থেকে বিভিন্ন স্কুলে প্রশ্নপত্র পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হবে। পরীক্ষা শুরু ঠিক ১৫ মিনিট আগে প্রশ্ন পত্র হাতে পাবে ছাত্রছাত্রীরা। টোকাটুকি বা পরীক্ষা কেন্দ্রে ভাঙচুরের মতো ঘটনা ঘটলে, কড়া ব্যবস্থার নেওয়ার কথা জানিয়েছে পর্ষদ। ২৮৬৭ টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে ৯৯ শতাংশের বেশি স্কুলে সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। যে সব স্কুলে ক্যামেরা বসানো সম্ভব হয়নি, সেগুলিকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করে বাড়তি নজরদারি চালাতে বলেছে পর্ষদ। সল্টলেকে পর্ষদের সদর কার্যালয় থেকে অ্যাপ এবং সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে নজরদারি চালানো হবে। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে কলকাতার পাশাপাশি মেদিনীপুর, বর্ধমান এবং উত্তরবঙ্গের জন্য চালু করা হয়েছে বিশেষ কন্ট্রোল রুম। কোনওরকম সমস্যায় পড়লে, পরীক্ষার্থী বা অভিভাবকরা সরাসরি কন্ট্রোল রুমে ফোন করতে পারবেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গাঙ্গুলি ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, মে মাসের শেষ সপ্তাহে মাধ্যমিকের ফল ঘোষণা করা হবে। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে ৪ মার্চ পর্যন্ত। গত বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১১ লক্ষ। সেই হিসেবে এবার পরীক্ষার্থী কমেছে ৪ লক্ষ।

উদ্ধার চারফুট লম্বা চন্দ্রবোড়া, তুলে দেওয়া হল বন দফতরের হাতে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ জয়নগর থানা এলাকা থেকে উদ্ধার প্রায় চার ফুট লম্বা মাপের চন্দ্রবোড়া সাপ। বনদপ্তরের হাতে তুলে দিল গ্রামবাসীরা। জয়নগর থানার নারায়নীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বেলিয়াচন্ডী গ্রামের বাসিন্দারা বুধবার বেলায় চন্দ্রবোড়া সাপটিকে উদ্ধার করে, খবর দেওয়া হয় জয়নগর থানা ও বনদপ্তরে। বনদপ্তরের কর্মীরা এসে সাপটিকে উদ্ধার

করে নিয়ে যায় বেলিয়াচন্ডী থেকে। জয়নগর থানা এলাকার বেলিয়াচন্ডী এলাকার একটি যুবক বাড়ির মধ্যে একটি আওয়াজ শুনে সন্দেহ হয়। ভয় পেয়ে যায় ওই যুবক। তারপর সন্দেহ হওয়ার পর স্থানীয় এলাকার লোকজনদের খবর দেয়। তারা এসে বাড়ির থেকে একটি বৃহৎ আকৃতি চার ফুটের মতো সাপ দেখতে পায়। যার নাম চন্দ্রবোড়া। এরপর এলাকাবাসী সাপটি ধরার জন্য তোড়জোড় শুরু করে। মাছ ধরার জাল দিয়ে অবশেষে সাপটিকে ধরে ফেলে। ধরার পর বনদপ্তরকে খবর দেওয়া হয়। তবে ওই পরিবার সূত্রে জানা গেছে সাপটি কখন কিভাবে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে সেটা বুঝে উঠতে পারছি না। কোনো ক্ষতি হয়নি। এই ধরনের সাপ সাধারণত এইসব এলাকায় দেখা যায় না।

অ্যাডিনো ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশিকা জারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ শহর কলকাতায়, অ্যাডিনো ভাইরাস এর সংক্রমণ রুখতে কলকাতা পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ এক নির্দেশিকা জারি করেছে। কলকাতা পৌরসভার ১৪৪ টি ওয়ার্ড স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। নির্দেশিকা প্রসঙ্গে পুরসভার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার সুব্রত রায়চৌধুরী এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। তবে এই ভাইরাসের চরিত্র বদল হওয়ার কারণে এবার আক্রান্তের সংখ্যা বেশি দেখা যাচ্ছে। ডাক্তার রায়চৌধুরী বলেন অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে এই নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। রোগ লক্ষণ দেখা দিলে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। নির্দেশিকার মাধ্যমে পুরসভার সব স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকদের অ্যাডিনো ভাইরাসের চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি আশা কর্মীদের ও অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার কাজে যুক্ত করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। আশা কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে অ্যাডিনো ভাইরাস এ আক্রান্ত শিশুদের খোঁজখবর নিয়ে তথ্য জানাবেন। শিশুদের সর্দি- কাশি জ্বরের মতো উপসর্গ দেখা দিলে পুরো স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিনামূল্যে চিকিৎসকদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব এলাকার মানুষ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব এলাকার মানুষ। আবাস যোজনায় দুর্নীতি নিয়ে এর আগে বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। এবার হাওড়ার এক পঞ্চায়েতে রাস্তা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন স্থানীয় মানুষ। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্থানীয় শ্রীমানী পাড়ায় রাস্তাই তৈরি হয়নি, অথচ রাস্তা তৈরি হয়েছে বলে সেখানে ঘটা করে ফলক লাগানো হয়েছে। এর প্রতিবাদে বুধবার সকালে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে স্থানীয় মানুষ বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত অফিসে এর সুরাহা চাইতে এসে তাঁরা দেখেন অফিস বন্ধ। বিক্ষোভকারীরা দাবি করেন রাস্তা তৈরির টাকা কোথায় গেল তার জবাব পঞ্চায়েত প্রধানকেই দিতে হবে। আরও অভিযোগ, এলাকায় বৃষ্টি হলে এক হাঁটু জল জমে যায়। নিকাশির কোনও ব্যবস্থা এলাকায়। পাশাপাশি আগাছার জঙ্গল হয়ে থাকলেও রাস্তাঘাট সাফাই হয় না নিয়মিত। এমনই অভিযোগ তুলে এদিন পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে সরব হন তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দা সান্ত্বনা দে বলেন, রাস্তা তৈরির আগে ফলক পাতা হয়ে গিয়েছে। এটা দেখার পর পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানাতে এসেছিলাম। কিন্তু প্রধান আজ অফিসে আসেননি, সেক্রেটারি নেই। ঘরে তালা বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। আগে দেখলে ফলক বসাতে দিতাম না। ফলক বসাবার পর জানতে পেরেছি। আমাদের দাবি ১ সপ্তাহের মধ্যে রাস্তা, নিকাশি নালা চাই। আমাদের প্রশ্ন রাস্তা সারাইয়ের টাকা গেল কোথায় ? যারা এই টাকা নিয়েছে তাঁদের গ্রেফতার করা হোক। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা মৌমিতা অধিকারী বলেন, ড্রেনের জন্য এসেছি। আমাদের রাস্তা কাঁচা রয়েছে। টাকার অনুমোদন হয়ে গিয়েছে। ফলক লাগিয়ে দিয়েছে। সেই জন্য পঞ্চায়েতে এসেছি। কিন্তু পঞ্চায়েতের দরজায় তালা বন্ধ। পুলিশ এসে বাইরে বার করে দিয়েছে। অভিযোগ জানাতে এসে প্রায়ই ফিরে যেতে হয়। রাস্তার জন্য, রাস্তায় জল জমা প্রভৃতি কারণের জন্য একাধিক অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে। ১ সপ্তাহের মধ্যে রাস্তা ঠিক করতে হবে এই আমাদের দাবি। স্থানীয় বাসিন্দা জয়ন্ত দাস বলেন, এটা রাস্তা চুরির দুর্নীতি। শ্রীমানি পাড়ায় রাস্তা তৈরির যে ফলক লাগানো হয়েছে সেখানে রাস্তা তৈরি হয়নি। আমাদের আবেদন পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে তদন্ত হোক। যদিও, এদিন ওই পঞ্চায়েতের তরফ থেকে কিছু বক্তব্য জানা যায়নি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৮৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১০ ফাগুন, ১৪২৯

সম্পাদকীয়

বনধ অবৈধ

আবার বনধ রাজনীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। বামপন্থীরাই বাংলাতে বনধ রাজনীতির ধারক এবং বাহক। তারাই বনধ রাজনীতিকে সফল করে তুলেছিল। তার ফলে বহু বিখ্যাত কলকারখানা জঙ্গি বনধ রাজনীতি করার ফলে শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন বনধ রাজনীতি হচ্ছে গণতান্ত্রিক অধিকার। শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে কোনও সময়ে বঞ্চনা করা চলবে না। সিপিএম দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্তও এই বনধ রাজনীতির সমর্থক ছিলেন। তখন বনধ রাজনীতির একটি আদর্শ ছিল। রাজনৈতিক দলের মধ্যে বনধ রাজনীতি নিয়ে দর কষাকষি হতে দেখা যেত না। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে সিপিএম দলের বনধ রাজনীতিকে বহু বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতারা সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু আজকে বনধ রাজনীতি কোনও আদর্শ পথ ধরে এগোতে পারছে না। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা শাসক দলকে জব্দ করতে বনধ রাজনীতিকে হাতিয়ার করতে শুরু করে দিয়েছে। দার্জিলিং আবার চেষ্টা করছে বঙ্গ রাজনীতি থেকে নিজেদের একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে। তারা বাংলার সঙ্গে থাকতে চায় না। দিকে কেন্দ্রীয় সরকার বলেই দিয়েছে বাংলা ভাগ করার খেলায় তারা নেই। তবুও বিরোধীরা পাহাড়ে ১২ ঘন্টার বনধ এর ডাক দিয়েছে। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে উত্তর বঙ্গে একটি আলাদা রাজ্য চাই। কেন্দ্র শাসিত রাজ্যের পক্ষে সায় দিয়েছে। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি গিয়ে উপস্থিত হলে মুখ্যমন্ত্রী কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে দাঁড়িয়ে বলেছেন, পাহাড়ে কেউ কেউ মাঝে মধ্যে জেগে উঠতে থাকে। তারা উন্নয়নের জন্য জাগে না। অশান্তি এবং বনধ করার জন্য তৈরি হয়। রাজ্যে রাজনৈতিক অশান্তি সৃষ্টি করাই তাদের লক্ষ্য। বাংলায় বনধ উঠে গিয়েছে। কিন্তু আবার সেই বনধকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার চুপ করে বসে থাকবে না। ২৩ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। বনধ সমর্থন করা হবে না। আন্দোলন করা যেতে পারে। কিন্তু আন্দোলন করতে হবে সব কিছু খোলা রেখে। অফিস আদালত বনধ রেখে আন্দোলন করা চলবে না। বিমল গুরুং আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বাংলা থেকে পাহাড়কে বিচ্ছিন্ন করার খেলা খেলতে আবার শুরু করে দিয়েছেন। বিমল গুরুং কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারে উপস্থিত হয়ে কোনও সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনি। সে এদিন ধর চুপ করেই বসেছিল। এদিকে রাজ্য সরকার বলতে শুরু করেছে পাহাড়কে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করার খেলায় বিদেশি শক্তির হাত রয়েছে। তারা চাইছে বাংলা যাতে আর ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে। এবারে দেখতে পাওয়া গেল বিনয় গুরুং আবার বিমল গুরুং এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আলাদা রাজ্য স্থাপন করার ব্যাপারে জোরদার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এদিকে গুরুং এর দলের পক্ষ থেকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রস্তাবের বিপক্ষে থাকা দুই বিজেপি দলের বিধায়কদের সম্বর্ধনা দিয়েছে গুরুং এর দল। আজকে আর বনধ রাজনীতি কোনও শক্তি নেই। বলতে গেলে বনধ রাজনীতির পক্ষে সাধারণ জনগণ সায় দিতে নারাজ।

নগর জীবন

দিল্লি, ভুবনেশ্বর, আমেদাবাদ, মুম্বই মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি মেগা শহরগুলি সামনের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে কলকাতা ক্রমশ পিছিয়ে। যেদিন কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানি স্থানান্তর হল সেদিন থেকেই কলকাতা শহর ক্রমশ পিছিয়ে। অন্য রাজ্যের শহরগুলি এগিয়ে যেতে থাকে। কলকাতা ব্রিটিশ শাসন যুগে ভারতের রাজধানি ছিল। ক্রমাগত স্বদেশি আন্দোলন গড়ে ওঠায় ভয়ে ভীত হয়ে কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানি নিয়ে চলে গেল ব্রিটিশ সরকার। তারপর থেকে ক্রমশ কলকাতা সবার থেকে পিছনের সারিত. দঁড়িয়ে। আর্থিক দিক দিয়ে কলকাতা দিল্লির চেয়ে পিছিয়ে। অন্যান্য রাজ্যের ফার্স্ট লাইফের সঙ্গে কলকাতা সামাল দিতে পারছে না। কলকাতা যখন ভারতের রাজধানি ছিল তখন কলকাতা তথা বাংলা জুড়ে অসংখ্য মেধা। ঘরে ঘরে মেধা শক্তি। আর যেদিন থেকে রাজধানি দিল্লিতে নিয়ে গেল সেদিন কলকাতার নাগরিক জীবন ক্রমশ শ্লথ হতে থাকলো। ধীর জীবন গ্রহণ করলো কলকাতা। বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানির জন জীবনের সঙ্গে পাল্লা আর দিতে পারলো না কলকাতা। যদিও কলকাতা এখনও বেশ কয়েকটি ব্যাপারে সারা ভারত থেকে এগিয়ে রয়েছে। দিল্লিতে শুরু হয়ে গেল আধুনিক মেট্রো চলাচল। অত্যাধুনিক মেট্রো। আর গ্রেটার কলকাতা জুড়ে মেট্রো চালু করতে এখনও হিমশিম খেতে শুরু করে দিয়েছে। স্বাভাবিক মেট্রো চলাচলের গতি আর থাকছে না। নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মেট্রো ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কলকাতা মেট্রো হচ্ছে একটি জরুরী পরিষেবা। এই মেট্রো করেই লোকেরা দ্রুত বিপদের সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌঁছাতে পারে। এই মেট্রো কলকাতাবাসী তথা যত্রীদের নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যস্থানে পৌছে দিতে সক্ষম। কলকাতা মেট্রো হচ্ছে কলকাতার একটি অন্যতম সেরা প্রাণশক্তি। সেই প্রাণশক্তিকে নিয়ে এখন বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। যাত্রীদের দ্রুত যানবাহন ছিল মেট্রো। শিক্ষায় কলকাতা সব রাজ্যের থেকে এগিয়ে ছিল। আজকে শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতির ফলে আতঙ্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে সারা বাংলা জুড়ে। কলকাতার শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে ভরসা না করে এখন অধিকাংশ মেদাবী ছাত্ররা রাজ্যের বাইরে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। এমনকী চিকিৎসা ব্যবস্থায় দেকতে পাওয়া যাচ্ছে আজকে ওড়িশার ভুবনেশ্বর বেশ খ্যাতি অর্জন করতে শুরু করেছে। বাংলার অধিকাংশ রোগীরা আজকে বাঙ্গালোর, আমেদাবাদ, হায়দ্রাবাদ এবং দিল্লিতে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন ভালো চিকিৎসা পাওয়ার জন্য। ভুবনেশ্বর, বালেশ্বর থেকে শুরু করে প্রতিটি রাজ্যের মূল শহরগুলি সৌন্দর্যের অধিকারী। সেখানে কোনও রকম নাগরিকদের ওপরে চাপ নেই। রাস্তা ঘাট পরিচ্ছন্ন।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

কারো সাহায্য যখন তুমি না পাও, তখন পিতার কাছে যাও। সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে নচেৎ অমানুষ সেই সন্তান

রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত

তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন।

ভারতীয় ক্রীড়া জগতে সানিয়া মির্জার গৌরবময় অধ্যায়ের শেষ

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের ক্রীড়া জগতে সানিয়া মির্জার গৌরবময় অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। তিনি এবার টেনিস দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। এবার থেকে তাঁর ছেলে ইজহান মির্জার সঙ্গে দিন কাটাতে আর কোনও সমস্যার সৃষ্টি হবে না। ভারতীয় ক্রীড়া প্রেমীদের কাছে মঙ্গলবারটা ছিল দুঃখের দিন। আর কোনও দিন র‍্যাকেট হাতে করে আর সানিয়া মির্জা টেনিস কোর্টে নামবে দেখা যাবে না। তিনি বিদায় গ্রহণ করলেও তাঁর অবদানের কথা কেউ ভোলে নি। সানিয়া মির্জার ভক্তের সংখ্যা কম নেই। ক্রমশ তা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছিল। মহিলা অ্যাথলেটিকস হিসাবে পিটি উষার নাম উঠে আসতে শুরু করেছিল। সানিয়া এক সময়ে জনপ্রিয় ক্রীড়া তারকা হয়ে উঠেছিল সবাইকে প্রায় টপকে। বিজ্ঞাপন জগতে একটি সময়ে পুরুষ অ্যাথলেকিটসদের এবং ক্রিকেটারদের প্রভাব দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। শচীন তেণ্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, মহেন্দ্র সিং ধোনি থেকে শুরু করে অধিকাংশ পুরুষ ক্রিকেটাররা বিজ্ঞাপন জগতকে অধিকার করে নিতে থাকে। তার ফলে সেখানে মহিলা অ্যাথলেটিকসের প্রবেশ করা খুবই মুশকিল ছিল। পুরুষ ক্রিকেটাররা যেভাবে বিজ্ঞাপন জগত অধিকার করতে শুরু করেছিল তাতে সেখানে মহিলা অ্যাথলেটিকসদের প্রবেশ করা খুবই মুশকিল। এরা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে ডিভির বিজ্ঞাপনে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। সেই বাধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিলেন সানিয়া মির্জা। তিনি যেভাবে পুরুষ ক্রিকেটারদের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তাতে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। সবাই ভাবতে শুরু করেছিল যে সানিয়া মির্জা পুরুষ জগতে আধিপত্যের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। সেটাই সত্যি হয়ে দেখা দিল। সানিয়া মির্জা তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বে তিনি বিজ্ঞাপণ জগতে প্রবেশ করলেন এবং সংবাদপত্রের প্রথম পাতার বিজ্ঞাপনে অংশ গ্রহণ করলেন। আন্তর্জাতিক স্তরে বহু খ্যাতনামা পত্র পত্রিকার প্রথম পচ্ছদে তাঁর চবি ঝাপা হতে থাকলো। তার ফলে ভারতীয় বিজ্ঞাপন জগতে একটি বিশাল ধরনের পরিবর্তন এসে উপস্থিত হল। মহিলা অ্যাথলেট হিসাবে সানিয়া বিজ্ঞাপন খুবই চমকপ্রদ হতে থাকে। তার ফলে পুরুষ ক্রিকেটাররা খানিকটা থমকে গিয়েছিল। যেসব পুরুষ ক্রিকেটাররা একটি সময়ে ভারতীয় বিজ্ঞাপন জগতে নিজেদের মধ্যে ধরে রাখতে পেরেছিল সেখানে প্রবেশ করতে শুরু করে দিলেন মহিলা অ্যাথলেট সনিয়া মির্জা। তিনি প্রমাণ করে দিলেন টেনিস দুনিয়া ভারতীয় বিজ্ঞাপন জগতে কম জনপ্রিয়তা লাভ করে না। বরং তাকে আরও শ্রীবৃদ্ধি করে। মঙ্গলবার সানিয়া জুটি ম্যাডিসন কিজ ৪-৬, ০-৬ সেটে হেলে গেল রাশিয়ার ভেরোনিকা কুদেরমেতোভা এবং লুডমিলার স্যামসোনোভার কাছে। প্রায় এক ঘন্টা ধরে চলে খেলাটি। সানিয়ার কাছে এটা বিদায় নেওয়ার ম্যাচ নয়। ভারতের ক্রীড়া জগত তাকে মনে রাখবে প্রথা ভাঙা খেলোয়াড় হিসাবে। বিশেষ করে তিনি মহিলা খেলোয়াড় হিসাবে নতুন দিগন্ত তৈরি করেছিলেন। যদিও সে নিজেকে এত বড় করে ভাবে না। সে সব সময়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে রাজি ছিল। সেটাই করে দেখাতেন। গ্রাণ্ড স্লামের খেলায় ভারতীয় মহিলাদে অংশ গ্রহণ খুবই কম দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে সানিয়া ছয়টি গ্রাণ্ড স্লাম খেলা খেলেছেন। ডাবলসে মার্টিনা হিঙ্গিসের সঙ্গে তিনটি খেলায় জিতেছিলেন। শুধু তাই নয়। তিনি বিশ্বের টেনিস র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯১ সপ্তাহ জুড়ে এক নম্বর স্থানে ছিলেন। এর আগে এত বড় কৃতিত্ব কাউকে অর্জন করতে দেখা যায়নি। সিঙ্গলসে সানিয়ার র‍্যাঙ্কিং ছিল ২৭ তম। গত মাসেই অস্ট্রেলিয়া ওপেনে মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে স্থান গ্রহণ করেছিলেন। ছেলে ইজহান

তখন গ্যালারিতে বসে মায়ের খেলা দেখেছিলেন। কে বলে মেয়েরা খেলাধুলা করতে পারে না। সানিয়া দেখিয়ে দিলেন ইচ্ছা থাকলে সব কিছুই করা সম্ভব। মহিলাদের সন্তান জন্ম দেওয়ার পর তাদের শারীরিক পরিবর্তন হতে দেখা যায়। ওজন বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ভাবনার বদলও আসতে থকে। আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হয়। সেই সময়ে সেরিনা উইলিয়ামসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছিল তাকে। সেই লড়াই থেকে পিছিয়ে তিনি যাননি। মা হওয়ার পর তাঁকে একই রকমভাবে প্রতিদ্বন্ধিতা করতে হয়েছিল। চোয়াল শক্ত করে সেই সময়ে ফোরহ্যাণ্ড মারতে তাকে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। সবাই মনে করে ভারতের ক্রীড়া জগতে দুই মহিলা মেরি কম এবং সানিয়া মির্জা ভাবিকালের মহিলা অ্যাথলেটিকসদের কাছে প্রেরণা। শুধু মহিলা বলে নয়, সারা ভারতেব ক্রীড়া জগতে এই দুই মহিলা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সানিয়া জুনিয়র উইম্বলডন জিতে মূল স্রোতে চলে আসার সময়ে তাঁর পোশাক নিয়ে বহু কথা বলতে শোনা গিয়েছিল। মহিলা অ্যাথলেট বলেই তার পোশাক নিয়ে এত গুঞ্জন শুরু হয়। পুরুষদের শুধু খেলাধুলার উন্নতির জন্য মন দিলে চলে। তাদের আবার সমাজের সঙ্গে লড়াই করতে হয় না। যে সময়টার কথা বলা হচ্ছে তখন সমাজটা একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। তার জন্য সানিয়াকে লড়াই করতে হয়েছে। স্কার্ট পরা মেয়ে কেন টেনিস ফেলবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। বিতর্ক শুরু হয়েছিল। সেই সব আপত্তিকর মন্তব্যের জবাব দিয়েছিল সানিয়া টেনিস কের্টে শক্তিশালী ফোরহ্যাণ্ড খেলে। খেলাধুলার পোশক নিয়ে যতই আপত্তি উঠতে শুরু করেছিল ততই সানিয়া নিজেকে অতিরঞ্জিত পোশাক পরে খেলায় অংশ গ্রহণ করতে আগ্রহ দেখাতে থাকে। পাস্তিানের ক্রিকেটার শোয়েব মালিকে বিবাহ করা নিয়ে বহু চর্চা হয়েছে। নিন্দাও সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে। তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন বলেই তাকে এই বিষয়ে কাউকে কথা বলতে দেখা যায়নি। তবে কোনও কিছুই তাকে দমন করতে পারেনি। সানিয়া এই সব কথকে একেবারে বেশি পাত্তা দেননি। সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাধরার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন একের পর এক বিতর্কিত পোশাক পরে। তবে তিনি ক্রীড়া জগতের সত্ত্বাকে বির্জসন দেননি। তাকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন। শরীরকে কীভাবে পটু রাখতে হয় তার প্রশিক্ষণ নিয়ে বহু মহিলা খেলোয়াড়দের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার কাছ থেকে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিখতে হয়েছিল। তিনি দেখিয়ে ছিলেন মা হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু খেলাকে জীবন্ত রাখা সম্ভব। খেলাকে কোনও সময়ে তিনি হাতছাড়া করতে চাননি বলে আজও তিনি ভারতীয় টেনিস জগতে মহিলা সেরা খেলোয়াদের মধ্যে অন্যতম। সানিয়া মির্জা সবার কাছে প্রিয় ছিলেন তাঁর অসাধারণ মেলামেশার ইচ্ছার মধ্যে থেকেই। তিনি সবার সঙ্গে কথা বলতেন। কারোর সঙ্গে কথা বল্যার ব্যাপারে কোন রাখঢাক ছিল না। টেনিস দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করলেও তিনি বলেছেন মহিলা টেনিস তারকা তৈরি করতে তিনি এবারে প্রশিক্ষণ শিবির প্রস্তুত করবেন।। ভারতের বর্তমান মহিলা টেনিস খেলোয়াড়ের সংখ্যা খুবই কম। সেই স্থান পূরণ করার চেষ্টা তিনি করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। জীবন থেকে টেনিসকে বিজর্সন দিচ্ছেন না। তিনি খেলতে নামবেন তবে আন্তর্জাতিক খেলায় আর অংশ গ্রহণ করবেন না। পেশাদারি খেলা থেকেও বিদায় গ্রহণ করছেন। তিনি টেনিস র‍্যাকেট ধরবেন মহিলা টেনিস খোলায়াড় তৈরি করতে। এর জন্য তিনি মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। কথা রয়েছে হায়দ্রাবাদে তিনি নিজের নামে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করবেন সেখনে মহিলা টেনিস তারকা তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। ভারতীয় ক্রাড়া জগতে এই মুহূর্তে বড় ধরনের মহিলা টেনিস খেলোয়াড় নেই। ক্রিকেট মহিলা খেলোয়াড় রয়েছে। সেখানে সানিয়া তাঁর শূন্যস্থানকে পূরণ করার চেষ্টা করবেন। মহিলা খেলোয়াড় তৈরি হওয়ার খুবই প্রয়োজন। আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মান এবং পশ্চিমী দেশগুলিতে প্রচুর মহিলা খেলোয়াড় রয়েছে। ভারতের মহিলা খেলোয়াড় কম হওয়ার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সামাজিক ব্যাবস্থা। সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই একটি মহিলাকে অ্যাথলেট হিসাবে উপস্থিত হতে হয়। মহিলা খেলোয়াড় হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করাটা একজন মহিলার পক্ষে খুবই কঠিন। সামাজিক বাধাকে অতিক্রম করে তবেই একজন মহিলা খেলোয়াড় তৈরি হতে পারে তা নিজেকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা টেনিস জগতকে বিদায় গ্রহণ করলেও তা কিন্তু শূন্য স্থানে থাকবে না বলে বিশ্বাস করেন সানিয়া। আগামি দিনে তার মতো মহিলা টেনিস খেলোয়াড় নিশ্চয় সামনের সরিতে উঠে আসবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। ভারতীয় মহিলা টেনিস জগত অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেছেন আগামি দিনের প্রজন্মকে রাস্তা তৈরি করে দিতে হবে। তাদের জন্য স্থানকে খালি রাখতে হবে। এইভাবে স্থান দখল করে থাকলে চলবে না। ভাবি কালের জন্য রাস্তা তৈরি করতে হবে এবং শূন্য স্থানকে পূরণ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে।

দুই বাংলার নানান আয়োজনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

শ্যামল সান্যাল, বাংলাদেশ, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশের যশোরের বেনাপোল সীমান্তে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও দুই বাংলার নানান আয়োজনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে।মঙ্গলবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১২ টায় সীমান্তের শূন্য রেখায় শত শত ভাষা প্রেমীদের উপস্থিতিতে কাঠ, বাঁশের তৈরি অস্থায়ী শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানায় দুই দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।এসময় বাংলাদেশের পক্ষে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপির নেতৃত্বে ১১ সদস্যের প্রতিনিধি। অন্যদিকে ভারতের পক্ষে ছিলেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিধায়ক শ্রী বিশ্বজিত দাসের নেতৃত্বে ১১ সদস্যের প্রতিনিধি। এসময় শূন্য রেখায় শত শত ভাষা প্রেমীদের উপস্থিতি মিলন মেলায় রূপ নেয়।ছালাম, বরকত তোমাদের ভুলিনাই, বাংলা ভাষা অমর হোক এ স্লোগানে যশোরের বেনাপোল সীমান্তের শূন্য রেখা প্রকম্পিত। শ্রদ্ধায় ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে শহীদ মিনার। নেই বিজিবি, বিএসএফের কড়া নজরদারি। কাঁটা তারের বেড়া ভুলে একাকার ভাষা প্রেমীরা। সাধারণ থেকে শুরু করে সীমান্তরক্ষী বিজিবি, বিএসএফ, পুলিশ পরস্পর ফুল দিয়ে বিনিময় করছে শুভেচ্ছা। ভাষা দিবসকে স্মরণীয় করতে দু'দেশের তরুণেরা করছে রক্তের বিনিময়। এমন আয়োজন সীমান্তে মিলন মেলায় রূপ নেয়। দুই বাংলা এক সাথে মিলিত হতে পেরে আনন্দে নানা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ভাষা প্রেমীরা। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিভিন্ন সংস্থার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার ছিল সীমান্তে।২০০২ সালে প্রথম বেনাপোলের সরগম সংগীত একাডেমী ও ভারতের ২৪ পরগনার ২১ উদযাপন কমিটির আয়োজনে যৌথ মাতৃভাষা দিবস পালন শুরু হয় শূন্য রেখায়। আর ২০১২ সাল থেকে সরকারিভাবে এ দিবসটি পালন করছে উপজেলা আ. লীগ ও বঁনগা পৌরসভা। কলকাতা থেকে ভাষার টানে সীমান্তে আসা ভাষা প্রেমী অরুন মন্ডল জানান, ২০০২ সাল থেকে ২১ উৎসব আয়োজনে তিনি সীমান্তে আসছেন। তবে ভাষাকে

রক্ষা করা আজ জরুরি হয়ে পড়েছে। নতুন প্রজন্ম শুদ্ধ বাংলাভাষা উচ্চারণ ভুলে যাচ্ছে।ভারতের পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বিধায়ক শ্রী বিশ্বজিত দাস জানান, ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে সে ইতিহাস একমাত্র বাঙালির রয়েছে। এদিনে দুই বাংলা তার কাঁটার ভেদাভেদ ভুলে এক হয়েছে।উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ইউছুপ আলী জানান, দিন ভর রক্ত দুই দেশের ভাষা প্রেমীরা রক্ত বিনিময় করছেন। এতে দুই দেশের মানুষের মধ্যে ভালবাসার বন্ধন আরো জোরদার হবে।বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য জানান, যে আন্দোলনের মধ্যে ছালাম, বরকতেরা জীবন দিয়ে মায়ের ভাষাকে রক্ষা করেছে। সে ইতিহাস পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকবে। যশোর ১ আসনের সংসদ শেখ আফিল উদ্দীন জানান, ভাষা শহীদদের স্মরণে আজকের এ আয়োজন। দুই বাংলার কয়েক হাজার মানুষ এ দিবসটি পালনে যোগ দিয়েছিল। বেনাপোল পোর্টথানা ওসি কামাল হোসেন ভুইয়া জানান, দুই দেশের বিশিষ্টজনদের নিরাপত্তায় সীমান্তে প্রশাসনিক ব্যবস্থা জোরদার ছিল।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন যশোর ৮৫-১ আসনের সংসদ সদস্য শেখ আফিল উদ্দীন, বেনাপোল কাস্টমস কমিশনার আব্দুল হাকিম, জেলা প্রশাসক তাজিমুল ইসলাম খান, ৪৯ ব্যাটালিয়ন বিজিবির জি আর্টিলারি পরিচালক লে. কর্নেল আহম্মেদ হাসান জামিল, জেলা পুলিশ সুপার প্রলয় কুমার জোয়াদ্দার, বেনাপোল বন্দর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক আব্দুল জলিল, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নারায়ণ চন্দ্র পাল, নাভরণ সার্কেল সহকারী পুলিশ সুপার নিশাত আল নাহিয়ান ও উপজেলা আ. লীগের যুগ্ম সম্পাদক অধ্যক্ষ মো ইব্রাহিম খলিল। ভারতের পক্ষে বিশেষ অতিথি ছিলেন ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বিধায়ক শ্রীমতি বীনা মন্ডল, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বিধায়ক শ্রী বিশ্বজিৎ দাস, বঁনগা পৌরসভার প্রধান শ্রী গোপাল শেঠ, বঁনগা লোক সভার প্রাক্তন সংসদ শ্রীমত্যা মমতা ঠাকুর, ২৪ পরগনা জেলা পরিষধের অধ্যক্ষ শ্রী শ্যামল রায়, বঁনগা পৌরসভার উপ পৌরমাতা শ্রীমতি জোৎস্না আঢ্য, গায়ঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী গোবিন্দ দাস,বঁনগা পঞ্চায়েত সমিতির দলনেতা শ্রী সৌমেন দত্ত ও ছয় ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রী প্রসেনজিৎ ঘোষ। এছাড়াও পশ্চিম বাংলা ও এপার বাংলার কবি, সাহিত্যিক ও আলোচিত সংগীত শিল্পীরা ছিলেন।

দার্জিলিংয়ে বনধ চায় না বাসিন্দারা

দার্জিলিং নিয়ে আলাদা করে কোনও রাজনৈতিক চিন্তা করতে চান না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিমল গুরুং দেখার করার বহু চেষ্টা করেও তাঁর দেখা পাওয়া সম্ভব হয়নি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং শুধুমাত্র কথা বলেছিলেন বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে। তখন রাজনাথ সিং ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। তিনি কিন্তু পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে দার্জিলিংকে বাদ দেওয়ার কথা ত্যাগ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে থেকে দার্জিলিং নিয়ে কথা বলতে হবে। গোর্খাল্যাণ্ড তৈরি কথা বা ভাবনাকে ত্যাগ করতে হবে। এতেই বিমল গুরুং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বিরূপ হন। এদিকে রাজ্য সরকারও বিমল গুরুং রোশন গিরিকে কোনও রকম উস্কানি দিতে নারাজ ছিল। দার্জিলিং মানুষের কাছ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিলেন বিমল গুরুংর গোষ্ঠীরা। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে গোর্খাল্যাণ্ড নিয়ে কোনও সাড়া না পাওয়াতে দিল্লিতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল বিমল গুরুংরা। কিন্তু সেখানেও তারা সায় না পাওয়ার ফলে তাদেরকে আবার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বনধকে সমর্থন করতে শুরু করেছে। পাহাড় থেকে বিজেপি তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করতে বিমল গুরুংয়ের মতো নেতার সঙ্গে জোট করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। বিমল আবার এখন জিটিএ-এর চেয়ারম্যান হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছেন। সরকারি সুবিধা পাওয়ার পথটা তৈরি করার চেষ্টা করছে বিমল গুরুং এবং রোশন গিরি। রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে গোর্খাল্যাণ্ড করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছেন বিমল গুরুং। তিনি বলতে শুরু করেছেন, আগে তাদের রাজনৈতিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে হবে। তারপরে ঠিক করতে হবে আন্দোলনের রূপরেখা। এদিকে দার্জিলিংয়ের মানুষেরা আর বিমল গুরুংকে চাইছে না। তিনি আসলেই আবার দার্জির্লিং বনধ, হরতাল, ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ, স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে। আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সাধারণ মানুষ। সরকার চাইছে ব্যাপক আন্দোলন পাহাড়ের বুকে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠুক। বিমল গুরুংকে পরিহার করতে শুরু করে দিয়েছে পাহাড়ের লোকেরা। রাজনৈতিক পারদ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছে বিমল গুরুং। এদিকে দার্জিলিং এলাকায় লেপচা পরিষদ কোনও রকমভাবে বিমল গুরুংকে রাজনৈতিক প্রচারের আলোকে নিয়ে আসতে চায় না। লেপচারা দার্জিলিং গোর্খাল্যাণ্ড হোক এটা চায় না। তারা চায় দার্জিলিং এলাকা আগে যেরকম ছিল তাই থাক। পর্যটকেরা আসা যাওয়া শুরু করেছে। পর্যটকদের ওপরে দার্জিলিং পাহাড়ের ব্যবসা বাণিজ্য নির্ভর করে। যত বেশি পর্যটক আসতে পারবে দার্জিলিং এলাকায় তত বেশি আয় বৃদ্ধি পাবে। দার্জিলিং এলাকার বাসিন্দারা আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হতে থাকবে। দার্জিলিং পাহাড়ী এলাকা বলে পর্যটকদের ওপরে নির্ভর করে থাকে জীবন জীবিকা চলে। শিলিগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুর দুয়ার প্রভৃতি এলাকায় ব্যবসাও পর্যটক নির্ভর। উত্তরবঙ্গে ব্যবসা হচ্ছে বেশির ভাগ প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে ব্যবসা। চা, কমলালেবু থেকে শুরু করে কাঠও ব্যবসার প্রধান অঙ্গ হিসাবে কাজ করে। কাঠের ব্যবসায় বিশাল টাকার লেনদেন হয়ে থাকে। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হয় কাঠ ব্যবসায়। দার্জিলিং চায়ের ব্যবসা আন্তর্জাতিক ব্যবসা। এই ব্যবসা সারা বিশ্ব জুড়ে হয়। গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলন করতে গিয়ে ব্যবসায় প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজার হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। দার্জিলিং চায়ের স্থানটা গ্রহণ করে নিতে শুরু করেছিল আসামের চা। তারপরে আন্তর্জাতিক চায়ের বাজার দখল করে নিল চিন।

চিন ভারতের চায়ের ব্যবসায় ভাগ বসিয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে চিনের চা ব্যবসায়িক প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে বিশ্ব চায়ের ব্যবসায় প্রতিযোগিতা এসে গিয়েছে। ভারতের চায়ের ভালো ব্যবসা থাকলে কী হবে রাজনীতি করতে গিয়ে সব ব্যবসা একেবারে ভুগুল হতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতে চায়ের ব্যবসায় যে সুনাম ছিল সেই সুনামকে বজায় রাখতে গেলে দরকার হচ্ছে নিত্য সরবরাহ ব্যবস্থাকে চালু রাখা। গোর্খাল্যাণ্ড নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক চায়ের ব্যবসা একেবারে হাত ছাড়া হওয়ার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু দার্জিলিং চায়ের একটি সুনাম রয়েছে সেই কারণে চিনের চা একে টেক্কা দিতে পারেনি। তবুও বলা যেতে পারে যে দক্ষিণ আফ্রিকার বেশিরভাগ রাষ্ট্রে চিনের চা বাজারে থাবা বসিয়ে দিয়েছে। ভারত একটু আলগা দিলেই চিন সেখান ঢুকে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। ফলে ভারতের চায়ের ব্যবসা আপাতত মন্দা দেখা দিলেও আবার চাঙ্গা হতে শুরু করে দিয়েছিল। তবে আবার ভারতের চা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে চিনা পণ্য বয়কট। গোটা ইউরোপ চিনা বয়কট করতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে ভারতের

'কিরীটি রায়' এর স্রষ্টা নীহার রঞ্জন গুপ্ত উপমহাদেশে স্মরণীয় হয়ে আছেন

বাংলা সাহিত্যের অমর কথা শিল্পী গোয়েন্দা চরিত্র 'কিরীটি রায়' খ্যাত জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক নীহার রঞ্জন গুপ্তের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি। বাংলা সাহিত্যের অমর এই কথা শিল্পীর বাড়ি নড়াইলের লোহাগড়ার ইতনা গ্রামে। নীহার রঞ্জন গুপ্ত গোয়েন্দা ও রহস্য কাহিনী লেখক হিসেবে যেমন জনপ্রিয়, তেমনি চিকিৎসক হিসেবেও স্বনামধন্য। বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র 'কিরীটি রায়' এর স্রষ্টা হিসেবে উপমহাদেশে স্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি। চিকিৎসক হিসেবে অতি কর্মচঞ্চল জীবনযাপনের মধ্যেও নীহার রঞ্জন রেখে গেছেন অসংখ্য সাহিত্যধর্মী সৃষ্টি যা আপন সত্তার ভাস্কর।নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার মধুমতি নদীর তীরে ইতনা গ্রাম তাঁর পৈত্রিক নিবাস। বাংলা সাহিত্যের অমর এই কথা শিল্পীর বাড়ি নড়াইলের লোহাগড়ার ইতনা গ্রামে।জনপ্রিয় উপন্যাসিক নীহার রঞ্জন গুপ্ত ১৯১১ সালের ৬ জুন পিতা সত্যরঞ্জন গুপ্তের কর্মস্থল কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম সত্যরঞ্জন গুপ্ত ও মায়ের নাম লবঙ্গলতা দেবী।নীহার রঞ্জন গুপ্ত গোয়েন্দা ও রহস্য কাহিনী লেখক হিসেবে যেমন জনপ্রিয়, তেমনি চিকিৎসক হিসেবেও স্বনামধন্য। চিকিৎসক হিসেবে অতি কর্মচঞ্চল জীবনযাপনের মধ্যেও নীহার রঞ্জন রেখে গেছেন অসংখ্য সাহিত্যধর্মী সৃষ্টি যা আপন সত্তার ভাস্কর।নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার মধুমতি নদীর তীরে ইতনা গ্রাম তাঁর পৈত্রিক নিবাস। লোহাগড়া শহর থেকে নবগঙ্গা আর মধুমতির তীর ধরে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে পূর্বদক্ষিণে ৫ কিলোমিটার গেলেই ইতনা গ্রাম। গ্রামটি খুব প্রাচীন। এর পূর্বে নাম ছিল ইটনা, সমস্ত ঘটকগ্রন্থে এবং দলিল পত্রে ইটনা নামই দেখা যায়। আর ১৯০০ সালে এই গ্রামে স্থাপিত হয় একটি ইংলিশ বয়েজ স্কুল। ওই বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলটির স্থায়ী ভাবে স্বীকৃতি দেয়। ফলে গ্রামের শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বেশি।' এই গ্রামের গুপ্ত পরিবার খুব নামকরা। আর এই গুপ্ত পরিবারের সন্তান হলো নীহার রঞ্জন গুপ্ত। পিতার চাকুরীর সুবাদে পড়াশোনা করেছেন গাইবান্ধা, রংপুর, কৃষ্ণনগরসহ বিভিন্ন স্থানে। ডাক্তারি পাশ করেন রংপুর কার মাইকেল মেডিকেল কলেজ থেকে। কিছু দিন নিজস্ব ভাবে প্র্যাকটিস করেন।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনীতে চিকিৎসক হিসাবে যোগ দেন। কিন্তু সামরিক বাহিনীর চাকরি ভালো না লাগায় ফিরে যান কলকাতায়। শুরু করেন লেখালেখি। প্রথম উপন্যাস 'রাজকুমারী' প্রকাশ হয় তাঁর বয়স যখন মাত্র ষোল বছর। জীবনে লিখেছেন প্রায় দুই শত উপন্যাস। তাঁর উপন্যাস হয়েছে চলচ্চিত্রায়িত। এরমধ্যে উত্তর ফাল্গুনী, হাসপাতাল, মায়ামৃগ, উল্কা, লালুভুলু, মেঘকালো, রাতের রজনীগন্ধা, বহ্নিশিখা, নিশিপদ্ম, নুপুর, ছিন্নপত্র, বাদশা, কোমল গান্ধার, কাজললতা, কন্যাকুমারী ছবি মানুষের হৃদয়ে এখনও দাগ কেটে আছে।১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর ১৯৫২ সালে নীহার রঞ্জন গুপ্তের বংশধররাও চলে যান ভারতে। তারপর পাকিস্তান সরকার তাঁর বাড়িসহ সম্পত্তিকে শত্রু সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করলে আস্তে আস্তে তাঁদের জমি দখল হতে থাকে।

ক্ষতিপূরণ চেয়ে

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ মেমারির তিরুপতি হিমঘরে লক্ষ লক্ষ টাকার আলু নষ্ট কান্ডের বছর খানেক পেরিয়ে গেলেও এখনও ক্ষতিপূরণ পান নি আলুচাষিরা। প্রশাসনিক বিভিন্ন মহলে দরবার করা থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও আশ্বাস ছাড়া কিছু পান নি তারা। ফের একবার ক্ষতিপূরণের দাবি করে জি টি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন মেমারির আলু চাষিরা। তিরুপতি হিমঘরের সামনে বাঁশ ব্যারিকেড দেওয়া হয়। মেমারি থানার অন্তর্গত নিমো ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিজুর সংলগ্ন জি টি রোডে অবরোধ করেন আলু চাষিরা। দীর্ঘ ১১ মাস আগে তাদের আলু নষ্ট হয়ে যায় তিরুপতি হিমঘরে। তারপর বিভিন্ন মহলে আলু চাষের ক্ষতিপূরণের দাবি জানালেও তার কোন সুরাহা হয়নি। বিভিন্ন মহল থেকে আশ্বাস দিলেও সেই আশ্বাস কোন কাজ দেয়নি। এর আগে হাইরোড এবং কার্জনগেট চত্বরেও বিক্ষোভ করেছিলেন আলু চাষিরা। দ্বারস্থ হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীরও। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো ক্ষতিপূরণ পান নি তারা। তাই এবার বাধ্য হয়ে হিমঘরের সামনে সিল করে বিক্ষোভ দেখানো হয় যাতে বাইরের আলু ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে এবং ভিতরের আলু বাইরে না আনতে পারে হিমঘর কর্তৃপক্ষ। আজ কয়েক'শ চাষি রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখালে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে মেমারি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে যতদিন পর্যন্ত পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ তারা না পাবেন এইভাবেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম ভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষীরা।

সচেতনতা শিবির

দেবনাথ মোদক, খাতড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ বাঁকুড়া দক্ষিণ বন বিভাগের উদ্যোগে সচেতনতা শিবির হল খাতড়ায়। বুধবার খাতড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে ওই সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। বনদপ্তর জানায় এই সচেতনতা শিবিরের মূল উদ্দেশ্য হলো, বর্তমান সময়ে জঙ্গলের শুকনো পাতায় আগুন না লাগানোর বিষয়ে ও বন্যপ্রাণীদের বিনা কারণে হত্যা না করার বিষয়ে এদিনের সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের প্রথমে খাতড়া রেঞ্জ অফিস থেকে একটি সচেতনতামূলক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা বের হয়। বনদপ্তরের কর্মীরা, স্থানীয় মানুষজন সহ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে খাতড়া শহর পরিক্রমা করে পদযাত্রা বিডিও অফিসে শেষ হয়। পদযাত্রা শেষে শিবির শুরু হয়। পদযাত্রা ও শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য বনপাল ডক্টর এস কুনাল ডাইভেল, ডিএফও বাঁকুড়া দক্ষিণ ই বিজয় কুমার, এডিএফও মধুর মিলন ঘোষ, খাতড়ার এসডিও নেহা বন্দ্যোপাধ্যায়, এসডিপিও কাশীনাথ মিস্ত্রি, জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ চন্দনা অধিকারী সহ অন্যান্যরা।

চা চক্রে দিলীপ

দুরন্ত বার্তা, বীরপাড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের বীরপাড়া চৌপথি এলাকায় বুধবার চা চক্রে যোগ দিলেন দিলীপ ঘোষ। বীরপাড়াতে মঙ্গলবার রাতে আসেন দিলীপ ঘোষ। এদিন সকালে প্রাতঃ ভ্রমণে বের হন তিনি। পথচলতি মানুষদের সাথে কথা বলেন। চা চক্রে যোগ দিয়ে দিলীপ ঘোষ বিভিন্ন বিষয়ে সরব হন। তিনি জানান চা বাগানের শ্রমিকদের যে জমি দেওয়া হচ্ছে খুব কম জমি দেওয়া হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষা

বাঁকুড়া জেলায় কড়া নিরাপত্তা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ কড়া নিরাপত্তায় আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। এবার বাঁকুড়া জেলায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এক ধাক্কায় ৪৩ শতাংশ কমে যাওয়ায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে শিক্ষা মহলে। সিসি ক্যামেরায় নজরদারিতে রাজ্যের ৭ লাখ পরীক্ষার্থীর সাথে বাঁকুড়া জেলার ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী তাদের জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষায় বসছে। পরীক্ষা গ্রহনের জন্য জেলায় ১১৬ টি পরীক্ষা কেন্দ্র করা হয়েছে। এবার জেলার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০, ২১৩ জন। তাদের মধ্যে ছাত্র ১৪,০৬০ জন ও ছাত্রী ১৬,১৫৩ জন। বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের বড়জোড়া, বেলিয়াতোড় রেঞ্জ এলাকার হাতি উপদ্রুত গ্রামগুলির যেসব পড়ুয়ারা জঙ্গলের ভিতরের রাস্তা দিয়ে পরীক্ষা সেন্টারে যাবে তাদের জন্য বন দফতর গাড়ির ব্যবস্থা রেখেছে। কারণ এই এলাকায় এখন ৭৪টি হাতি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। পরীক্ষার্থীদের নিশ্চিন্তে বাড়ি থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া এবং পরীক্ষা শেষে ফের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করার কথা আগেই ঘোষণা করেছেন বাঁকুড়ার ডিএফও উমর ইমাম। তবে রাজ্যে ৪ লাখ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়ার সাথে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে নজরকাড়া জেলা বাঁকুড়ায় এক লাফে ৪৩ শতাংশ পরীক্ষার্থী কমে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন জেলার শিক্ষা মহল। যেখানে গতবছর মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৫৩,১২২ জন এবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩০,২১৩ জন। অর্থাৎ ২২,৯০৯ জন পরীক্ষার্থী কমেছে। এবিষয়ে নানা মত দেখা দিয়েছে। ড্রপ আউট ও বেসরকারি স্কুলের সঙ্গে টেক্কা এর মূল কারণ বলে অভিমতে প্রকাশ। বাঁকুড়া জেলা এবিটিএ'র সম্পাদক অস্মিতা দাশগুপ্ত বলেন, পরীক্ষার্থী কম হওয়ার অনেক কারন থাকতে পারে। রাজ্যে কর্ম সংস্থানের কোনো দিশা নেই। বাজার দরে অগ্নিমূল্য। সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে গৃহকর্তা। বাধ্য হয়ে স্কুল ছুটের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়ছে। জেলা স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক) পিযূষকান্তি বেরা বলেন, স্কুলছুট হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে না দেখে বলা যাবে না। পরীক্ষার্থী কেন কমল তা নিয়ে বেশ কিছু স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সাথে আলোচনা করেছি। ২০১২ সালে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির বয়সসীমা বাড়ানো হয়েছিল। সেবার জেলা জুড়ে ৩০ শতাংশ পড়ুয়া কম ভর্তি হয়েছিল। তারাই এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। তিনি বলেন, বয়সসীমা বাড়ায় এবং টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়ায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম হয়েছে। যদিও বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী কম হওয়ার কারনে আত্মসমীক্ষার দরকার বলে মনে করেন শিক্ষকদের একাংশ। একাংশের আবার দাবি নবম শ্রেণিতে উঠেই সবুজসাথী'র সাইকেল পেয়ে পড়ুয়ারা। তাই অনেকেই নবম শ্রেণির পর ড্রপ আউট হয়ে রোজগারের ধান্দায় কেউ পরিযায়ী হয়ে ভিন রাজ্যে কাজে পাড়ি জমাচ্ছে, কেউ এলাকাতেই লরি বা ট্রাক্টরের খালাসির কাজে লেগে যাচ্ছে। ফলাফলে নজরকাড়া জেলার একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, পরীক্ষার্থী কমে যাওয়ার ব্যাপারটি হালকাভাবে নিলে চলবে না। স্কুল ছুটের সংখ্যা সত্যিই বাড়ছে কিনা, চাকরির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, পড়াশোনায় হতাশা বাড়াচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা উচিৎ। তবে বেসরকারি স্কুল যাওয়ার প্রবণতাও একটা কারন বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু সরকারি স্কুল কেন বেসরকারি স্কুলের মত ভালো পড়াশোনার দায় নিতে পারছে না তাও ভেবে দেখার সময় এসেছে।

ফের আশ্রমিকদের কটাক্ষ বিদ্যুতের

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ মন্দির প্রতিষ্ঠা ১৯৯০ বললেন বিদ্যুৎ, আবার তিনিই বললেন আশ্রমিকরা মন্দিরের ইতিহাস জানেন না। শুধু তাই নয়, আশ্রমিকদের বুড়ো খোকা, অর্ধ শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত বলে আক্রমণ করতেও থামেন নি। ব্রহ্ম আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর মন্দির মানেই ছিল উপনিষদ থেকে স্তোত্রপাঠ, ব্রহ্ম সঙ্গীত, পাঠ। কিন্তু ১৯০৫ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের প্রয়াণের পর ১৯১০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্দিরের দায়িত্ব নেওয়ার পর তা থেকে সরে এসে মনের পরিবর্তন বা আত্মোপলব্ধি সমাজ সম্পর্কে ভাবনার উপর জোর দেন। অর্থাৎ বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর দাবি, রবীন্দ্রনাথের পথ অনুসরণ করে মন্দিরে আলোচনার প্রস্তাবনায় তিনি যা বলেন তা সঠিক। বিদ্যুৎ বাবু বলেন, আশ্রমিকরা যারা নিজেদের রাবীন্দ্রিক বলে দাবি করেন, তারা বলেন, মন্দিরে যা বলি, তা নাকি উপযুক্ত নয়। কিন্তু আমি ঠিকই বলি। আসলে তারা মন্দিরের ইতিহাস জানেন না। বুধবারের সাপ্তাহিক মন্দিরের অনুষ্ঠানে প্রথামাফিক উপাচার্য আশ্রমিকদের অমর্যাদাকর ভাবে আক্রমণ করেই চলেছেন। এব্যাপারে প্রাবন্ধিক ও আশ্রমিক স্বপন কুমার ঘোষ বলেন, শান্তিনিকেতন উপাসনালয়ে উপাচার্য যে মন্তব্য করেছেন, সেটা সবাইকে খুব মর্মাহত করবে। যদিও, সম্প্রতি তাঁর নানা ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য শুনতে অভ্যস্ত। আন্তর্জাতিক ভাষাদিবসে শান্তিনিকেতনের মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি যে কথা বলেছেন, তা খুব দুঃখজনক। ভাষার সৌন্দর্য হারিয়ে যায়। একটা সময় আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে বিভিন্ন পণ্ডিত গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রী এখানে এসেছেন রবীন্দ্র ঐতিহ্যে আকর্ষণ বোধ করে। ইদানিং বিশ্বভারতীর পঠন-পাঠনের মান তলানিতে ঠেকেছে। আন্তর্জাতিকতা ও ঐতিহ্য বহুকাল বিরাজমান ছিল। দুই প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন শতবর্ষ পূর্ণ হল। সারা বিশ্বের কাছে বিশ্বভারতীর গরিমা কিভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে সে নিয়ে ভাবনা চিন্তা হোক। ঠাকুর পরিবারের সদস্য সুদৃপ্ত ঠাকুর বলেন, যার যেমন শিক্ষা, তার তেমন ভাষা প্রয়োগ। তবে আমার শিক্ষার মানদণ্ড মাপতে বর্তমান উপাচার্যর কাছে যাব না।

ষাঁড় ধরতে ডাক পড়ল পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ধূপগুড়ি শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের গোবিন্দপল্লী এলাকায় এক ষাঁড়ের তাণ্ডবে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ ষাঁড়টি তাণ্ডব চালিয়ে বেড়াচ্ছে এলাকায়। এলাকাবাসীর দাবী ষাঁড়টি বিঘার পর বিঘা আলু ক্ষেত নষ্ট করে ফেলেছে। মানুষ দেখলে তাড়া করে আসছে। রীতিমতো পা দিয়ে মাটি খুঁড়ে মাটির নিচে থাকা আলু বের করে খেয়ে ফেলছে। একদিকে আলুর দাম নেই বাজারে, অন্যদিকে ষাঁড়ের তাণ্ডবে রীতিমতো চিন্তিত চাষিরা। তাই ষাঁড় ধরতে ডাকা হয় ধূপগুড়ি থানার পুলিশকে। এদিকে পুলিশ এলাকায় আসার আগেই গ্রামবাসীরা একটি দড়ির সাহায্যে সেই ষাঁড়টিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে। ক্ষতিগ্রস্ত আলু চাষীদের সাথে কথা বলে পুলিশ। উন্মাদ ষাঁড়কে দেখে রীতিমতো হতবাক পুলিশ আধিকারিকরা। এতবড় ষাঁড় দেখে দিশেহারা সাধারণ মানুষ, ওনারা আতঙ্কিত এবং ভীত। এলাকাবাসীর দাবী দ্রুত এই ষাঁড়টিকে এখান থেকে উদ্ধার করে অন্যত্রে নিয়ে যাওয়া হোক। ধূপগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর ননীগোপাল সরকার বলেন, এমনিতেই আলুর দাম নেই তার উপর বিগত এক সপ্তাহ ধরে একটা ষাঁড় এসে চাষিদের আলু ক্ষেত নষ্ট করছে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ২ জন

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ কান্দি-কাটোয়া রাজ্য সড়কের উপর কান্দি থানার অন্তর্গত দোহালিয়া বাইপাসের হনুমান মন্দির সংলগ্ন এলাকায় বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ দুটি পিক আপ ভ্যানের সংঘর্ষে আহত হল মোট দু'জন এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। জানা গিয়েছে পিকআপ ভ্যানে করে নির্মাণ কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ হয় আরও একটি পিকআপ ভ্যানের। তাতেই দিলীপ মন্ডল নামের শিউলি গ্রামের বাসিন্দা এবং প্রসেনজিৎ বাগদী নামের চৌকি গ্রামের বাসিন্দা গুরুতর আহত হন এবং শিউলি গ্রামের বাসিন্দা কালু কাহার (৪৭) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য গোটা এলাকায়, ঘটনাস্থলে কান্দি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছায় এবং আহত দু'জনকে উদ্ধার করে প্রথমে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য সেখানেই দিলীপ মন্ডল নামের ওই ব্যক্তিকে ভর্তি করে নেন কান্দি মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকেরা এবং প্রসেনজিৎ বাগদির অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাকে কান্দি মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর বহরমপুরের মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। অন্যদিকে কালু কাহারের মৃতদেহ কান্দি থানার পুলিশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কান্দি মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। সামগ্রিক ঘটনার তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু করেছে কান্দি থানার পুলিশ।

অস্ত্রসহ গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার গভীর রাত্রে অস্ত্রসহ হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এক ব্যক্তি। ধৃত ব্যক্তির নাম বীরবল মন্ডল (৩৩)। গতকাল রাত্রে ওই ব্যক্তিকে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক এলাকার তালসুর গ্রামের মধ্যপাড়া থেকে গ্রেফতার করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ-প্রশাসন। তার কাছ থেকে এক রাউন্ড গুলি সহ একটি ওয়ান শটার বন্ধুক উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গতকাল গভীর রাত্রে টহলদারির সময় ওই ব্যক্তিকে গ্রামে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। ওই সময় ওই ব্যক্তিকে আটক করে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। তাকে তল্লাশি করে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় এক রাউন্ড গুলি সহ একটি বন্দুক। কি কারণে ওই ব্যক্তি ওই এলাকায় অস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল সমস্ত বিষয়ে খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিকে পঞ্চায়েত ভোটের আগে একের পর এক অস্ত্র উদ্ধারে ঘটনায় শাসক দলের দিকে আঙুল তুলেছে এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব। এলাকার বিজেপি নেতৃত্বের দাবি এলাকায় পঞ্চায়েতের প্রাক্কালে শাসক দল অশান্তি পাকাতে চাইছে বলেই বিহার থেকে অস্ত্র আমদানি করছে। অন্যদিকে তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছে দল এসব বেআইনি কাজে প্রশ্রয় দেয় না। আইন আইনের পথেই চলবে।

ঝোপের মধ্যে আগুন

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ বর্ধমান পৌরসভা ২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বর্ধমান মেডিকেল কলেজ স্টাফ কোয়ার্টার এলাকায় ঝোপের মধ্যে বুধবার হঠাৎই লেগে যায় ভয়াবহ আগুন। আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা পাশের একটি ডোবা থেকে জল নিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে দমকলের দুটি ইঞ্জিন এসে উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলে। দমকল বিভাগের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। স্থানীয় বাসিন্দা কানাই বিশ্বাস বলেন, হঠাৎ আমরা দেখতে পাই ঝোপের মধ্যে আগুন লেগেছে। আমরা ছুটে এসে জল দিয়ে চেষ্টা করি আগুন নেভানোর। খবর পাঠাই দমকলে। এখন আগুন নিযন্ত্রণ। যদি সঠিক সময় না দেখতে পেতাম তাহলে হয়তো ভয়াবহ দুর্ঘটনা কিছু ঘটে যেত পাশাপাশি অনেক বস্তি আছে যেগুলোতে আগুন লেগে যেতে পারতো।

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস টেন্ডার নোটিস নং.
এন-২৩৫-৬২ টেলি টেন্ডার-০৪-২০২৩

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে **ডেপুটি চিফ সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/এইচকিউ, এন.ই. রেলওয়ে, গোরক্ষপুর** আহ্বান করছেন ই-টেন্ডার নিম্নলিখিত কাজের জন্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের প্রভূত অভিজ্ঞতা রয়েছে যোগ্যতার বিষয়সূচি অনুসারে যা টেন্ডার নথিতে উল্লেখিত। **১. টেন্ডার নং. ঃ** এন-২৩৫-৬২ টেলি টেন্ডার-০৪-২০২৩, **২. কাজের নাম ঃ** যোগান, স্থাপন, পরীক্ষা ও সংযোগ রেলনেট এবং টেলিকম ব্যবস্থার প্রশাসনিক ব্লক, নিউ কনফারেন্স হল, মডেল রুম ও সিডব্লুএম/ বিডব্লু রুম ব্রিজ ওয়ার্কশপ/ গোরক্ষপুর ক্যান্টমেন্ট। **৩. টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ৯,৩৮,১১২.৮৯ (টাকা নয় লক্ষ আটত্রিশ হাজার একশত বারো ও উননব্বই পয়সা)। **৪. বায়নামূল্য ঃ** ₹ ১৮,৮০০/-। **৫. অফারের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **৬. স্থান, তারিখ ও সময় টেন্ডার খোলার এবং বন্ধ হওয়ার ঃ** ডিএসটিই/ টেলি অফিস, এন.ই. রেলওয়ে, গোরক্ষপুর, ২৮.০৩.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা **৭. সম্পাদনের মেয়াদ ঃ** ০৩ মাস। **৮. বিস্তারিত টেন্ডার নোটিস ও নথিপত্র পাওয়ার ওয়েবসাইট ঠিকানা ঃ www.ireps.gov.in**। **৯.** টেন্ডারে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটলে, ইন্টারনেট ওয়েবসাইটে আসল টেন্ডার নোটিসের সংশোধনী দেখুন। **১০.** বায়নামূল্য জমা করা যাবে নগদে ই-পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে বা জমা করা যাবে ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বন্ড হিসাবে যে কোন সারণীবদ্ধ ভারতীয় কর্মাশিয়াল ব্যাঙ্ক থেকে বা টেন্ডার নথিতে উল্লেখিত পদ্ধতি মোতাবেক। **১১.** ঠিকাদার/ দরদাতাদের অবশ্যই থাকতে হবে ক্লাস ৩ ডিজিটাল স্বাক্ষর এবং তা অবশ্যই রেজিস্টার থাকতে হবে আইআরইপিএস পোর্টালে। কেবলমাত্র নথিবদ্ধ ঠিকাদার/ দরদাতা অংশ নিতে পারবেন ই-টেন্ডারিংয়ে। **১২.** সমস্ত অনুসারী নথিপত্র জমা করতে হবে টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকালীন। **১৩.** বিস্তারিত টেন্ডার নোটিস, যোগ্যতার বিষয়সূচী, নিয়ম ও শর্তাবলী পাওয়া যাবে-**https://www.ireps.gov.in**। **দ্রষ্টব্য ঃ** ঠিকাদার/ দরদাতাদের অবশ্যই জমা করতে হবে সম্পূর্ন করা চেক লিস্ট (ফরম্যাট-৩) সঙ্গে নিজদের দর (যা টেন্ডার নথিপত্রের সাথে সংযুক্ত থাকবে)।

ডেপুটি চিফ সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/ টেলি/ এইচকিউ / গোরক্ষপুর

CPRO/ Signal-102

যাত্রী পরিষেবা সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ এসএমএসের মোবাইল নং. ০৯৭৯৪৮৪৫৯৫৫

''ট্রেনে দাহ্য পদার্থ নিয়ে যাত্রা করবেন না''

এনটিপিসি সাইডিং-এ সিগন্যালিং এর কাজগুলি (ই.আই)

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এসএন্ডটি/এপিডিজে/৩৯, তারিখঃ ২০-০২-২০২৩। নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং.ঃ এপি-এসটি-৩৯-২০২২-২৩। কাজের নামঃ সালাকাটিতে এনটিপিসি সাইডিং-এ সিগন্যালিং সিস্টেম (ই.আই)-এর সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও সম্পাদন এবং সংশ্লিষ্ট কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১২,২৯,২০,১২০/- টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৭,৬৪,৬০০/- টাকা; টেন্ডার জমা করার শেষ তারিখ ও সময় দুপুর ৩টে এবং খোলা ২০-০৩-২০২৩ তারিখ বন্ধের পরে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডিআরএম (এসএন্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহকের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/৩জুন, তারিখ ২০.০২.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করেন। টেন্ডার নং ঃ ডিএন-১৪৬-২২-২৩। কাজের নাম ঃ শিয়ালদহ ডিভিশনের শিয়ালদহ-নৈহাটি শাখায় বিধাননগর রোড-শিয়ালদহ স্টেশনের মধ্যে ব্রিজ নং ১ (লাইন নং ৫)-এর বর্তমান ক্ষতিগ্রস্ত মেম্বারের প্রতিস্থাপন এবং শক্তিশালীকরণের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ১,৩৪,৬২,০৭৮ টাকা। ইএমডি ঃ ২,১৭,৩০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (অফেরতযোগ্য) ঃ নেই। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৭.০৩.২০২৩-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৭.০৩.২০২৩-এ দুপুর ৩.৩০টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্য বিবরণ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে।

(SDAH-306/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e-Tender Notice

D.W.O., B.C.W. & T.D., Purba Medinipur invites e-tender vide NIT No. WB/BCWTD/NIT-04(e)/2022-23 & Tender Id:
2023_DMPM_478146_1,
2023_DMPM_478181_1,
2023_DMPM_478203_1,
2023_DMPM_478491_1,
2023_DMPM_478559_1,
Online Bid submissi on end date on 03/03/2023 up to 6:00 P.M. Details may be seen on website-http://wbtenders.gov.in

Sd/-
D.W.O., B.C.W. & T.D.
Purba Medinipur

UDAYNARAYANPUR GRAM PANCHAYAT
Udaynarayanpur, Howrah

Name of the Work:- Construction of Soak well under G.B. SONATALA GP Area, Block+P.S.-Udaynarayanpur, Dist-Howrah under The GB Sonatala G.P. **E-Tender No.-NIT(e)/GBSGP/SBM-08/2022-23, dated-23/02/23,** Amount-Rs. 3221275.00/-. Last date of bid submission: **09/03/23 up to 2:30 pm.** Bid Opening date on 11/03/23 at 2.30 pm. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Udaynarayanpur Gram Panchayat

Abridge Notice

E-Tender is invited by the Undersigned for Supply & Delivery for Best Quality different seeds for Agriculture Activity of DPMU, Jalpaiguri, under WBADMIP. E-Quotation Submission End Date **28/02/2023 up to 12.00 Hours. E-tender ID 2023_WRDD_479555_1.**

Sd/- EE, DPMU, Jalpaiguri, WBADMIP

Franklin Templeton Mutual Fund

Cordially invites you for a program under it's **Investor Education and Awareness Initiative.**

Venue :
Red Chilli, Barabazar,
Chandannagar, Hooghly 712136

Date: 25th February 2023
Time: 5.30 p.m.

Contact Person: Barun Banerjee (9002434555)

Due to limited seats, entry will be provided to registered attendees only. Please call on the above number to register by tomorrow.

All Covid protocols will be followed.

We look forward to your participation.

FRANKLIN TEMPLETON

Registered office: One International Centre, Tower 2, 12th & 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone (West) Mumbai - 400013

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Franklin Templeton Mutual Fund

Cordially invites you for a program under it's **Investor Education and Awareness Initiative.**

Venue :
Delicious Food & Beverages (Yellow Chilli),
Opp Cosmos Mall, Siliguri-734001

Date: 25th February 2023
Time: 7.00 p.m.

Contact Person: Ajit Kumar Gupta (8388818301)

Due to limited seats, entry will be provided to registered attendees only. Please call on the above number to register by tomorrow.

All Covid protocols will be followed.

We look forward to your participation.

FRANKLIN TEMPLETON

Registered office: One International Centre, Tower 2, 12th & 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone (West) Mumbai - 400013

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

হাওড়া পৌর নিগম

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ ৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
টেলি ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০, দেখুন-www.myhmc.in
সাফাই বিভাগ

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য

এ. ই. (সাফাই), এইচ.এম.সি. আহ্বান করছেন টেন্ডার নিম্নে উল্লেখিত অনুসারে, আগ্রহী ঠিকাদারদের জমা করতে হবে দরপত্রের সঙ্গে প্যান কার্ড, আপ টু ডেট জিএসটি, ট্রেড লাইসেন্স, পিটিসিসি, আইটিসিসি ও শংসাপত্র।

ক্র নং.	কাজের নাম	টেন্ডার নং. তারিখ
০১	রাস্তায় উদ্যান নির্মান ৩৫৪, জিটি রোড (দক্ষিণ) অধীন ওয়ার্ড নং. -৪০, এইচএমসি।	নং.২২০১/কনস. /২২-২৩
০২	নিকাশী নবীকরণ ওয়ার্ড নং. ১৮ এবং ৩৪ অধীন এইচএমসি।	তারিখ -২০/০২/২০২৩

দরপত্র জমা বন্ধের তারিখ (অনলাইন) ঃ ০৪.০৩.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
দয়াকরে দেখুন ঃ https://wbtenders.gov.in

৩৪২(১) / ২২-২৩ ২২.০২.২০২৩

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
টেলি ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০, দেখুন-www.hmcgov.in

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য

নং. ঃ ডব্লুবি-৪৩/ টিএন/ ইডি / ইওবি/ ২০২২-২০২৩ তারিখ ঃ ২১.০২.২০২৩

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি দরপত্র আহ্বান করছেন ১ (এক)টি সিভিল কাজের জন্য এইচএমসি অফিস এলাকায়। আগ্রহী ঠিকাদারদের দরপত্রের সাথে জমা করতে হবে প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদার লাইসেন্স, সুপারভাইজার শংসাপত্র ও আপ টু ডেট জিএসটি শংসাপত্র ও রিটার্ন (চলতি ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি ও শংসাপত্র।
দরপত্র জমা (অনলাইন) শুরুর তারিখ ঃ ২১.০২.২০২৩ বিকাল ৬.০০ ঘটিকা থেকে।
দরপত্র জমা (অনলাইন) বন্ধের তারিখ ঃ ০৬.০৩.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
দয়াকরে দেখুন ঃ https://wbtenders.gov.in

৩৪০(২) /২২-২৩ ২২.০২.২০২৩

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

OFFICE OF THE SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT
ELIPUR , HARIPAL , HOOGHLY , PIN – 712706
NOTICE INVITING E-TENDER
MEMO NO: 33/SEGP/2023 Date.- 20/02/2023

On behalf of Prodhan Sripatipur Elipur Gram Panchayat Office On line E-tender Invited from bonafide, resourceful, reputed and experience contractor in similar nature of work. The work(s) mentioned below: Sl. No. (1) Construction of CC Drain from National Club to Qabristan at sansad XII Haripal Dev Block, Source of Fund: 15th F.C Tied Fund, Tender Amount: 3,08,375.00 Period of completion: within 30 days work order. (2) INSTALLATION OF SUB MARSHABLE PUMP FOR DRINKING AT JAGATPUR ICDS, Source of Fund: 15th F.C Tied Fund, Tender Amount: 1,39,598.00, Period of completion: within 30 days work order. Date of Publishing: **27/02/2023 at 5:00 PM.** Date of Sale of Tender Form: **21/02/2023, 10:30 am to 25/02/2023 2:00pm** (EXCEPT HOLIDAY). Date of dropping of Sealed Tender Form **27/02/2023 (up to 2 pm).** Date of Opening of Tender After **02/03/2023 at 1:00 pm.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT

OFFICE OF THE SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT
ELIPUR , HARIPAL , HOOGHLY , PIN – 712706
NOTICE INVITING E-TENDER
MEMO NO: 32/SEGP/2023 Date.- 20/02/2023

On behalf of Prodhan Sripatipur Elipur Gram Panchayat Office On line E-tender Invited from bonafide, resourceful, reputed and experience contractor in similar nature of work. The work(s) mentioned below: Sl. No. (1) Installation of HiMax Light at GP Office. Source of Fund: PBG. Tender Amount: 2,56,048.00.. Date of Publishing: **27/02/2023 at 5:00 PM.** Date of Sale of Tender Form: **21/02/2023, 10:30 am to 25/02/2023 2:00pm** (EXCEPT HOLIDAY). Date of dropping of Sealed Tender Form **27/02/2023 (up to 2 pm).** Date of Opening of Tender After **02/03/2023 at 1:00 pm.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT

জেলা পরিষদে ৩০২ কোটির বাজেট

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে ৩০২ কোটি টাকার বাজেট পেশ হলো। বুধবার দুপুরে মালদা জেলা পরিষদের কনফারেন্স হলে এই বাজেট বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। যদিও শাসকদলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের এই বাজেট বৈঠকে বিজেপির বিধায়ক ছাড়া সেই দলের অধিকাংশ নির্বাচিত সদস্যরা হাজির হন নি বলে অভিযোগ। এনিয়েই বিজেপির জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের অনুপস্থিতির বিষয়টি নিয়েই ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। এদিনের বাজেট বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন জেলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক তথা অতিরিক্ত জেলাশাসক জামিল ফাতেমা জেবা, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন, সহকারি সভাধিপতি চন্দনা সরকার সহ প্রশাসনের কর্তারা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের তৃণমূল দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, কর্মাধ্যক্ষ এবং বিধায়কেরাও। এদিনের বাজেট বৈঠকে রাস্তাশ্রী প্রকল্পে বেশি করে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। জেলা পরিষদের বাজেট বৈঠকে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৩০২ কোটি টাকা বাজেট খাতে পেশ করা হয়েছে। যদিও গতবছরের থেকে এবছর বাজেটে কিছুটা অর্থের পরিমাণ কম রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে গত বছর অর্থাৎ ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেটের টাকার অঙ্ক কাছে-পিঠে রয়েছে বলে জানিয়েছেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন। এদিকে বিজেপির নির্বাচিত জেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধির পক্ষ থেকে হবিবপুরের দলীয় বিধায়ক জুয়েল মুর্মু জানিয়েছেন, বিজেপির এলাকা গুলিতে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে না। ফলে অনেকেই অভিমান বশতঃ এদিন বাজেট বৈঠকে উপস্থিত হন নি। মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন বলেন, বিজেপির বিধায়কের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমরা সব থেকে বেশি পুরাতন মালদা, হবিবপুর, গাজোল, বামনগোলা যেখানে বিজেপির জনপ্রতিনিধি রয়েছেন, বিধায়ক রয়েছেন সেখানেই উন্নয়নের কাজে জোর দিয়েছি। আসলে নিজেদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে বলেই এমন কথা বলছেন। মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন আরও বলেন, গত বছর ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ৩৬৯ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছিল। এখন পর্যন্ত ১৯০ কোটি টাকা আমরা পেয়েছি। যদিও মার্চ মাস বাকি আছে। আশা করি তার আগেই বাকি অর্থ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বরাদ্দ হবে। তবে সেন্ট্রালের কিছু স্কিমের কাজের টাকা এখনও মেলেনি। এদিন ৩০২ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে। যাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য রাস্তার ওপর উন্নয়নমূলক কাজে বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে।

ABRIDGED TENDER NOTICE

NIT.NO. WB/EO/HALDIA/154/22-23/Rashtashree
Memo No. 122/Tender/Haldia/2023 Dated- 22/02/2023

the Block Dev. Officer, Haldia Dev. Block & Executive Officer, Haldia Panchayat Samity invites tender from qualified bidders for **Construction of 3 (Three) nos cement concrete road under Rashtashree programme** within Haldia Dev.Block & Haldia Panchayat Samity, details may be accessed and dully responded through http://www.wbtenders.gov.in from 22th February , 2023 (Wednesday) at 11.30 hours to 28th February 2023 (Tuesday) 17.00 Hours.

Sd/- Block Development Officer, Haldia Dev.Block & Sd/- Executive Officer, Haldia Panchayat Samiti

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. প্রয়াগরাজ-সিগ-২১৯-২০২২-২৩
ই-টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনিয়র ডিভিশনাল সিগনাল ও টেলিকমিউনিকেশান ইঞ্জিনিয়ার/ কোঅর্ডিনেশান/ উত্তর মধ্য রেলওয়ে/ প্রয়াগরাজ, আহ্বান করছেন **ই-টেন্ডার** প্রস্তাবিত ফর্মে উল্লেখিত কাজগুলির জন্য **১২.০০ ঘটিকা** পর্যন্ত। **টেন্ডারের বিস্তারিত তথ্য নিম্নোক্ত ঃ-**

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	কাজের নাম	আনুমানিক মূল্য কাজের (₹)	বায়না জমা (₹)
১.	প্রয়াগরাজ-সিগ-২১৯-২০২২-২৩	সেকশান ভিত্তিক টেলিকম রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি সিনি. ডিএসটিই/ কানপুর সেকশানে।	৪৯৪৬৩৪৩.৬০/-	৯৮৯০০/-

সম্পাদনের মেয়াদ ঃ ১২ মাস।
টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ১৫.০৩.২০২৩।
২. টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে ঃ টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে **www.ireps.gov.in** থেকে।
৩. টেন্ডার খোলার তারিখ, সময় ও স্থান ঃ টেন্ডার খোলা যাবে ই-টেন্ডার মাধ্যমে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, প্রয়াগরাজ অফিসে নিশ্চিত করা তারিখে বেলা **১২.৩০ ঘটিকায়।**

284/23(K)

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
"Notice Inviting e-Tender No.-" WBMAD/UM/603/MPLAD/e-Tender/2022-23, Dated: 21.02.2023

(Installation of high mast lighting tower in Ward no 15 under Uluberia Municipality). Details are available in the **www.wbtender.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

কাটিহার ডিভিশনে ক্যাটারিংয়ের জন্য ই-নিলাম (জিএমইউ ও এসএমইউ)

কাটিহার ডিভিশনে ক্যাটারিংয়ের (জেনারেল মাইনর ইউনিট এবং স্পেশাল মাইনর ইউনিট) জন্য ই-নিলাম আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সি-ডিএইচআর-এসএডি-এসএন-০২। **একক দরঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সমস্ত লট)ঃ** ০৬-০৩-২০২৩ তারিখ সকাল ১০টা।

ক্র নং.	লট নং./ শ্রেণী	বর্ণনা
এএ/১	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-জিএমইউ-২৫-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট)	সোনালা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ জিএমইউ ক্যাটারিং স্টল নম্বর ১২-এর বরাদ্দ।
এএ/২	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-জিএমইউ-২১-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট)	সোনালা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ জিএমইউ ক্যাটারিং স্টল নম্বর ৮-এর বরাদ্দ।
এএ/৩	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-জিএমইউ-১৯-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট)	সোনালা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ জিএমইউ ক্যাটারিং স্টল নম্বর ৬-এর বরাদ্দ।
এএ/৪	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-জিএমইউ-১৭-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট)	সোনালা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ জিএমইউ ক্যাটারিং স্টল নম্বর ৪-এর বরাদ্দ।
এএ/৫	সিএটিজি-কেআইআর-এসএন-জিএমইউ-১-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট)	সুকনা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ একটি ক্যাটারিং স্টল নম্বর ০৩ (জিএমইউ)-এর বরাদ্দ।
এএ/৬	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-জিএমইউ-২৩-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট)	সোনালা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ জিএমইউ ক্যাটারিং স্টল নম্বর ১০-এর বরাদ্দ।
এএ/৭	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-জিএমইউ-১৫-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট)	সোনালা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ জিএমইউ ক্যাটারিং স্টল নম্বর ২-এর বরাদ্দ।
এএ/৮	সিএটিজি-কেআইআর-এসএন-জিএমইউ-৮-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট)	সুকনা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ একটি ক্যাটারিং স্টল নম্বর ৬ (জিএমইউ)-এর বরাদ্দ।
এবি/১	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-এসএমইউ-২৬-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	সোনালা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ এসএমইউ ক্যাটারিং স্টল নম্বর ১৩-এর বরাদ্দ।
এবি/২	সিএটিজি-কেআইআর-এসএন-এসএমইউ-৪-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	সুকনা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ একটি ক্যাটারিং স্টল নম্বর ৪ (এসএমইউ)-এর বরাদ্দ।
এবি/৩	সিএটিজি-কেআইআর-এসএন-এসএমইউ-৭-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	সুকনা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ একটি ক্যাটারিং স্টল নম্বর ৫ (এসএমইউ)-এর বরাদ্দ।
এবি/৪	সিএটিজি-কেআইআর-এসএন-এসএমইউ-৩-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	সুকনা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ একটি ক্যাটারিং স্টল নম্বর ২ (এসএমইউ)-এর বরাদ্দ।
এবি/৫	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-এসএমইউ-১৮-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	সোনালা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ এসএমইউ ক্যাটারিং স্টল নম্বর ৫-এর বরাদ্দ।
এবি/৬	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-এসএমইউ-২৪-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	সোনালা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ এসএমইউ ক্যাটারিং স্টল নম্বর ১১-এর বরাদ্দ।
এবি/৭	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-এসএমইউ-২০-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	সোনালা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ ৭ নং এসএমইউ ক্যাটারিং স্টল-এর বরাদ্দ।
এবি/৮	সিএটিজি-কেআইআর-এসএন-এসএমইউ-২-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	সুকনা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ একটি ক্যাটারিং স্টল নম্বর ১ (এসএমইউ)-এর বরাদ্দ।
এবি/৯	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-এসএমইউ-১৬-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	সোনালা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ এসএমইউ ক্যাটারিং স্টল নম্বর ৩-এর বরাদ্দ।
এবি/১০	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-এসএমইউ-২২-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	সোনালা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ ৯ নং এসএমইউ ক্যাটারিং স্টল-এর বরাদ্দ।

বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ ০৬-০৩-২০২৩ তারিখ দুপুর ১.২০ মিনিট। প্রাথমিক ক্লোজিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। আইআরইপিএস-এর ই-নিলাম মডিউলে লটভিত্তিক বন্ধের সময় দেখা যেতে পারে। **টীকাঃ** সম্ভাব্য দরদাতাকে আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহকের সেবায়

চলুন বেড়িয়ে আসি

ছুটি কাটিয়ে আসুন এমনই আশ্চর্য জিনিসে ভরা জগৎ শেঠের প্রাসাদে

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন জায়গায় জড়িয়ে রয়েছে নানা ইতিহাস। নবাবি মুর্শিদাবাদ যাঁর কাছে হার মানত তিনি জগৎ শেঠ। তাঁর সম্পদের কোনও হিসাব ছিল না। যিনি ব্রিটিশদেরও টাকা ধার দিতেন। শোনা যায় তিনিই পলাশি যুদ্ধে অর্থ সাহায্য করে ছিলেন। এখন টিকিট কেটে দেখতে হয় সেই প্রাসাদ। কলকাতার কাছেই একদিনের ছুটিতে বেড়িয়ে আসুন। দেখবেন ভালো লাগবে। বাংলার শ্রেষ্ঠ ধনীদের তালিকায় যাঁর নাম সবার আগে আসে তিনিই জগৎ শেষ। তাঁকে নিয়ে প্রবাদও আছে অনেক। জগৎ শেঠরা আসলে ছিলেন রাজস্থানের বাসিন্দা। তাঁর জৈন ছিলেন। পরে বাংলায় এসে বৈষ্ণব ধর্ম নিয়েছিলেন। বাংলার তৎকালীন রাজধানী মুর্শিদাবাদ ছিল তাঁদের বাসস্থান। শোনা যায় জগৎ শেঠের পূর্বপূরষ হীরানন্দ ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। তিনি এক মরণাপন্ন বৃদ্ধের সেবা করেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে গুপ্তধনের হদিশ পেয়েছিলেন সেই গুপ্তধনের দৌলতেই বিপুল ধনী হয়ে ওঠে তাঁর পরিবার। হীরানন্দের কনিষ্ঠপুত্র ছিলেন জগৎ শেঠের বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

জগৎ শেঠ আসলে কোনও নাম নয়, উপাধি। সেটি পেয়েছিলেন তাঁর বংশের প্রতিষ্ঠাতা হীরানন্দের ছেলে মানিক চাঁদ। মূলত তেজারতির ব্যবসা ছিল তাঁর। মুর্শিদ কুলি খাঁর কাছ থেকে জমি কিনে মুর্শিদাবাদে গঙ্গার পাড়ে এই প্রাসাদটি তৈরি করেছিলেন তিনি। মানিক চাঁদের পুত্র ছিল না তিনি ভাগ্নে ফতেচাঁদকে দত্তক নিয়েছিলেন। তিনিই পরে জগৎ শেঠ নামে প্রসিদ্ধ হন। জগৎ শেঠদের গদিতে নাকি সবসময় ১০ কোটি টাকা মজুত থাকত। এতটাই সম্পত্তি ছিল তাঁদের। এই জগৎ শেঠরাই একসময় বাংলার বাজার নিয়ন্ত্রণ করতেন।

মুর্শিদাবাদে রয়েছে সেই জগৎ শেঠের প্রাসাদ। সেখানে এখন মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। টিকিট কেটে দেখা যায় সেই জগৎ শেঠের বাড়িতে। তিনি যে বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন সেটা এখনও এই প্রাসাদে এলেই পৌঁছে যাওয়া যায়। এই প্রাসাদে একাধিক বহুমূল্য জিনিস এখনও রয়েছে। রয়েছে গুপ্তঘর। যেখানে নিজের ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখতেন জগৎ শেঠ। এই মিউজিয়ামেই রয়েছে এমন একটি আয়না যাতে নিজের মুখ দেখা যায় না।

জগৎ শেঠের প্রাসাদ দেখতে হলে শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে বা বাসে পৌঁছে যেতে হবে মুর্শিদাবাদ। বহরমপুরে রয়েছে জগৎ শেঠের সেই প্রাসাদ। একেবারে গঙ্গার পাড়ে। ছুটির দিন ছাড়া প্রায় সবদিনই খোলা থাকে প্রাসাদটি। অনায়াসেই সেখানে আসা যায়। থাকার জায়গাও রয়েছে। গাড়িতেও করে আসা যায় এখানে। শুধু জগৎ শেঠের বাড়ি নয়। মুর্শিদবাদে অনেক ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে দেখার মতো। হাজারদুয়ারি সহ নানান জায়গা। তবে একদিনে তা দেখা যাবে না। তাই ছুটিতে এখানে ঘুরে যেতে পারেন।

গড়চুমুকে তৈরি হবে ডলফিন প্রজনন কেন্দ্র, পর্যটক টানতে নয়া ভাবনা রাজ্যের

কলকাতার কাছেপিঠে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবলে প্রথমেই মনে পড়ে গড়চুমুকের কথা। হাওড়া জেলা পরিষদ পরিচালিত এই পর্যটনকেন্দ্রকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। এবার তার পাশেই তৈরি হতে চলেছে ডলফিন প্রজনন কেন্দ্র। ভাবনাচিন্তার কথা জানান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তিনি বলেন, গড়চুমুকের পাশেই গড়ে উঠবে ডলফিন প্রজনন কেন্দ্র। গঙ্গার পাশে বসে ডলফিন দেখতে পাবেন পর্যটকরা। এছাড়া গড়চুমুকের 'মিনি জু'কেও আরও বড় করে তোলার কথা ভাবা হচ্ছে। বর্তমানে সেখানে রয়েছে হরিণ,

নীলগাই, এমু, ম্যাকাও, অজগর। ভবিষ্যতে এখানে আরও নানা ধরনের প্রাণী গড়চুমুকে আনার ভাবনাচিন্তা চলছে। তার ফলে গড়চুমুকের প্রতি সাধারণ মানুষের যে আকর্ষণ আরও বাড়বে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। গড়চুমুককে ঢেলে সাজাতে প্রায় ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। মন্ত্রীর দাবি করছেন, আগামী মাসদুয়েকের মধ্যে আধুনিক রূপে সাজিয়ে তেলার চেষ্টা করা হবে গড়চুমুককে। রাজাভাতখাওয়ার শকুন প্রজনন কেন্দ্রের উন্নতিতেও আরও নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি। সবমিলিয়ে রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে ঢেলে সাজাতে যে যথেষ্ট তৎপর রাজ্য সরকার। তাই পর্য'টকদের ভীড় এখানে বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছ।

ভারত গৌরব ট্রেনে চড়ে বৈশাখীতে গুরু কৃপা যাত্রার মাধ্যমে বিখ্যাত শিখ ধর্মস্থানগুলি ভ্রমণের বিরাট সুযোগ

১১ দিন ১০ রাতের এই ভ্রমণ যাত্রা ৫ এপ্রিল, ২০২৩ লখনৌ থেকে শুরু হবে এবং শেষ হবে ১৫ ই এপ্রিল, ২০২৩

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ রেল মন্ত্রক ভারত গৌরব ট্যুরিস্ট ট্রেন চালনার মাধ্যমে ভারতের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরছে। রেলওয়ে বিভিন্ন বিখ্যাত সার্কিটে এই ট্রেনগুলি চালিয়ে এই দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সকলের সামনে তুলে ধরছে। শিখধর্মে বিশ্বাসীদের জন্য আগামী এপ্রিল মাসে ভারতীয় রেল ভারত গৌরব ট্যুরিস্ট ট্রেনের মাধ্যমে গুরু কৃপা যাত্রার সূচনা করতে চলেছে। উত্তর ভারতে এপ্রিল মাসে বৈশাখী উৎসব পালিত হয়। সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে ভারতীয় রেল এই ট্যুর প্যাকেজ চূড়ান্ত করেছে। এই ট্যুর প্যাকেজে দেশের বিভিন্ন পবিত্র শিখ ধর্মীয়স্থানগুলি ভ্রমণ করা যাবে। ভারতীয় রেল এই ১১ দিন ১০ রাতের ভ্রমণ যাত্রা আগামী ৫ই এপ্রিল, ২০২৩ লখনৌ থেকে শুরু করবে এবং এটি শেষ হবে আগামী ১৫ই এপ্রিল ২০২৩। এই পবিত্র তীর্থযাত্রায় তীর্থযাত্রীরা শিখধর্মের ৫ টি পবিত্র তখ্ত সহ অন্যান্য শিখ ধর্মীয় স্থান ভ্রমণ করতে পারবেন। এই তীর্থযাত্রায় আনন্দপুর সাহেবে বিরাসাত-এ- খালসা এবং শ্রী কেশগড় সাহেব গুরুদ্বারা, কিরাতপুর সাহেবে শ্রী পাতালপুরী সাহেব গুরুদ্বারা, সিরহিন্দে শ্রী ফতেহগড় সাহেব গুরুদ্বারা , অমৃতসরে শ্রী অকাল তখ্ত সাহেব এবং শ্রী হরমন্দির সাহেব, ভাতিন্দায় শ্রী দমদমা সাহেব, নানদেদ এ তখ্ত সাচ্খন্ড শ্রী হুজুর সাহেব, বিদার এ শ্রী গুরু নানক ঝিরা সাহেব গুরুদ্বারা এবং পাটনায় শ্রী হারমান্দারজি সাহেব গুরুদ্বারা ভ্রমণ করতে পারবেন তীর্থযাত্রীরা। আই আর সি টি সি পরিচালিত এই ট্রেনে ৯ টি স্লিপার ক্লাস কোচ, একটি এসি ৩ টিয়ার , একটি এসি ২ টিয়ার কোচ থাকবে। স্ট্যান্ডার্ড, সুপিরিয়র এবং কমফোর্ট এই তিনটি বিভাগে ট্যুর প্যাকেজ দেবে আই আর সি টি সি। এই বিশেষ ট্রেনে ৬৭৮ জন তীর্থযাত্রী ভ্রমণ করতে পারবেন (যার বেশির ভাগই স্বল্প মূল্যের স্ট্যান্ডার্ড বিভাগভুক্ত হবেন)। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ ভাবে নির্মিত কোচে এই ভ্রমণ করানো হবে। তীর্থযাত্রীদের আহার, ভালো মানের হোটেলে থাকার এবং সড়ক পথে দর্শনীয় স্থানগুলি দেখানোর ব্যবস্থা থাকবে। ট্যুর এসকর্ট, ভ্রমণ বীমা, ট্রেনে সুরক্ষা এবং হাউসকিপিং পরিষেবাও দেওয়া হবে। তীর্থযাত্রা চলাকালীন গুরুত্বপূর্ণ গুরুদ্বারা গুলিতে এবং যাত্রাপথে তীর্থযাত্রীরা লঙ্গরে অংশ নিতে পারবেন। ট্রেনে সর্বাধিক সংখ্যক যাত্রী পরিবহনের লক্ষ্যে এই তীর্থযাত্রার মূল্য আকর্ষণীয় রাখা হয়েছে। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী পথে শিখ ধর্মাবলম্বীদের জন্য এক ধর্মীয় তীর্থযাত্রার আয়োজন করতে চলেছে ভারতীয় রেলওয়ে।

ভারত গৌরব ট্যুরিস্ট ট্রেনে গুরু কৃপা যাত্রার বৈশিষ্টাসমূহ যাত্রার মেয়াদ (

লখনৌ থেকে) ১০ রাত্রি ১১ দিন। যাত্রার তারিখ ৫৪২০২৩-১৫৪২০২৩ যাত্রার সূচী লখনৌ- শ্রী কেশগড় সাহেব (আনন্দপুর)- শ্রী কিরাতপুর সাহেব - শ্রী অকাল তখ্ত (অমৃতসর)-শ্রী দমদমা সাহেব (ভাটিন্ডা) শ্রী হজুর সাহেব (নানদেদ)-শ্রী গুরু নানক ঝিরা সাহেব (বিদার)শ্রী হারমন্দিরজি সাহেব (পাটনা)-লখনৌ ট্রেনে ওঠা নামার স্থান- লখনৌ, সীতাপুর, পিলিভিট এবং বরেলি-যে যে স্থান গুলি ভ্রমণ করা যাবে-আনন্দপুর সাহেব বিরাসাত-এ-খালসা এবং শ্রী কেশগড় সাহেব গুরুদ্বারা- কিরাতপুর সাহেব- শ্রী পাতালপুরী সাহেব গুরুদ্বারা -সিরহিন্দ- শ্রী ফতেগড় সাহেব গুরুদ্বারা-অমৃতসর- শ্রী অকাল তখ্ত এবং স্বর্ণ মন্দির - ভাতিন্দা- শ্রী দমদমা সাহেব, নানদেদ- তখ্ত সাচ্খন্ড শ্রী হুজুর সাহেব ,বিদার- শ্রী গুরু নানক ঝিরা সাহেব গুরুদ্বারা-পাটনা- শ্রী হারমন্দিরজি সাহেব গুরুদ্বারা-জন প্রতি ভ্রমণ মূল্য (টাকায়) বিভাগ শ্রেণী সিঙ্গল ডাবল ট্রিপল শিশু (৫ থেকে ১১ বছর) কমফোর্ট এসি ২ টিয়ার ৪৮২৭৫- ৩৯৯৯৯- ৩৭৭৮০- সুপিরিয়র এসি ৩ টিয়ার৩৬১৯৬- ২৯৯৯৯- ২৮৩২৭- স্ট্যান্ডার্ড স্লিপার ২৪১২৭-১৯৯৯৯- ১৮৮৮২-বিস্তারিত ভ্রমণসূচী- দিন গন্তব্য আনুমানিক আগমন প্রস্থান বিস্তারিত প্রথম দিন লখনৌ (৫৪২০২৩) ১৭,৩০ মিনিটে ট্রেনে প্রস্থান নৈশভোজ এবং সারারাতব্যাপী যাত্রা।সীতাপুর- ১৮৩০১৮৩৫ তীর্থযাত্রীদের ওঠার জন্য যাত্রাবিরতি পিলিভিট ২০০০ ২০০৫ তীর্থযাত্রীদের ওঠার জন্য যাত্রাবিরতি বরেলি ২১০৫ ২১১০ তীর্থযাত্রীদের ওঠার জন্য যাত্রাবিরতি। দ্বিতীয় দিন আনন্দপুর সাহেব (৬৪২০২৩) ১০০০ ট্রেনে প্রাতঃরাশ।১০০০ ঘ আনন্দপুর সাহেব স্টেশনে আগমন থাকার জায়গায় স্থানান্তর সারাদিন ধরে শ্রী কেশগড় সাহেব এবং আনন্দপুর সাহেবের অন্যান্য গুরুদ্বারা ভ্রমণ ও প্রার্থনা মধ্যাহ্নভোজ ও নৈশভোজ আনন্দপুর সাহেবে রাত্রিযাপন তৃতীয় দিন (সিরহিন্দ) শ্রী কিরাতপুর সাহেব এবং শ্রী ফতেহগড় সাহেব (৭৪২০২৩) আনন্দপুর সাহেব থেকে প্রস্থান ১২.৩০ ঘ। সিরহিন্দ আগমন ১৪.৩০ ঘ প্রস্থান ২১.০০ ঘ। প্রাতঃরাশের পর শ্রী কিরাতপুর সাহেব গুরুদ্বারা পরিদর্শন১২৩০ ঘ ট্রেনে চড়ে সিরহিন্দের উদ্দেশে যাত্রা ট্রেনেই মধ্যাহ্নভোজ, ১৪৩০ ঘ সিরহিন্দ আগমন এবং শ্রী ফতেহগড় সাহেব গুরুদ্বারা পরিদর্শন সিরহিন্দে ফিরে আসা এবং ২০,০০ ঘ ট্রেনে চড়া ২১০০ ঘ অমৃতসরের উদ্দেশে যাত্রা ট্রেনেই নৈশভোজ এবং সারারাতব্যাপী যাত্রা চতুর্থ দিন।অমৃতসর (৮৪২০২৩) ০৭০০২১০০ ট্রেনে প্রাতঃ রাশ ০৭০০ ঘ অমৃতসর রেল স্টেশনে আগমন থাকার জায়গায় স্থানান্তর সারাদিন ধরে গুরুদ্বারা ভ্রমণ ও প্রার্থনা মধ্যাহ্নভোজ অমৃতসর রেল স্টেশনে ফিরে আসা এবং ২০০০ ঘ ট্রেনে চড়া ২১০০ ঘ ভাতিন্দার উদ্দেশে যাত্রা ট্রেনেই নৈশভোজ এবং সারারাতব্যাপী ট্রেন যাত্রা পঞ্চম দিন ভাতিন্ডা (৯৪২০২৩)০৫০০ ১৪৩০ ০৫০০ ঘ ভাতিন্ডা আগমন বাসে চড়ে দমদমা সাহেব গুরুদ্বারার উদ্দেশে যাত্রা প্রাতঃরাশ গ্রহণের পর দমদমা সাহেব গুরুদ্বারা পরিদর্শন ও প্রার্থনা ভাতিন্ডা রেল স্টেশনে ফিরে আসা এবং ১৪০০ ঘ ট্রেনে চড়া ট্রেনে মধ্যাহ্নভোজ এবং ১৪৩০ ঘ নানদেদে হুজুর সাহেবের উদ্দেশে যাত্রা ট্রেনেই নৈশভোজ এবং সারারাতব্যাপী ট্রেন যাত্রা ষষ্ঠ দিন হুজুর সাহেব নানদেদ (১০৪২০২৩) ২০০০ ট্রেনেই প্রাতঃরাশ , মধ্যাহ্নভোজ ও নৈশভোজ সারাদিনব্যাপী যাত্রা ২০০০ ঘ হুজুর সাহেব নানদেদ স্টেশনে আগমন থাকার জায়গায় স্থানান্তর নানদেদে রাত্রিবাসসপ্তম দিন হুজুর সাহেব নানদেদ (১১৪২০২৩) ২২০০ প্রাতঃরাশের পর সারাদিন ধরে গুরুদ্বারা পরিদর্শন এবং প্রার্থনা মধ্যাহ্নভোজ ও নৈশভোজ নানদেদ রেল স্টেশনে ফিরে আসা এবং ২১৩০ ঘ ট্রেনে চড়া ২২০০ ঘ বিদারের উদ্দেশে যাত্রা সারারাতব্যাপী ট্রেন যাত্রা অষ্টম দিন রু নানক ঝিরা সাহেব (বিদার) (১২৪২০২৩) ০৫০০ ১৪৩০, ০৫০০ ঘ বিদার রেল স্টেশনে আগমন থাকার জায়গায় স্থানান্তর-পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে প্রাতঃরাশ গুরু নানক ঝিরা সাহেব গুরুদ্বারা পরিদর্শন ও প্রার্থনা ইত্যাদি বিদার রেল স্টেশনে ফিরে আসা এবং ১৪০০ ঘ ট্রেনে চড়া ট্রেনেই মধ্যাহ্নভোজ ১৪৩০ ঘ পাটনার উদ্দেশে যাত্রা ট্রেনেই নৈশভোজ এবং সারারাতব্যাপী ট্রেন যাত্রা নবম দিন ট্রেন যাত্রা (১৩৪২০২৩) ট্রেনেই প্রাতঃরাশ , মধ্যাহ্নভোজ ও নৈশভোজ সারাদিন সারারাতব্যাপী ট্রেন যাত্রা দশম দিন পাটনা পাটনা সাহেব (১৪৪২০২৩)০৭০০ ২২০০ ট্রেনেই প্রাতঃরাশ ০৭০০ ঘ পাটনা রেল স্টেশনে আগমন থাকার জায়গায় স্থানান্তর সারাদিন ধরে গুরুদ্বারা পরিদর্শন ও প্রার্থনা মধ্যাহ্নভোজ পাটনা রেল স্টেশনে ফিরে আসা এবং ২১০০ ঘ ট্রেনে চড়া ২২০০ ঘ লখনৌয়ের উদ্দেশে যাত্রা ট্রেনেই নৈশভোজ এবং সারারাতব্যাপী ট্রেন যাত্রাএকাদশ দিন। লখনৌ ০৮,০০ ০৮,০৫ তীর্থযাত্রীদের নেমে যাওয়ার জন্য যাত্রাবিরতি বরেলি ১২৩০ ১২৩৫ তীর্থযাত্রীদের নেমে যাওয়ার জন্য যাত্রাবিরতি পিলিভিট ১৩৫৫ ১৪০০ তীর্থযাত্রীদের নেমে যাওয়ার জন্য যাত্রাবিরতি সীতাপুর (১৫৪২০২৩)আগমন ১৭৩০ ঘ তীর্থযাত্রীদের নেমে যাওয়ার জন্য যাত্রাবিরতি সুখস্মৃতি নিয়ে তীর্থযাত্রার সমাপ্তি।

হাউসবোট'! সিকিম-দার্জিলিং যাওয়ার পথে রাত কাটানোর নতুন ঠিকানা

নির্জনে রাত কাটাতে সকলেই ভালোবাসেন। আর যদি সেটা হয় পাহাড়ের কাছাকাছি, জলের উপর তাহলে তো কথাই নেই। কি তাই না। সেই পরিবেশ উপভোগ করতে আসতে হবে উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং বা সিকিম যাওয়ার পথে একটা রাত যদি কাটে হাউসবোটে, তাও আবার নামমাত্র খরচে, কেমন হয়। কল্পনা নয়, একেবারে বাস্তব কথা বলা হচ্ছে। হাউসবোর্ড বললেই আমরা কাশ্মীরের কথা বলে থাকি। শিলিগুড়ি শহর থেকে অদূরে মাত্র ১ হাজার টাকায় মিলছে 'হাউসবোটে' থাকার সুযোগ। একরাত কাটাতে পারেন এখানে।

সেই সঙ্গে পাবেন দু'বেলা অর্গানিক খাবার। শিলিগুড়ি শহরের অদূরে নকশালবাড়ি ব্লকে গড়ে উঠেছে জলের উপর ভাসমান হোম স্টে। নকশালবাড়ির এক বাসিন্দা ইন্টারনেটে দেখে জলের উপর হোম স্টে বানানোর পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। তারপর প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা খরচ করে তিনি বানিয়ে ফেলেছেন উত্তরবঙ্গের 'হাউসবোট'। সঙ্গে রয়েছে রেস্তরাঁও। সেখানে সব অর্গানিক খাবার পরিবেশন করেন তিনি। একরাত থাকা সঙ্গে নৈশভোজ ও প্রাতঃরাশের খরচ মোটে ১ হাজার টাকা। কি যাবেন তো। কোনও কিছু না ভেবে সোজা চলে আসুন আনন্দ করতে।

জানা গিয়েছে,ইন্টারনেটে প্রথমবার ভাসমান হোম স্টের ছবি দেখেছিলেন। তারপর থেকেই তাঁর মনে ইচ্ছে জাগে এমন একটা বাড়ি বানাবেন। নিজের কারিগরি বুদ্ধি ব্যবহার করে জলের ড্রাম দিয়ে তার উপরে প্ল্যাঙ্কিং বসিয়ে আস্ত একটা বাড়ি বানিয়ে ফেলেছেন। যা জলের উপর ভাসছে। আর তা দেখতেই দূর থেকে লোক আসছে সেখানে।

এমনই এক পর্যটক জানান, এখানে এলেই আমার মন শান্ত হয়ে যায়। প্রকৃতির মাঝখানে এমন বাড়ি দেখতে সবাই সকলে আসে। শহর এবং শহর লাগোয়া আর কোনও জায়গায় এমন দৃশ্য দেখতে পাবে না কেউ। তিনি যখন প্রথমবার এসেছিলেন তখনই জায়গাটি এতো ভাল লেগেছে যে বারবার তাঁর মন টানে। রিযা আরও বলেন এখানকার খাবার অত্যন্ত সুস্বাদু তাই বারবার চলে আসি। মন ভাল হয়ে যায় আমার। প্রথমবার ঘুরতে আসা একজন জানান,আমি তো পুরো অবাক এরকম দৃশ্য আগে কখনও দেখিনি। আমি বাকিদের বলব, যাঁরা এখনও দেখেনি তাঁরা একবার এখানে এসে এই ভাসমান বাড়িতে দেখে যেতে পার এবং থেকেও যেতে পার।

নাগাল্যান্ডে টাকার বান্ডিল সহ ধৃত দুই এনসিপি নেতা

কোহিমা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ নাগাল্যান্ডে ভোটারদের টাকা বিলির সময় হাতেনাতে টাকার বান্ডিল সহ ধৃত ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি)'র দুই নেতা। ঘটনা গতরাতে ওখা জেলায় সংঘটিত হয়েছে। আজ বুধবার রাজ্য পুলিশে সদর দফতরের জনৈক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিত বিধিবলে ১৪তম নাগাল্যান্ড বিধানসভা ভোটে অবৈধভাবে টাকা বা অন্য নিষিদ্ধ সামগ্রী বহনের ওপর নজর রাখতে গোটা রাজ্যে পুলিশ এবং এনফোর্সমেন্টের আধিকারিকরা টহল দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় গতকাল ওখা জেলার অধীন ৩৮ নম্বর ওখা আসনের অন্তর্গত এক এলাকায় জানবেমো হুমসো এবং জানবেনথুং তুঙ্গোকে ভোটারদের মধ্যে টাকা বিলির সময় হাতেনাতে ধরেছেন এনফোর্সমেন্টের আধিকারিকরা। উভয়ে এনসিপির স্থানীয় নেতা। তাঁদের হেফাজত থেকে ৫০০ এবং ১০০ টাকার বেশ কয়েকটি বান্ডিল এবং একটি ডায়েরি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ডায়রিতে লেখা রয়েছে টাকাপ্রাপকদের নাম। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে, জানান পুলিশ আধিকারিক।

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য মেট্রো বিশেষ পরিষেবা চালাবে

২২ ফেব্রুয়ারি ঃ এই বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য সুখবর!ব্লু লাইনে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার সময় শনিবার (অর্থাৎ ২৫.০২.২০২৩, ০৪.০৩.২০২৩, ১৮.০৩.২০২৩ এবং ২৫.০৩.২০২৩ তারিখে) অতিরিক্ত ৮টি পরিষেবা চালাতে চলেছে মেট্রো রেল। এই ৮টি বিশেষ পরিষেবাগুলি বিদ্যমান ২৩৪ শনিবার পরিষেবাগুলিতে যোগ করা হবে। এর মধ্যে, ৪ নম্বর বিশেষ পরিষেবাগুলি পরীক্ষা চলাকালীন ১০.০০ থেকে ১২.০০ ঘন্টার মধ্যে এবং ৪ নম্বর বিশেষ পরিষেবাগুলি ১৫.০০ থেকে ১৭.০০ ঘন্টার মধ্যে চালানো হবে। ব্লু লাইনে দিন। এটি পরীক্ষার্থীদের বাড়িতে থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতায়াত করতে এবং পরীক্ষার দিনে কোনো ঝামেলা ছাড়াই সহজে যেতে সাহায্য করবে। ৪টি বিশেষ পরিষেবা (১০,০০ ঘন্টা থেকে ১২,০০ ঘন্টার মধ্যে) ০৯,৫০ টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ১১,০৬ টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ ১০,০০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর১০,৫৫ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর ৪টি বিশেষ পরিষেবা (১৫,০০ ঘন্টা থেকে ১৭,০০ ঘন্টার মধ্যে) ১৫,০৪ টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ১৬,১৫ টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ ১৫,১০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর১৬,৩২ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো রেলওয়ে সমস্ত পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানায়!

আইজলে হেরোইন বাজেয়াপ্ত

আইজল, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ আইজলে ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যের হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছেন আসাম রাইফেলস-এর জওয়ানরা। এর সঙ্গে এক মহিলা এবং এক মায়ানমারের নাগরিককে আটক করা হয়েছে। ২৩ সেক্টর আসাম রাইফেলস এর আইজল ব্যাটালিয়ন মিজোরামের কুলিকাউন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৫ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের ৫১.৫০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে। এর সঙ্গে এক মিজো মহিলা এবং এক মায়ানমারের ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন আসাম রাইফেলস কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, এর আগে ২০ ফেব্রুয়ারি ২৩ সেক্টর আসাম রাইফেলস এর সের্চিপ ব্যাটালিয়ন মিজোরামের চামফাই জেলার রাউন্টলাং গ্রামে ২,৯০,২০,০০০ টাকা মূল্যের ৫৮০.৪ গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছিল।

রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর আয়োজিত ১৮তম ইউআইসি ওয়ার্ল্ড সিকিউরিটি কংগ্রেস শুরু

মালিগাঁও, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০২৩-এর ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে জয়পুরে শুরু হয়েছে ১৮তম ইউআইসি ওয়ার্ল্ড সিকিউরিটি কংগ্রেস। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব রেলওয়ে (ইউআইসি), প্যারিস এবং রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ)এর দ্বারা যৌথভাবে তিনদিনের এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স, ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর জেনারেল তথা ইউআইসিএর সিকিউরিটি প্ল্যাটফর্মের চেয়ারম্যান মি. সঞ্জয় চন্দার দ্বারা স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। স্বাগত ভাষণের সময় তিনি কংগ্রেসের গুরুত্ব এবং রেলওয়ে সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি রেসপন্সেস অ্যান্ড ভিজন ফর ফিউচার শীর্ষক থিমের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে উল্লেখ করেন। বিশ্ব সিকিউরিটি কংগ্রেস হলো বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত সিকিউরিটি প্ল্যাটফর্ম, যারা রেলওয়ে খণ্ডের বর্তমান নিরাপত্তাজনিত প্রত্যাহ্বান ও উদ্ভাবনীমূলক সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করতে রেলওয়ে সংস্থার সদস্য, ইউআইসিএর প্রতিনিধি, নীতি নির্ধারক, রাষ্ট্রীয় নীতির আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বরিষ্ঠ কর্মী এবং রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সকে একত্রিত করেছে। কেন্দ্রীয় রেলওয়ে, কমিউনিকেশন এবং ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র ও বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ রেলওয়ে নেটওয়ার্কের দেশে তাঁদের স্বাগতম জানান। তিনি বলেন যে ভবিষ্যতের জন্য একটি নিরাপদ ও অধিক সুরক্ষিত রেলওয়ে খণ্ড তৈরি করতে একত্রে কীভাবে কাজ করা যায় তা প্রদর্শনের চমৎকার সুযোগ হলো এই অনুষ্ঠান। রেলওয়ে বোর্ডের সিইও তথা চেয়ারম্যান শ্রী এ. কে. লাহোটি ভার্চুয়াল ভাষণে বলেন যে ভারতীয় রেলওয়ের পণ্যবাহী, যাত্রী ও সম্পদের নিরাপত্তা রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী ব্যতিক্রমীভাবে করেছে, যার মধ্যে ভারতীয় রেলওয়ের মতোই পুরোনো একটি উত্তরসূরী রয়েছে। নতুন অংশীদারিত্ব গঠনের জন্য ধারণা ও সর্বোত্তম অনুশীলনের বিনিময়ের জন্য ইউআইসি ওয়ার্ল্ড সিকিউরিটি কংগ্রেস কেমনভাবে একটি অমূল্য প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে তার উপর তিনি আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্য পেশ করেন নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ী শ্রী কৈলাশ সত্যার্থী, তিনি শিশুঅনুকূল নীতি বিকাশের জন্য প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানানোর পাশাপাশি উদ্যোগী সদস্যদের আরও দায়িত্বশীল ও উদ্ভাবনীমূলক অংশীদারিত্বে উন্মুক্ত হওয়ারও আহ্বান জানান। তিনি শিশু পাচারের মতো জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে আন্তঃসরকারি সংস্থাগুলিকে ব্যবসায়িক এজেন্ডার ঊর্ধ্বে উঠে একত্রিতভাবে লড়াই করার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে আরপিএফএর একটি বিশেষ ইউআইসি জার্নেলএর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়। আরপিএফএর এই বিশেষ সংস্করণে ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক পুলিশ ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলির নেতৃস্থানীয় পেশাদার, অসামরিক প্রশাসন ও উদ্যোগী বিশেষজ্ঞ হিসেবে কয়েক দশকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বরিষ্ঠ আধিকারিকদের প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউআইসি অথবা ইংটারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় প্যারিসে। এটি হলো রেল পরিবহণের গবেষণা, উন্নয়ন ও প্রচারের জন্য বিশ্বব্যাপী রেলওয়ে খণ্ডের প্রতিনিধিত্বকারী পেশাদার ব্যক্তিদের সংস্থা। ইউআইসিএর সিকিউরিটি প্ল্যাটফর্মকে বিশ্ব রেলওয়ে খণ্ড সম্পর্কিত ব্যক্তি, সম্পদ ও স্থাপনার নিরাপত্তার পক্ষে বিশ্লেষণ ও নীতিগত স্থিতিগুলি বিকাশ ও প্রণয়নের অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

সুভাগপুর-পাচপেদওয়া ব্রডগেজ সেকশনের বিদ্যুতায়ন সমাপ্ত

গোরখপুর, ২২ ফেব্রুয়ারী ঃ উত্তর পূর্ব রেলওয়ের সুভাগপুর-পাচপেদওয়া ব্রডগেজ সেকশনের বিদ্যুতায়ন সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে, ভারতের অগ্রগতির ১০০ শতাংশ বিদ্যুতায়ন মিশনের অধীনে উত্তর পূর্ব রেল সহ উত্তর প্রদেশে ১০০ শতাংশ ব্রডগেজ রেল নেটওয়ার্ক। রেলওয়ে বিদ্যুতায়িত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য রেলওয়ের প্রশংসা করেছেন। উত্তরপূর্ব রেলওয়ে ক্রমাগত শক্তি সাশ্রয়, পরিবেশ সুরক্ষা এবং রেলওয়ে বিভাগগুলির বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করছে। ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩-এ লক্ষ্ণৌ বিভাগের সুভাগপুর-পাচপেদওয়া অংশের বিদ্যুতায়নের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে, বর্তমানে লখনউ বিভাগে ৮২৮.৫৪ রুট কিলোমিটার, বারাণসী বিভাগে ১২৬২.২৮ রুট কিলোমিটার। এবং ইজ্জতনগর বিভাগে ৯৪০.৪১ রুট কি.মি. মোট ৩০৩১.২৩ রুট কিমি সহ। রেলওয়ে সেকশনে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। উত্তরপূর্ব রেলওয়ের সমস্ত অপারেশনাল ব্রডগেজ সেকশনের ১০০ বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

Name Change

I, Deepasaha (Old Name) d/o Narayan Chandra Saha residing at 43 Dakshindari road, Rishi Arobinda Colony Po- Sreebhumi North Twenty Four Parganas Kolkata-700048 WEST BENGAL, INDIA, I have changed my name(Shall henceforth be known as Dipa Das(New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/02/2023 DeepaSaha and Dipa Das both are same and one identical person.

Name Change

I,BHUDHAR CH MONDAL, BIDHAN MONDAL (Old Name) S/o-SAHADEB MONDAL residing at VILL- KHARGRAM, PO- KHARGRAM, MEMARI, PURBA BARDHAMAN- 713149 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as BHUDHAR MONDAL(New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/02/2023 BHUDHAR CH MONDAL, BIDHAN MONDAL and BHUDHAR MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I,NIPA ROY,(Old Name) W/O GIBAN KRISHNA ROY residing at VILL-BISWAKABI PARA, POSIMLA,SERAMPORE,HOOGHLY, 712203 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as NIPA RANI ROY(New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at KOLKATA on 21/02/2023 NIPA ROY and NIPA RANI ROY both are same and one identical person.

Name Change

I, ABID TAI (Old Name) S/o Hatim Tai residing at 275,BLOCK-B 2ND FLOOR, B.B Ganguly Street, Kolkata - 700012 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) MD ABID TAI (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 22/02/2023. ABID TAI and MD ABID TAIboth are same and one identical person.

Name Change

I,HIMADRI CHOWDHURY(Old Name) W/o SANKHA MUKHERJEEresiding at 6E, Dhakuria Station Road, PO-Dhakuria, PS-Lake, Kolkata-700031 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as)HIMATRI MUKHERJEE (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 22/02/2023.HIMADRI CHOWDHURYand HIMATRI MUKHERJEE both are same and one identical person.

Name Change

I,BANDANA MONDAL(old name) W/o SANJIB MONDAL residing at Vill-Tepul, PO-Khantura, PS-Swarupnagarh, Dist-24 Pgs(N), Pin-743273 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed myname (Shall Hence forth be known as) BANDHANA MONDAL(New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 22/02/2023.BANDANA MONDAL and BANDHANA MONDALall are same and one identical person.

Name Change

I,JULFAKKAR SK(old name) S/o JIYAD SEKH residing at Vill + PO-ChakEnayetnagar, PS-Bishnupur, Dist-South 24 Pgs, Pin-743503WEST BENGAL, INDIA.I have Changed myname (Shall Hence forth be known as) ZULFIKAR SEKH(New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 22/02/2023.JULFAKKAR SKand ZULFIKAR SEKHall are same and one identical person.

Name Change

I,SONA RANI GHOSH alias SANARANI GHOSH(old name) W/o GOURANGA CHANDRA GHOSH residing at 25/D, ROYPUR MANDAL PARA ROAD, NAKTALA, NETAJI NAGAR, Kolkata- 700047 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed myname (Shall Hence forth be known as) SONA GHOSH (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 22/02/2023.SONA RANI GHOSH, SANARANI GHOSHand SONA GHOSHall are same and one identical person.

Name Change

I,ARPANA MUKHERJEE(old name) W/o MADAN LAL MUKHERJEE residing atSoumya Apt. Fl-2B, 20C, Purbachal Canal South Road, Kolkata-700078WEST BENGAL, INDIA.I have Changed myname (Shall Hence forth be known as) DEBARATI MUKHERJEE(DOB-15-10-1980), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 22/02/2023.ARPANA MUKHERJEEandDEBARATIMUKHERJEEall are same and one identical person.

Name Change

I,SEKH MANIRUL ISLAM(old name) S/o SEKH NAZRUL ISLAM residing atVill-DakshinBaguan, PO-Chanserpur, PS-Tamluk, Purba Medinipur-721653WEST BENGAL, INDIA.I have Changed myname (Shall Hence forth be known as) MANIRUL ISLAM SEKH(DOB-29-04-1986), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 22/02/2023.SEKH MANIRUL ISLAMand MANIRUL ISLAM SEKHall are same and one identical person.

Name Change

I,KAMRUN NAHAR(old name) W/o MANIRUL ISLAM SEKH residing atVill-DakshinBaguan, PO-Chanserpur, PS-Tamluk, Purba Medinipur-721653 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed myname (Shall Hence forth be known as) MUNSI KAMRUN NAHAR(DOB-07-06-1993), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 22/02/2023.KAMRUN NAHARandMUNSI KAMRUN NAHARall are same and one identical person.

Name Change

I,TUMPA DHAR(old name) W/o KAUSHIK DEY residing at28/1, ViddhasagarSaroni, PS-Survey Park, Kolkata-700078WEST BENGAL, INDIA.I have Changed myname (Shall Hence forth be known as) TUMPA DAS DEY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 22/02/2023.TUMPA DHARand TUMPA DAS DEYall are same and one identical person.

Name Change

I,ANOWARA BIBI MONDAL(old name) W/o MORSHED ALI MONDAL residing atV-163/A, S.A. FAROOQUE ROAD, PO-BARTALA, PS-RAJABAGAN, PIN-700018WEST BENGAL, INDIA.I have Changed myname (Shall Hence forth be known as) HAZZIN ANOWARA BIBI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 22/02/2023.ANOWARA BIBI MONDALand HAZZIN ANOWARA BIBIall are same and one identical person.

Name Change

I,ZAKIR LASKAR(old name) S/o GOLAM AKBAR LASKAR residing atMADHA PANICHUR MAHESHTALA, PS-RABINDRA NAGAR, KOLKATA-700066WEST BENGAL, INDIA.I have Changed myname (Shall Hence forth be known as) ZAKIR HOSSAIN LASKAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 22/02/2023.ZAKIR LASKARandZAKIR HOSSAIN LASKARall are same and one identical person.

Name Change

I,MULLICK GEORGE YOUSUF(old name) S/o MD YOUSUF MULLICK residing atG-1, ADILAPARTMENT A, 182/1, ANDUL ROAD, AMTALA PHARI, PO-DANESH SHEIKH LANE, HOWRAH-711109WEST BENGAL, INDIA.I have Changed myname (Shall Hence forth be known as) GEORGE MULLICK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/02/2023.MULLICK GEORGE YOUSUFand GEORGE MULLICKall are same and one identical person.

দিদির সুরক্ষা কবচের প্রচারে জামালপুরে বিধায়ক সহ ব্লক নেতৃত্ব

সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে বুধবার 'অঞ্চলে একদিন' এর প্রচার করা হল জামালপুরের চকদীঘি অঞ্চলে। এই প্রচারে উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভূতনাথ মালিক, সহ সভাপতি দেবু হেমব্রম, ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিট্টু মল্লিক, অঞ্চল সভাপতি আজাদ রহমান, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ওয়াসিম সরকার, এস টি সেলের সভাপতি তারক টুডু সহ অন্যান্যরা। শুকপুরের পঞ্চমাতা মন্দিরে পূজো দিয়ে ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে এদিনের কর্মসূচি শুরু হয়। এরপরে বিধায়ক সহ ব্লক নেতৃত্ব চকদিঘি গার্লস হাই স্কুল পরিদর্শন করেন। সেখানে ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং স্কুল ঘুরে দেখেন। দুপুর বেলা মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে তারা পঞ্চায়েতে এলাকার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা সারতে চকদীঘী পঞ্চায়েতে পৌঁছান। সেখানে পঞ্চায়েত প্রধান গৌর সুন্দর মন্ডল এবং উপ প্রধান সহ সকল সদস্যের সাথে কথা বলেন। প্রধান বিভিন্ন সমস্যার কথা বিধায়ক এবং ব্লক নেতৃত্বের সামনে তুলে ধরেন। এরপর চকদিঘি স্কুল মাঠেই একটি জনসংযোগ সভা করেন। এরপর অঞ্চল পার্টি অফিসে গিয়ে কর্মীদের সাথে কথা বলেন রাতে এক কর্মীর বাড়িতে রাত্রি বাস করেন। বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিয়ে তারা মানুষের অভাব অভিযোগ শোনেন। এবং সেগুলো দ্রুত সমাধান করার ব্যবস্থা করেন। বিধায়ক সহ ব্লক নেতৃত্বকে কাছে পেয়ে স্বভাবতই খুশি চকদিঘী অঞ্চলের মানুষ।

ছয় ঘন্টার ব্যবধানে বাইক চুরির কিনারা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ গত মঙ্গলবার রাজগঞ্জের জিতু পাড়ার বাসিন্দা মোহাম্মদ আজগারের একটি বাইক চুরি যায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত ফুলবাড়ি সংলগ্ন জটিয়াকালি ক্যান্সার হসপিটাল এলাকা থেকে। তড়িঘড়ি শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ করেন তিনি। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে এনজেপি থানার পুলিশ। মাত্র ছয় ঘন্টার ব্যবধানে শিলিগুড়ি ভক্তিনগর পাইপলাইন থেকে উদ্ধার হয় সেই চুরি যাওয়া বাইক। গ্রেফতার করা হয় সুরজ সিং ওরফে তানা কে। ধৃতের বিরুদ্ধে এর আগেও বাইক চুরির একাধিক মামলা রয়েছে। বুধবার অভিযুক্তকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

শীতলা মন্দিরের উদ্বোধনে এসডিপিও

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ আজ মেমারি ১ ব্লকের অন্তর্গত বাগিলা শীতলাতলা মন্দির তথা অডিটোরিয়ামের শুভ উদ্বোধন করেন সদর দক্ষিণ মহকুমা পুলিশ অফিসার সুপ্রভাত চক্রবর্তী, মেমারি থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারীক সুদীপ্ত মুখার্জী, মেমারি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নিত্যানন্দ ব্যানার্জী। উপস্থিত ছিলেন বাগিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অরিন্দম ঘোষাল, সদস্য প্রলয় পাল সহ বাগিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, মন্দিরের পুজারী তথা বেঙ্গল পুলিশের এসআই স্নেহাশিষ চৌধুরী, বাগিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল কর্মচারীবৃন্দ এবং বাগিলা গ্রামের প্রবীণ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সুদৃশ্যমান শীতলা মন্দিরটি নির্মাণে আনুমানিক ব্যয় হয় ১১ লাখ ৪৭ হাজার টাকা বলে জানান প্রধান। এর সঙ্গে গ্রামবাসীদেরও কিছু সহযোগিতা আছে বলে জানান প্রধান। বাগিলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের দায়িত্বে থেকে এই পর্যন্ত নয়টি মন্দির নির্মাণ করেছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে পর্যন্ত আরও দুইটি মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ করবেন বলে জানান। এসডিপিও এবং ওসি বাগিলা গ্রামবাসী সহ পঞ্চায়েতের ভূয়সী প্রশংসা করেন। নিত্যানন্দ ব্যানার্জী গ্রামবাসিদের কাছে আবেদন করেন মন্দিরের চাতালে পবিত্রতা বজায় রেখে হরিনাম করুন, কোনোরকম তাসের আড্ডা বসাবেন না। এই শীতলা মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে গ্রামে মেলা বসতে শুরু করে। দুপুরে গ্রামবাসিদের ভোগপ্রসাদ খাওয়ানোর আয়োজন হয় এবং সান্ধ্যকালীন বাউল গানের ব্যবস্থা রাখা হয়।

শ্রী দেবাশিস দত্ত, সাধারণ সম্পাদক, মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব এই মর্যাদাপূর্ণ ক্লাবের লাইফ টাইম মেম্বারশিপ কার্ড হস্তান্তর করছেন শ্রী কৌশিক মিত্র, সিপিআরও পূর্ব রেলওয়ে।

দামোদরের জলে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব বর্ধমানের রায়না থানার জামনা এলাকায় দামোদরের জলে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে বুধবার চাঞ্চল্য ছড়াল । যদিও দামোদর নদের যে অংশে দেহটি পড়ে থাকতে দেখা গেছে সেই জায়গাটি বর্ধমান থানার অন্তর্গত বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। এদিন সকালে নদীতে মাছ ধরার সময় স্থানীয় মানুষ দেখতে পায় জলের মধ্যে উবুর হয়ে একটি ফুলেফেঁপে যাওয়া দেহ পরে রয়েছে। মৃতদেহের পরনে একটি গেঞ্জি ও বারমুডা পায়ে চটি ছিল। বেশ কয়েকদিন জলে থাকার জন্য দেহটি ফুলে গেছে বলে অনুমান। অন্যদিকে স্থানীয়দের অনেকের অনুমান, ওই ব্যক্তি কে খুন করে ফেলে দেওয়া হতে পারে। স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে রায়না থানায় খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে যে জায়গায় দেহটি পড়ে থাকতে দেখে সেটি বর্ধমান থানার অন্তর্গত বলে জানায়। এরপর বর্ধমান থানার পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করা হচ্ছে। পাশাপাশি দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর কারণ জানতে পারা যাবে।

প্রশাসন ও আবাগারী দফতরের যৌথ উদ্যোগে আই ডি লিকার উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রশাসন ও আবগারী দফতরের উদ্যোগে প্রচুর আই ডি লিকার ও মদের সরঞ্জাম উদ্ধার হলো মহম্মদ বাজার ব্লকের সাহাপুরে। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সাহাপুরের তিনটি ভাটি ও সংলগ্ন তিনটি পুকুরে অভিযান চালায় বিভাগীয় দফতর। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক অনিন্দ্য সরকার এবং আবগারী দফতরের সুপারিনটেণ্ডেন্ট সুদীপ্ত মণ্ডল। সুপারিনটেণ্ডেন্ট সুদীপ্ত মণ্ডল জানান, পঞ্চাশ লিটার আই ডি লিকার পাওয়া গেছে। যার বাজার মূল্য পাঁচ লক্ষ। এছাড়াও সত্তর থেকে পঞ্চাশ লিটারের গুড় জল সহ পঞ্চাশটি ড্রাম উদ্ধার হয়েছে। শুধু ড্রামের মূল্য সাড়ে নয় লক্ষ টাকা।

লক্ষাধিক টাকার সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত, গ্রেফতার এক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ বৈকুণ্ঠপুর বিভাগের বেলাকোবা রেঞ্জের বনকর্মীরা লক্ষাধিক টাকার সেগুনসহ এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্তের নাম একলাস। তিনি হরিয়ানার বাসিন্দা। বেলাকোবা রেঞ্জের রেঞ্জার সঞ্জয় দত্ত জানান, বুধবার সকালে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের রাজগঞ্জ ব্লকের পানিকৌড়ি এলাকায় অভিযান চলাকালীন একটি কন্টেনার আটক করা হয়। কন্টেনারটিতে তল্লাশি চালিয়ে সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ সেগুন কাঠ উদ্ধার করা হয়। চালককে কাঠ সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখাতে বলা হয় যা চালক দেখাতে পারেননি। এরপর কন্টেনার চালককে আটক করা হয়। বাজেয়াপ্ত কাঠের আনুমানিক বাজার মূল্য ৫০ লাখ টাকা। অভিযুক্ত চালক গুয়াহাটি থেকে কলকাতায় কাঠ নিয়ে যাচ্ছিল।

গতবারের থেকে অর্ধেক পূর্ব বর্ধমান জেলার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। গত বছরের তুলনায় এবছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। পাশাপাশি গতবছরের তুলনায় মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যাও কমানো হয়েছে বলে জানা গেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গেছে জেলায় এবছর মোট মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫ হাজার ৭৬২ জন। এরমধ্যে বর্ধমান সদর ডিভিশনে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪ হাজার ৮৩৩ জন। ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭ হাজার ৩১৬ জন। কাটোয়া ডিভিশনে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ হাজার ৩৪ জন। ছাত্রী পরীক্ষার্থী রয়েছে ২ হাজার ৯৫ জন। কালনা ডিভিশনে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ হাজার ৮৯৫ জন। ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ হাজার ৫৫২ জন। ২০২২ সালে পূর্ব বর্ধমান জেলায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৫৫ হাজার ৩৫৯ জন। সেক্ষেত্রে, বর্ধমান ডিভিশনেই পরীক্ষার্থী ছিল ৩০ হাজার ৯০৮জন। কাটোয়া ডিভিশনে পরীক্ষার্থী ছিল ১০ হাজার ৩৩৪ জন। পূর্ব বর্ধমান জেলায় এ বছর পরীক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১২ হাজার ৯৬৩ জন মেয়ে। সেখানে ছেলেদের সংখ্যা ১১ হাজার ১১৯ জন। এরমধ্যে বর্ধমান ডিভিশনে ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সব থেকে বেশি। উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে এই পরিসংখ্যান কিন্তু বাংলা মাধ্যমে স্কুল পড়ুয়ার সংখ্যা ব্যাপক হারে কমার অশনি সংকেত দিচ্ছে।

মানিকচক ব্লক প্রশাসনের কাছে বিক্ষোভ ডেপুটেশন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ সহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে মালদার মানিকচক ব্লক প্রশাসনের কাছে বিক্ষোভ ডেপুটেশন প্রদান কর্মসূচি করল বিজেপির যুব মোর্চা। বুধবার মালদা জেলা বিজেপি যুব মোর্চার ডাকে কয়েকশো কর্মী সমর্থক ব্লক প্রশাসনিক ভবনের সামনে জমায়েত হন। চালাতে থাকেন বিক্ষোভ কর্মসূচি। বিজেপি যুব মোর্চার অভিযোগ, মানিকচক ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক আশা কর্মীদের হাসপাতালের মধ্যে তৃণমূলের ঝান্ডা ধরিয়ে যোগদান কর্মসূচি করেছে। পাশাপাশি হাসপাতালে আরো উন্নত পরিষেবা প্রদান করতে হবে। হাসপাতালে দালাল চক্র বন্ধ করতে হবে সহ আট দফা দাবিতে মানিকচক ব্লক বিডিও শ্যামল মন্ডলের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন। নেতৃত্বে ছিলেন যুব মোর্চার সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শুভঙ্কর চম্পটি, জেলা সহ-সভাপতি সুভাষ যাদব, যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি সৌমেন মন্ডল সহ শতাধিক নেতাকর্মীরা। দ্রুততার সাথে এই দাবি দাওয়া নিয়ে উচিত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন বিজেপির যুব মোর্চা নেতৃত্ব।

দুই বাঙলা ছুঁয়ে ভাষা দিবস পালনে গান্ধর্বী

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ সব কটা জানালা খুলে দাও না, তব চরণে নিম্নে, আকাশ জুড়ে শুনিনু, লোক সঙ্গীত ও আমার দরদী, প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের ''আমি বাঙলায় গান গাই, আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি? শুধু সঙ্গীত, আবৃত্তি নয়, ভাষা দিবসের অনেক জানা অজানা কথার রোমন্থনে অভিনব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গান্ধর্বী সোসাইটি। ভাষা দিবসে এক অন্য আঙ্গিকের অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকলো রামপুরহাটবাসী। রবীন্দ্র সঙ্গীত, আধুনিক, রজনীকান্ত সেন, লোক সঙ্গীত সব অনুষঙ্গের সঙ্গীতের অভূতপূর্ব প্রকাশে ঋদ্ধ হন আগত দর্শকরা। প্রবীণ অধ্যাপক মলয় মজুমদার তাঁর স্মৃতি চারণে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমি তখন ছাত্র। তখন পাটনায় আসেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনি তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় একটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন নি। পুরোটাই বাংলায় বলেন। চৈতি মজুমদার বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী। সঙ্গীতের পাশাপাশি, এদিন অনবদ্য আবৃত্তিও করেন তিনি। এদিন সংগীতে অংশগ্রহণ করেন সৌমজিত, শাম্ভবী, প্রজ্ঞা, পৌলোমী, শ্রেয়া, মৌতৃষা, পারমিতা, তুহিনা , প্রিয়াঙ্কা ও অলক। আবৃত্তিতে অংশ গ্রহন করেন অনমিত্র, বক্তা- দেবশ্রী মজুমদার ও মলয় মজুমদার যন্ত্রণুসঙ্গে -সুমন্ত মুখার্জী। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা চৈতি মজুমদার।

পড়ুয়াদের পাতে পড়ছে মাংস, ফল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন স্কুলের অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের পাতে পড়ছে এখন ভাত, মুরগির মাংস , গোটা ফল। শিক্ষা দপ্তরের তালিকা অনুপাতে প্রতি সপ্তাহের বুধবার করেই অন্যান্য দিনের মতো এই পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হচ্ছে পড়ুয়াদের। সেই মতো এদিন মালদা শহরের চিন্তামণি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় গিয়ে দেখা গেল মিড ডে মিলের রান্নায় তৈরি করা হয়েছে ভাত, সবজি , মুরগির মাংস। পাশাপাশি একটি করে গোটা আপেল দেওয়া হচ্ছে ছাত্রীদের । রাজ্য সরকারের পুষ্টিকার খাওয়ার পরিবেশনের ব্যবস্থা দেখে এখন রীতিমতো খুশি প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট স্কুলের পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C), Br-VII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

1. NIT No.: **KMC/EEC/VII/57/46A/22-23/BS**
Name of work: **Repairing of bustee passage at 44, D.C. Dey and its surrounding area in Ward No.-57.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,55,746.88.** Earnest Money: ₹ **7,150.00.** Period of Completion: **30 days.**

2. NIT No.: **KMC/EEC/VII/66/53/22-23/BS**
Name of work: **Maintenance of bustee sewer system at Topsia 1st and 2nd Lane, Topsia Road, Tiljala Lane and surrounding in Ward No.-66.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,48,675.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **90 days.**

3. NIT No.: **KMC/EEC/VII/59/50/22-23/BS**
Name of work: **Replacement of old defunct sewer line with new sewer line near 1/H/4, Ram Mohan Bera Lane (bustee portion) in Ward No.-59.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,08,012.72.** Earnest Money: ₹ **4,200.00.** Period of Completion: **30 days.**

4. NIT No.: **KMC/EEC/VII/65/50A/22-23/BS**
Name of work: **Improvement of bustee passage at 22, Shamsul Huda Road and etc. in Ward No.-65.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,462.12.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

5. NIT No.: **KMC/EEC/VII/65/60/22-23/BS**
Name of work: **Maintenance of bustee drainage system at Tiljala Road, Tiljala Masjid Bari Lane, Palm Avenue and its surrounding in Ward No.-65.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,49,410.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **120 days.**

6. NIT No.: **KMC/EEC/VII/65/62/22-23/BS**
Name of work: **Repairing of bustee passage at Palm Avenue, Tiljala Lane, Shamsul Huda Road and its surrounding area in Ward No.-65.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,91,862.77.** Earnest Money: ₹ **5,850.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **06.03.2023 up to 12.00 noon** (for Sl.No. 1 to 6). Tender will be opened on: **09.03.2023 at 12.00 noon** (for Sl.No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **23.02.2023 (6.55 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 to 6).

The **Executive Engineer (C), Br-X, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

1. NIT No.: **EE(C)/BX/91/43/2022-23/R**
Name of work: **Restoration of asphalt road near Prem.No. 40B, 16A, Banerjee Para Lane & IPS passages at 126 Sarat Ghosh Garden Road disturbed by W/S Deptt. in Ward No.-91, Br-X.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,22,699.82.** Earnest Money: ₹ **2,460.00.** Period of Completion: **60 days.**

2. NIT No.: **EE(C)/BX/99/28/2022-23/D**
Name of work: **Improvement of pondside beside Iswarpathsala at Ward No.-99.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,97,945.75.** Earnest Money: ₹ **9,960.00.** Period of Completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **06.03.2023 – 12.00 noon** (for Sl.No. 1 & 2). Date and Time of opening of Bid: **10.03.2023 – 12.00 noon** (for Sl.No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **24.02.2023 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (C), Br-XIV, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No.: **KMC/XIV/129/103/22-23/D**
Name of work: **Restoration of C.C. passages at the bye lane of G.M. Road near Pre.No. 6/1B, 6/1A etc. & P.K. Road near Pre.No. 1/1/C, 28/1 etc. in Ward No.-129.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,34,245.90.** Earnest Money: ₹ **6,700.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **06.03.2023 (up to 11.00 a.m.).** Tender will be opened on: **09.03.2023 (11.00 a.m.).** The bid forms and other details are available on and from **25.02.2023 (from 5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC** invites tender online percentage rate two bid systems for the following work:

NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/139/054/2022-2023/R**
Name of work: **Repairing and painting of office room and Janaja Hall of G.R. Muslim Burial Ground for Shab-E-Barat at Q-608, Slaughter House Road under Health Department KMC in Ward No.-139, Br-XV.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,64,459.78.** Earnest Money: ₹ **5,300.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **04.03.2023 – 11.00 a.m.** Date of opening of tender: **06.03.2023 – 11.00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **24.02.2023 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

1. NIT No.: **KMC/ROADS/NORTH/260/2022-2023 (1st Call)**
Name of work: **Relaying kerb & channel stone and other ancillary works at Bhupen Bose Avenue under Br-I.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,99,492.18.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

2. NIT No.: **KMC/ROADS/NORTH/261/2022-2023 (1st Call)**
Name of work: **Relaying kerb & channel stone and other ancillary works at J.K. Mitra under Br-I.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,98,954.28.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **06.03.2023 – 12.00 noon** (for Sl.No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **24.02.2023 (12.00 noon)** in the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 & 2).

The **Dy. C.E. (C) (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: **KMC/DCE(PS)/B9/W82/14/22-23 (1st Call)**
Name of work: **Painting of park over the roof top of reservoir of Chetla Booster Pumping Station in Ward No.-82, Br-IX.** Estimated Cost: ₹ **4,18,415.77.** Earnest Money: ₹ **8,500.00.** Period of Completion: **25 days.** Last date and time of submission of bid: **06.03.2023 – 01.00 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **24.02.2023 (10.00 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

CORRIGENDUM

NIT No.: (1) SWM-II/DH/56/2022-23, Tender ID-2023_KMC_464570_1. (2) SWM-II/DH/57/2022-23, Tender ID-2023_KMC_464603_1. Published in this newspaper on 04.02.2023 (Key No. 1045/22-23) of **S.W.M. Deptt.** (Sl. No. 9 and 10) Last date of online submission of tender will be **01.03.2023 upto 1.00 p.m.** instead of 11.02.2023 and date of opening of tender will be **03.03.2023** instead of 13.02.2023 (for Sl.No. 1 & 2).

1112/22-23

This is only anAdvertisement for the information purpose and not for an offer document Announcement. Not for Publication, distribution, or release, directly or indirectly in the United States of America or otherwise outside India. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated Friday, January 13, 2023('Letter of Offer') filed with Calcutta Stock Exchange Limited, the stock exchange where the Equity Shares of the Company are presently listed (BE) and Securities Exchange Board of India ('SEBI').

FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

PREMIER ROAD CARRIERS LIMITED
CIN: L63090WB1968PLC027309

Our Company was incorporated on June 11, 1968, as a private limited company, under the name and style 'Premier Road Carriers Private Limited' under the provisions of the Companies Act, 1956, with the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal. Our Company was converted into a Public Limited Company and the name of our Company was changed to 'Premier Road Carriers Limited', and a Certificate of Incorporation consequent upon conversion to public limited company was issued by the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal on August 26, 1978. For further information kindly refer to the section titled 'General Information' beginning on page 33 of this Letter of Offer.

Registered Office: 14th Floor, Suite No. 1405, Om Towers, 32 Chowringhee Road, Kolkata - 700071, West Bengal, India;
Corporate Office: 901/ 918, B Wing, Dalamal Tower, Nariman Point, Mumbai – 400021, Maharashtra, India;
Contact Number: +912267740623; **Contact Person:** Mr. Agnivesh Moreshwar Sathe, Company Secretary & Compliance Officer;
Email-ID: info@prclimited.co.in; **Website:** www.prclimited.co.in;

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY
THE PROMOTERS OF OUR COMPANY ARE MR. YASHU GUPTA, MR. VIJAY KUMAR GUPTA, MR. KARAN GUPTA, MS. SUSHMA GUPTA, MS. SMRITI GUPTA, MS. POOJA GUPTA, M/S VIJAY KUMAR GUPTA HUF, M/S YASHU GUPTA HUF, M/S MAHESH KUMAR GUPTA HUF, M/S LOGISYS ADVISORS PRIVATE LIMITED, M/S DILIGENT INVESTMENT LIMITED, M/S PREMIER AUTO FINANCE LIMITED, M/S PREMIER ENCLAVE PRIVATE LIMITED, M/S PREMIER ROAD SERVICE LIMITED

RIGHTS ISSUE OF UP TO 52,12,500 (FIFTY-TWO LAKHS TWELVE THOUSAND AND FIVE HUNDRED) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10.00/- (RUPEES TEN ONLY) ('EQUITY SHARES') EACH AT A PRICE OF ₹10.00/- (RUPEES TEN ONLY) PER RIGHTS SHARE (AT PAR WITH THE EXISTING FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES) ('ISSUE PRICE') ('RIGHT SHARES') FOR AN AMOUNT AGGREGATING UPTO ₹521.25 LAKHS (RUPEES FIVE CRORES TWENTY-ONE LAKHS TWENTY-FIVE THOUSAND ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF PREMIER ROAD CARRIERS LIMITED ('COMPANY' OR 'ISSUER') IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHT SHARE FOR EVERY 1 (ONE) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, FRIDAY, JANUARY 13, 2023, ('ISSUE'). THE ISSUE PRICE AT PAR WITH THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE' BEGINNING ON PAGE 134 OF THIS LETTER OF OFFER.
THE ISSUE PRICE OF ₹10.00/- (RUPEES TEN ONLY) PER RIGHT SHARE ISSUED IN 1 (ONE) RIGHTS ENTITLEMENT, ISSUED AT PAR WITH THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS PAYABLE BY THE APPLICANTS IN FULL AT THE TIME OF MAKING AN APPLICATION IN THIS ISSUE.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Premier Road Carriers Limited, wishes to thank all its members and investors for their response to the Issue of Rights Shares, which opened for subscription on Tuesday, January 24, 2023,and closed on Wednesday, February 01, 2023,with the last date for the market renunciation of the Rights Entitlement being Friday, January 27, 2023.
The details of Applications received, is scheduled as under:

Particulars	ASBA Facility				Refunds						
	Total ASBA Applications received	Application Banked but not in bid data file	Not Banked Enteries	Valid ASBA applications (A)	Multiple Application	Not A Eligible Equity Shareholders Of The Company	Application Through Third Party Bank Account	Invalid Application	Application Banked but not in bid data file	Total Particulars of Rejection (B)	Net Valid Applications
	(A)				(B)						(C)
Number of Applications received	*116	0	0	116	0	94	0	12	0	106	10
Number of Right Shares applied for	5239470	0	0	5239470	0	24367	0	1103	0	25470	5214000
Total Amount received for the said application	52394700.00	0	0	52394700.00	0	243670.00	0	11030.00	0	254700.00	52140000.00

#The total number of valid applications aggregated to 100% (100.52 Percent of total number of Rights Share allotted under the Issue, whereas the total number of net subscriptions is 8.62% (100.02 Percent.
* 5 application for 44,50,000 equity shares are through Non-ASBA against the conversions of Loan
In accordance with the Letter of Offer and based onthe basis of allotment being finalized on Tuesday,14thFebruary, 2023, in consultation with the Issuer Company, Lead Manager, the Registrar, and CSE, the Designated Stock Exchange for the Issue, the Company has onTuesday, 14th February, 2023,allotted 51,12,500 (Fifty One Lakh Twelve Thousand Five Hundred)fullypaid-upRights Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid applications considered for Allotment.

1. Basis of Allotment

Category	Applications received		Number of Equity Shares Accepted and Allotted against Rights Entitlement (A)			Number of Equity Shares accepted against Additional Rights applied (B)			Total Rights Shares Accepted and Allotted (A+B)		
	Number	%	Number	Amount	%	Number	Amount	%	Number of Rights Shares	Amount	%
Eligible Shareholders	9	90.00%	2074800	2074800.00	89.81%	2897200	28972000.00	99.83%	4972000	49720000.00	95.39%
Renouncees	1	10.00%	235450	2354500.00	10.19%	5050	50500.00	0.17%	240500	2405000.00	4.61%
Total	10	100.00 %	2310250	23102500.00	100.00%	2902250	29022500.00	100.00%	5212500	52125000.00	100.00%

Including partial acceptance cases.
Intimations for Allotment/refund/rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and question for the rejection, as applicable, to the investors vide email has been completed on Tuesday, 14/02/2023. The instructions to (i) Kotak Mahindra Bank Limited ('Bankers to the Issue') for processing refund NACH/NEFT/RTGS/direct credit for Application using SCSBs for the unblocking fund in case of ASBA Applications were given onTuesday, 14/02/2023. The Listing Application with CSEwas executed Tuesday, 21/02/2023. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respectively demat accounts of allottees had been completed with the CDSL and NSDL on or before Friday, 24/02/2023. No physical Equity Shares were tendered in the Rights Issue. Pursuant to the listing and trading approvals granted by CSE, the Rights Shares Allottedin the Issue are to commence trading on CSEfrom Tuesday, 28/02/2023. In accordance with the SEBI circular bearing reference number 'SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13' dated January 22, 2020, the request for the extinguishment of rights entitlement had been sent to the Depositories on Monday, 27/02/2023.
DECLAIMER CLAUSE OF CSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distantly understood that the permission given by CSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by CSE, nor does it certify the correctness or completeness of any contents of Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer in the foil text of the 'Disclaimer Clause of CSELimited' on the page 128 of the Letter of Offer.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE
PREMIER ROAD CARRIERS LIMITED **Corporate Identification Number:**L63090WB1968PLC027309; **Registered Office:** 14th Floor, Suite No. 1405, Om Towers, 32 Chowringhee Road Kolkata - 700071, West Bengal India; **Corporate Office:** 901/ 918 B Wing, Dalamal Tower, Nariman Point, Mumbai – 400021, Maharashtra, India; **Contact Number:** +912267740623; **Contact Person:** Mr. Agnivesh Moreshwar Sathe, Company Secretary and Compliance Officer; **Email-ID:** info@prclimited.co.in; **Website:** www.prclimited.co.in;	**PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED** Unit No. 9, Ground Floor, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Lower Parel East, Mumbai-400011, Maharashtra, India; **Contact Details:** + 91-22-2301 2518 / 6761; **Website:** www.purvashare.com; **E-mail ID/ Investor Grievance ID:** support@purvashare.com; **Contact Person:** Ms. Deepali Dhuri; **SEBI Registration Number:** INR000001112; **Validity:** Permanent **Investor may contact the Registrar to Issue/ Compliance Officer in case of any Pre-Issue/Post-Issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/demat credit etc.**

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s). e-mail address of the Sole/ first holder, folio number or demat account number, number of Rights Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number, and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip.
THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For Premier Road Carriers Limited
Sd/-
Vijay Kumar Gupta
Managing Director
Director Identification Number: 00798748

Place: Mumbai
Date: 22nd February 2023

The Letter of Offer is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in,BSE at www.bseindia.com, CSE at www.cse-india.com, PRCL at www.prclimited.co.in, Registrar at www.purvashare.com, and Lead Manager www.capitalsquare.in accessible at https://www.purvashare.com/rights-issue/input-form.php. Investor should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details of risk and for details relating to the same, please see the section entitled 'Risk Factor' beginning on page 19 of the Letter of Offer.
The Rights Entitlements and the Rights Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 'US Securities Act') or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced, pledged, transferred or delivered, directly or indirectly withinUnited States or to, or for the account or benefit of U.S. person (as defined in regulation except for this purposes, U.S. Persons include person who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of rule 902(K)(1)(VIII)(B) or Rule 902(K)(2)(I), except pursuant to the exemption from, or in transaction not subject to, the registration requirement of U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlement and Rights Shares were offered and sold (i) in offshore transaction outside in the United States to the non U.S. person in compliance with the Regulation S to the Existing Shareholder located in the Jurisdiction where such offer and the state of Rights Shares is permitted under law of such jurisdiction, and (ii) in the United States to U.S.QIBs and are also Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the U.S Securities Act and Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Shares and Rights Entitlements are not transferable except in accordance with the restrictions.

আড়াই দিনেই শেষ দুটি টেস্ট, ইন্দোরের পিচ ঘূর্ণি থাকবে না?

ইন্দোর, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির প্রথম দুটি টেস্ট জিতে সিরিজে ভারত ২-০ এগিয়ে। অস্ট্রেলিয়ান টিম যেন খেলতেই পারছে না। আড়াই দিনেই শেষ হয়ে যাচ্ছে টেস্ট ম্যাচ। অজি টিম সেই অর্থে লড়াই করতে না পারায় খেলার মজাটাই যেন হারিয়ে যাচ্ছে। ভারত ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তৃতীয় টেস্ট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে। তার আগে চলছে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি। ম্যাচের জন্য তৈরি করা হয়েছে লাল মাটির পিচ। যাতে পিচ দ্রুত না ভেঙে যায়। যাতে ম্যাচ পাঁচদিন গড়ায় তৃতীয় টেস্ট। আর সেই লক্ষ্য নিয়েই হোলকার স্টেডিয়ামে বাইশ গজ ঢেলে সাজানোর কাজ চলছে। প্রথম দুটি টেস্ট মাত্র আড়াই দিনেই শেষ হয়ে যায়। দুটি টেস্টেই ভারতের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে অজিরা। সেই দুটি ম্যাচের ফলাফল মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে হোলকার স্টেডিয়ামের পিচ। আশা করা হচ্ছে, এই ম্যাচে ব্যাট ও বলের সমান লড়াই হবে। কালো মাটির পিচ দ্রুত ভেঙে যায়। তাই মুম্বই থেকে লাল মাটি এনে তৈরি করা হয়েছে এই পিচ। এর ফলে টেস্ট পাঁচদিন ধরে চলবে এবং দর্শকরা একটি টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ দেখতে পাবেন বলেও ধারণা করা হচ্ছে। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির প্রথম দুটি ম্যাচ জিতে ইতিমধ্যেই সিরিজ জয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রোহিত শর্মার দল। কিন্তু নাগপুরে প্রথম টেস্ট ও দিল্লির দ্বিতীয় টেস্ট, দুটি ম্যাচই তিনদিনেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কারণ, পিচ থেকে স্পিনাররা অনেকটা সাহায্য পাচ্ছিলেন। এ দিকে, বাকি দুটি স্টেডিয়ামের তুলনায় হোলকার স্টেডিয়ামটি অনেকটা ছোটো। প্রচুর রান উঠতে পারে এই টেস্টে। এর মধ্যেই একটি পিচ বিশেষ লালমাটির। স্টেডিয়ামে দর্শকদের বসার জন্য নতুন করে আসন বসানো হচ্ছে। মাঠের স্কোরবোর্ডও ঠিক করা হয়েছে। মাঠে সাজসজ্জার কথা মাথায় রেখে বিশেষ মেশিন দিয়ে ঘাস কাটার কাজও করা হচ্ছে। পয়লা মার্চ থেকে ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্ট। ইতিমধ্যেই ম্যাচের টিকিট বুকিংও শুরু হয়ে গেছে। টিকিট পাওয়া যাচ্ছে insider.in এবং মোবাইল অ্যাপ Paytm এবং Paytm Insider এর মাধ্যমে বুক করা যাবে টিকিট। এই ম্যাচের জন্য সর্বনিম্ন টিকিটের মূল্য রাখা হয়েছে ৩১৫ টাকা এবং সর্বোচ্চ মূল্য রাখা হয়েছে ১৯৬৮ টাকা। একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ৪টি টিকিট বুক করতে পারবেন।

বাবর কোনও দিন বিরাট হতে পারবেন না শোয়েব

করাচি, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ বিশ্বের সেরা ক্রিকেটার যদি খুঁজতে হয়, তা হলে বিরাট কোহলিকে দিয়ে শুরু করতে হবে তালিকা। স্টিভ স্মিথ, কেন উইলিয়ামসন, বাবর আজমরা থাকবেন। গত কয়েক বছর সব ধরনের ক্রিকেটে দারুণ পারফর্ম করেছেন পাকিস্তানের ক্যাপ্টেন। টিমকে সাফল্য দিয়েছেন যেমন, তেমনই নিজেও পেয়েছেন রান। আর তাই বিরাটের সঙ্গে তুলনা চলে তাঁর। কিন্তু বাবর কি আদৌ বিরাট হয়ে উঠতে পারবেন? তুলনা চললেও তেমন সম্ভাবনা কেউই দেখতে পাচ্ছেন না। বরং অনেকেই বলছেন, বিরাটের ধারেকাছে পৌঁছতে পারেননি তিনি। ব্র্যান্ড হয়ে ওঠা তো অনেক দূরের ব্যাপার। বিশ্ব ক্রিকেটে বিরাট নিজেই ব্র্যান্ড। তাঁর পিছনে টাকার থলি নিয়ে ছোটে বিভিন্ন কোম্পানি। নানা বিজ্ঞাপনের মুখও তিনি। কিন্তু বাবর সেই জায়গায় তুলে নিয়ে যেতে পারেননি নিজেকে। মাঠে কোনও এক ক্রিকেটারের সাফল্য শুধু তাঁর পারফরম্যান্সের নিরিখে মাপা হতে পারে। কিন্তু মাঠের বাইরে তাঁর প্রভাব, বিস্তৃতি যদি মাপতে হয়, তা হলে খেলার বাইরেও কিছু গুণ তাঁর থাকা দরকার। যা বাবরের নেই। আর কেউ নন, এমনই ব্যাখ্যা করছেন শোয়েব আখতার। পাকিস্তানের প্রাক্তন পেসারের যুক্তি হল, ‘‘পাকিস্তানে সবচেয়ে বড় ব্র্যান্ড হওয়া উচিত ছিল বাবর আজমের। কিন্তু ও সেটা হয়ে উঠতে পারেনি। তার কারণই হল, বাবর ঠিক করে কথাই বলতে পারে না। আর সেই কারণেই বিজ্ঞাপনের মুখ হয়ে উঠতে পারেনি ও। আজও বিজ্ঞাপনের মুখ হিসেবে যে কারণে আমাকে, আফ্রিদিকে আর ওয়াসিম আক্রমকেই নেওয়া হয়। কারণ কী জানেন? আমরা এটাকে চাকরির মতো দেখি।’’ শোয়েব একাই নন, বাবরের কথা না-বলতে পারার এই ব্যর্থতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার তনবীর আহমেদ। তনবীরকে তখন বাবর বলেছিলেন, ‘‘আমি ক্রিকেটার। তাই ক্রিকেট খেলাটাকেই প্রাথমিক কাজ হিসেবে দেখি। তাই করি। আমি ইংরেজ নই। তাই ভালো করে ইংরেজি বলতে পারি না। এটা ঠিক যে, আমি ঠিকঠাক করে ইংরেজি শেখার চেষ্টা করছি। কিন্তু এই ব্যাপারগুলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে কোনও মানুষ শিখে যায়। ক্রিকেট চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে শেখা যায় না।’’ বাবর যাই বলুন না কেন, ইংরেজি না বলতে পারার এই অক্ষমতা আজও তাঁকে পিছনের সারিতেই রেখে দিয়েছে।

শুটিং বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ বাঙালি কন্যা তিলোত্তমার

কায়রো, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ তিলোত্তমা সেন। বাংলার শুটিং আকাশের নতুন তারা। কায়রোতে চলতি আইএসএসএফ বিশ্বকাপে ভারতের ঝুলিতে ব্রোঞ্জ এল চোদ্দ বছরের তিলোত্তমার হাত ধরে। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে পোডিয়াম ফিনিশ করেছে তিলোত্তমা। সোনার পদক গিয়েছে গ্রেট ব্রিটেনের সিওনেড ম্যাকিনটোসের কাছে। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন সুইজারল্যান্ডের নিনা ক্রিশ্চিয়ানকে হারিয়ে সোনা জেতেন ম্যাকিনটোস। তিলোত্তমা সোনার পদক হাতছাড়া করলেন ০.১ মার্জিনে। ২৬২.০ স্কোর গড়ে শীর্ষ আটে পৌঁছন। তাঁর মেডেল প্রতিযোগিতার ভারতের পঞ্চম পদক। তিনটি সোনা ও দুটো ব্রোঞ্জ। মেহুলি ঘোষ, ইলাভেনিল ভালরিভান, মানু ভাকেরদের পাশে দেশের প্রতিভাবান শুটারদের তালিকায় মধ্যে নাম জুড়ে গেল তিলোত্তমার। মাত্র ১৪ বছর বয়সেই বিশ্বকাপ পদক তাঁর ঝুলিতে। মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে রমিতা এবং নর্মদা নামে আরও দুই ভারতীয় শুটারের ছিল তিলোত্তমা। নর্মদা সপ্তম স্থানে শেষ করে ছিটকে যায়। তিলোত্তমা এবং রমিতা টাইটেল রাউন্ডের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে। খেতাবের লড়াই এই দুই ভারতীয় কন্যা পেরে ওঠেনি অভিজ্ঞ সিওনেড এবং অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন নিনার কাছে। রমিতা চতুর্থ স্থানে শেষ করে পদকের দৌড় থেকে ছিটকে যায়। তিলোত্তমা তৃতীয় স্থানে শেষ করে ব্রোঞ্জ জিতে নেয়। দিনের প্রথমেই ছেলেদের এয়ার রাইফেলে সোনা জেতে রুদ্রাক্ষ পাটিল। তিনটি সোনা ও দুটো ব্রোঞ্জ নিয়ে হাঙ্গেরি, ব্রিটেন এবং স্লোভাকিয়ার সঙ্গে পদক তালিকার উপরের দিকেই রয়েছে ভারত। বেঙ্গালুরুর প্রবাসী বাঙালি তিলোত্তমা সুজিত সেন ও নন্দিতা সেনের মেয়ে। টেক মাহিন্দ্রার কর্মী সুজিত সেন লকডাউনের সময় মেয়েকে বাড়ির কাছের একটি শুটিং রেঞ্জে নিয়ে যান। বাড়িতে থাকতে থাকতে ১১ বছরের তিলোত্তমা কার্টুন চ্যানেলের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল। বাস্কেটবল ও ক্যারাটের প্রতি আগ্রহী তিলোত্তমা অল্প দিনের মধ্যে শুটিংও ভালোবেসে ফেলে। কায়রো আইএসএসএফ বিশ্বকাপে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগও চলে আসে। মেয়ের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বেঙ্গালুরুর সেন পরিবার। মেয়ে পদক জিততেই মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে আসেন সেন দম্পতি।

সারাবছর চোটে কাবু, তবে আইপিএলে মিস হবে না বুমরার!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

সিরিজ আসে, সিরিজ যায়। জসপ্রীত বুমরার আর মাঠে নামা হয় না। গতবছরের মাঝামাঝি সময় থেকে পিঠের চোট ভোগাচ্ছে বুমরাকে। আশা জাগিয়েও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে চলতি বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে খেলতে পারেননি বুমরা। জানা গিয়েছে, দেশের জার্সিতে মাঠের বাইরে থাকলেও বুমরা মিস করবেন না আইপিএল। এ বার সোজা কোটিপতি লিগেই তাঁকে দেখা যাবে। এমন সম্ভাবনা তৈরি হতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনায় মুখর হয়েছেন নেটিজেনরা। দেশের জার্সিতে খেলার সময় চোট আর আইপিএল এলেই সুস্থ এই ধারণা আরও পোক্ত করে দিলেন বুমরা। আইপিএল খেলার জন্য বুমরা মুখিয়ে থাকলেও চোটপ্রবণ পেসারের লাগাম থাকবে বিসিসিআইয়ের হাতে। মুম্বই

ইন্ডিয়ান্সের হয়ে সব ম্যাচ খেলতে পারবেন না বুম বুম। বুমরা মাঠের বাইরে রয়েছেন ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে তাঁকে বাইশ গজে দেখার জন্য মুখিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা। কিন্তু চোট আঘাতে জর্জরিত বুমরাকে নিয়ে অতিরিক্ত সাবধানী ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। চলতি বছরেই রয়েছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল এবং ওডিআই বিশ্বকাপ। বিসিসিআই চাইছে, বুমরা আইপিএল খেললেও রয়ে সয়ে খেলুক। জাতীয় দলের স্বার্থে সব ম্যাচে যাতে বুমরাকে না খেলানো হয় তা নিয়ে মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে কথা বলেছে বোর্ড। ভারতের পেস ব্যাটারির ওয়ার্কলোডের দিকে কড়া নজর থাকছে বোর্ডের। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মতো আইপিএলের সবচেয়ে সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি ১২ কোটি টাকার পেসারকে নিয়ে বোর্ডের অনুরোধ রাখবে কি না সেটাই দেখার। একটি ক্রিকেট সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের রিপোর্ট অনুযায়ী, বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি এখনও বুমরাকে ম্যাচ ফিট ঘোষণা করেনি। আইপিএলের খেলার ছাড়পত্রও পাননি বুম বুম। সূত্রের খবর, গত ১০দিন ধরে এনসিএ-তে বেশ কয়েকটি অনুশীলন ম্যাচ খেলেছেন তিনি। তবে বুমরা বলেই নয়, আইপিএলের সময় জাতীয় দলে খেলা সব বোলারের ওয়ার্কলোডের দিকে নজর থাকবে বোর্ডের।

কমেন্ট্রি ছেড়ে মাঠে নেমেই ৭৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস ডিকে'র

মুম্বই, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ দিল্লিতে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির দ্বিতীয় টেস্টে ধারাভষ্যকারের ভূমিকায় ছিলেন দীনেশ কার্তিক। ৩৭ বছরের উইকেটকিপার ব্যাটারের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে আড়াই দিন আগেই। পাঁচদিনের টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে আড়াই দিনেই হারিয়ে দিল্লি টেস্ট পকেটে পুরে নেয় ভারত। হঠাৎ করে কয়েকটা দিন সময় পেলেও ছুটি কাটাতে ছুটলেন না কার্তিক। বরং ব্যাট-প্যাড নিয়ে নেমে পড়লেন মাঠে। আপাতত কমেন্ট্রি করলেও ৩১ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে আইপিএল। তাই বাইশ গজে নেমে নিজেকে ঝালিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। স্থানীয় একটি টি-২০ টুর্নামেন্টে নেমে ঝোড়ো অর্ধশতরানের ইনিংস খেলেছেন ডিকে। আইপিএলের আগে কার্তিকের ব্যাটে ঝড় দেখে মুগ্ধ অনুরাগীরা। ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে এখন কমই দেখা যায় দীনেশ কার্তিককে। গতবছরের টি-২০ বিশ্বকাপের পর থেকে জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন। আপাতত মাঠের বাইরে ধারাভাষ্যকারে নিজের কেরিয়ার উজ্জ্বল দেখছেন তিনি। সম্প্রচারকারী চ্যানেলের হয়ে ভারতীয় দলের বিভিন্ন টুর্নামেন্টে কমেন্ট্রি বক্স আলো করে বসেন। এরই ফাঁকে সময় করে আইপিএলের জন্য প্রস্তুতিও নিয়ে নিলেন। ৩৭ বছরের ২০২৩ আইপিএলে মাঠে নামার আগে নিজেকে ঝালিয়ে নিলেন। মুম্বইয়ে চলছে ডিওয়াই পাটিল টি-২০ টুর্নামেন্ট। গ্রুপ বি-র হয়ে আরবিআই টিমের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে পড়েন। ৩৮ বলে অপরাজিত ৭৫ রানের ইনিংস খেলেছেন ডিকে। কার্তিকের টিম ৬৬ রানে তিনটি উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল। পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নামা জাতীয় দলের কিপার ব্যাটারকে দেখা গেল বিধ্বংসী মেজাজে। একের পর এক বড় শট। ১৯৭.৩৭ স্ট্রাইক রেটে ৩৮ বলে ৭৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। পাঁচটি চার ও ছয়টি ছয় রয়েছে এই ইনিংসে। তাঁর ব্যাটে ২০ ওভারে ওঠে ১৮৬ রান।

মেয়েদের আইপিএলেও টাইটেল স্পনসর টাটা, পাঁচ বছরের চুক্তি

মুম্বই, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের টাইটেল স্পনসর হওয়ার পর টাটা গোষ্ঠী ৪ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা প্রথম মহিলা প্রিমিয়ার লিগের টাইটেল স্পনসরের দায়িত্ব ছিনিয়ে নিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ টুইট করে এ কথা জানিয়েছেন। তিনি লেখেন, 'আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে টাটা গ্রুপ প্রথম ডব্লিউপিএল-এর টাইটেল স্পনসর হচ্ছে। তাঁদের সমর্থনে মহিলা ক্রিকেটকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আমরা আত্মবিশ্বাসী।' টাইটেল স্পনসর হওয়ার জন্য বিসিসিআইয়ের সঙ্গে ঠিক কত টাকার চুক্তি করতে হয়েছে তা জানাননি জয় শাহ। বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র পিটিআইকে জানিয়েছে, টাটা পাঁচ বছরের জন্য টাইটেল স্পনসরের দায়িত্ব পেয়েছে। ভিভো-কে সরিয়ে গতবছরই আইপিএলের টাইটেল স্পনসরের দায়িত্ব পায় টাটা। এই জনপ্রিয় কোটিপতি লিগের নামের আগে স্পনসরের নাম উচ্চারিত হয়। এ বার মেয়েদের প্রিমিয়র লিগের সঙ্গে যুক্ত থাকতে প্রথম সিজন থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে টাটা গোষ্ঠী। বোর্ডের সঙ্গে পাঁচবছরের চুক্তি সেরে ফেলেছে তারা। আপাতত পাঁচটি মরসুমের জন্য উইমেন্স প্রিমিয়র লিগ উচ্চারিত হবে 'টাটা ডব্লিউপিএল' নামে। ৪ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে মেয়েদের প্রিমিয়র লিগ। প্রথম সিজন খেলা হবে একটি শহরেই। মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাটিল এবং ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে চলবে টুর্নামেন্ট। চলবে ২৬ মার্চ পর্যন্ত। মেয়েদের প্রিমিয়র লিগের প্রথম সংস্করণে গ্রুপ পর্বে মোট ২০টি ম্যাচ এবং ২টি প্লে অফের ম্যাচ খেলা হবে ২৩ দিনের মধ্যে। টুর্নামেন্টের দুটি ভেনু। মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়াম এবং ব্রাবোর্ন স্টেডিয়াম। টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ৪ মার্চ থেকে। সে দিন ডি ওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচ খেলা হবে গুজরাট জায়ান্টস এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মধ্যে। ৫ মার্চ অর্থাৎ রবিবার রয়েছে প্রথম ডাবল হেডার। ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচ রয়াল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর এবং দিল্লি ক্যাপিটালসের মধ্যে।

চল্লিশেও টেস্টে বিশ্বের এক নম্বর বোলার অ্যান্ডারসন

দুবাই, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ এত দিন টেস্টে বিশ্বের এক নম্বর বোলার ছিলেন প্যাট কামিন্স। অস্ট্রেলিয়ার পেসারকে পিছনে ফেলে দিলেন জেমস অ্যান্ডারসন এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ইংল্যান্ডের পেসারের বয়স ৪০ বছর। এই বয়সে টেস্টে এক নম্বর বোলার হওয়ার তকমা পেলেন অ্যান্ডারসন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা অশ্বিনের বয়স ৩৬ বছর। তিনি রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে। শীর্ষ স্থানে থাকা কামিন্স নেমে গিয়েছেন তৃতীয় স্থানে। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত সপ্তাহে ৭ উইকেট নেন অ্যান্ডারসন। এর আগে পাঁচ বার টেস্টে এক নম্বর হয়েছিলেন তিনি। প্রথম বার হয়েছিলেন ২০১৬ সালে। সে বার স্টুয়ার্ট ব্রড এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে টপকে শীর্ষ স্থান দখল করেছিলেন অ্যান্ডারসন। ২০০৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছেন তিনি। শেষ বার আইসিসির ক্রমতালিকায় শীর্ষ স্থান পেয়েছিলেন ২০১৮ সালে। পাঁচ মাসের জন্য সেই জায়গা ধরে রেখেছিলেন তিনি। টেস্টে ১৭৮টি ম্যাচ খেলেছেন অ্যান্ডারসন। নিয়েছেন ৬৮২টি উইকেট। এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন ১৯৪টি। নিয়েছেন ২৬৯টি উইকেট। টেস্ট ক্রিকেটে নিয়মিত খেললেও সাদা বলের ক্রিকেটে শেষ বার অ্যান্ডারসনকে খেলতে দেখা যায় ২০১৫ সালে। তিনিই এখন টেস্টে এক নম্বর বোলার।

০-২ পিছিয়ে থেকে ৫-২ জয়, লিভারপুলকে তছনছ করল রিয়াল!

ম্যাচের শুরুতে ১৫ মিনিটে দুই গোল হজমের ধাক্কা সামলে উঠতে প্রয়োজন ছিল দুর্দান্ত কিছুর। গতিময় ফুটবলে ঠিক তাই উপহার দিলেন ভিনিসিউস জুনিয়র। আলো ছড়ালেন অন্যরাও। সহায় হলো ভাগ্যও। সব মিলিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর দারুণ আরেকটি গল্প লিখে লিভারপুলকে তাদেরই মাঠে গুঁড়িয়ে দিল রিয়াল মাদ্রিদ।

লন্ডন, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ অ্যানফিল্ডে মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোর প্রথম লেগের ম্যাচটি ৫-২ গোলে জিতেছে কার্লো আনচেলত্তির দল। নতুন বছরে ছন্দ খুঁজে ফেরা রিয়াল হোঁচট খাচ্ছে বারবার। সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে, পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতার বড্ড অভাব। লিভারপুলের সমস্যা অবশ্য আরও বেশি, মরসুমের শুরু থেকেই যে ধুঁকছে তারা। তবে এ দিন শুরুতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দেয় প্রিমিয়ার লিগের দলটি। দারউইন নুনেসের দারুণ গোলের পর থিবো কোর্তোয়ার চরম ভুলের সুযোগে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মোহামেদ সালাহ। রিয়াল শিবিরে জাগে আরেকটি হারের শঙ্কা। তবে লড়াইটা যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের, যেখানে সবসময়ই বাড়তি রোমাঞ্চ অনুভব করে রিয়াল। দলটি উপহার দিল তেমনই উজ্জীবিত পারফরম্যান্স। চমৎকার গোলে ভিনিসিউস দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর সৌভাগ্যের ছোঁয়ায় ব্যবধানও বাড়ান তিনি। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে এদের মিলিতাও দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর দুটি গোল করেন চোট কাটিয়ে ফেরা করিম বেনজেমা। গত আসরের ফাইনালে পুরোটা সময় দুর্দান্ত খেলে, একের পর এক আক্রমণ করেও ফিনিশিংয়ের ব্যর্থতায় খালি হাতে ফেরে লিভারপুল। ভিনিসিউসের একমাত্র গোলে শিরোপা উল্লাস করেছিল রিয়াল। এবার অবশ্য ম্যাচ শুরু হতে প্রথম আক্রমণেই এগিয়ে যায় লিভারপুল। সালাহর দারুণ পাস ছয় গজ বক্সের বাইরে পেয়ে একটু লাফিয়ে সাইড-ফুট শটে গোলটি করেন নুনেস। আগেই অন্যদিকে ঝুকে পড়া গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া কোনো সুযোগই পাননি। দ্বাদশ মিনিটে পাল্টা আক্রমণে ভালো সুযোগ পান সালাহ। তবে তার শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। দুই মিনিট পর কোর্তোয়ার অবিশ্বাস্য ভুলে দ্বিতীয় গোল হজম করে রিয়াল। নিজেদের সীমানায় প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জের মুখে ব্যাকপাস দেন দানি কারভাহাল। কোর্তোয়া বুক দিয়ে বল নামিয়ে ক্লিয়ার করতে যাওয়ার আগে শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন, ততক্ষণে সামনে চলে আসেন সালাহ। প্রতিপক্ষের অমন উপহার

পেয়ে কাজে লাগাতে ভুল করেননি তিনি, তড়িৎ শটে খুঁজে নেন ঠিকানা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সালাহর এটি ৪৪তম গোল আফ্রিকান খেলোয়াড়দের মধ্যে যৌথভাবে যা সর্বোচ্চ। সমান সংখ্যক গোল আছে কোত দি ভোয়ার প্রাক্তন ফরোয়ার্ড দিদিয়ের দ্রগবার। দুই গোল খেয়ে কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়লেও, পাল্টা জবাব দিতে দেরি করেনি রিয়াল। ২১তম মিনিটে ডি-বক্সের বাঁ দিকে বেনজেমার পাস পেয়ে ঘিরে থাকা প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে দারুণ কোনাকুনি শটে ব্যবধান কমান ভিনিসিউস। দুই মিনিট পর মাঝমাঠ থেকে গতিতে সবাইকে পেছনে ফেলে আক্রমণ শাণান ভিনিসিউস। কিন্তু শেষ দিকে গতি কমিয়ে দেন, দুর্বল লক্ষ্যহীন পাসে হারিয়ে ফেলেন বলও। ২৪তম মিনিটে আবারও রিয়ালের গোলমুখে ভীতি ছড়ায় লিভারপুল তবে সালাহ শট নিতে দেরি করে ফেলেন। মিলিতাও বল ক্লিয়ার করলে হাফ ছাড়ে চ্যাম্পিয়নরা। ৩৬তম মিনিটে আবারও আক্রমণে ভিনিসিউস এবং সৌভাগ্যসূচক গোলে সমতায় ফেরে রিয়াল। অবশ্য দায় এড়াতে পারবেন না আলিসনও। ডি-বক্সের মুখে ভিনিসিউসের চ্যালেঞ্জে ডিফেন্ডার জো গোমেজ ব্যাকপাস দেন গোলরক্ষককে। ক্লিয়ার করতে গিয়ে প্রতিপক্ষ বরাবর শট নেন আলিসন, বল ছুটে আসা ভিনিসিউসের পায়ে লেগে জড়ায় জালে। ইউরোপ সেরার মঞ্চে ৫৬ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সে অ্যানফিল্ডে সফরকারী দলের খেলোয়াড় হিসেবে জোড়া গোল করলেন ২২ বছর বয়সি ভিনিসিউস। এর আগে ১৯৬৬ সালে ইউরোপিয়ান কাপে আয়াক্সের হয়ে দুটি গোল করেছিলেন ইয়োহান ক্রুইফ, ১৯ বছর ২৩৩ দিন বয়সে। ৪৫তম মিনিটে আরেকটি দারুণ আক্রমণে গোলমুখে রদ্রিগোর উদ্দেশ্যে বল বাড়ান ভিনিসিউস। তবে শেষ মুহূর্তে স্লাইড করে কর্নারের বিনিময়ে বিপদ এড়ান ডিফেন্ডার ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ড। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হতেই দেখা মেলে ভিনিসিউসের ক্ষিপ্রতার। তাকে আটকাতে ডি-বক্সের বাঁ পাশে ফাউল করা ছাড়া যেন উপায় ছিল না গোমেজের। লুকা মদ্রিচের নেওয়া ওই ফ্রি কিকেই হেডে রিয়ালকে এগিয়ে নেন মিলিতাও। লিভারপুলের কয়েকজন খেলোয়াড় জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখেন মিলিতাওয়ের হেড। ৫৫তম মিনিটে আবারও ভাগ্য সহায় হয় রিয়ালের এবং তাতে বাড়ে ব্যবধান। ডি-বক্সের ডান দিকে রদ্রিগোর সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে শট নেন বেনজেমা, বল গোমেজের পায়ে লেগে দিক পাল্টে খুঁজে নেয় ঠিকানা। কিছুই করার ছিল না আলিসনের। ৬৭তম মিনিটে দারুণ গোছানো আক্রমণে ব্যবধান আরও বাড়ায় রিয়াল। মাঝমাঠ থেকে কিছুটা এগিয়ে বাঁ দিকে মদ্রিচ খুঁজে নেন ভিনিসিউসকে। বক্সের মুখ থেকে তিনি বল বাড়ান ডান দিকে বেনজেমার উদ্দেশ্যে। ঠাণ্ডা মাথায় বল ধরে আগুয়ান আলিসনকে কাটিয়ে নিখুঁত শটে স্কোরলাইন ৫-২ করেন ফরাসি তারকা। একের পর এক হার ও ড্রয়ের হতাশাজনক পথচলার মাঝে প্রিমিয়ার লিগে সবশেষ দুই রাউন্ডে জিতে ছন্দে ফেরার আভাস দিয়েছিল লিভারপুল। কিন্তু ঘরের মাঠে এভাবে উড়ে যাওয়ায় সেই আশা ফের ফিকে হয়ে গেল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে পড়ার মুখেও পড়ে গেল ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে ফিরতি লেগে দুর্দান্ত কিছুই করে দেখাতে হবে লিভারপুলকে। আগামী ১৫ মার্চ রিয়ালের মাঠ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে হবে পরের ম্যাচটি। দিনের অন্য ম্যাচে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের মাঠে ২-০ গোলে জিতেছে সেরি আ পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা নাপোলি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501